মুসলিম ভূমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(৬৩২-১৯৭৭)

সংকলন
এস এম নাহিদ হাসান

তারিখ
06-01-24

Al Quraner Vasha Institute
Rawshan Garden, Plot 18 & 19, Road 5,
Block DHA, Mirpur 12, Dhaka
www.alquranervasha.com
+8801712529298

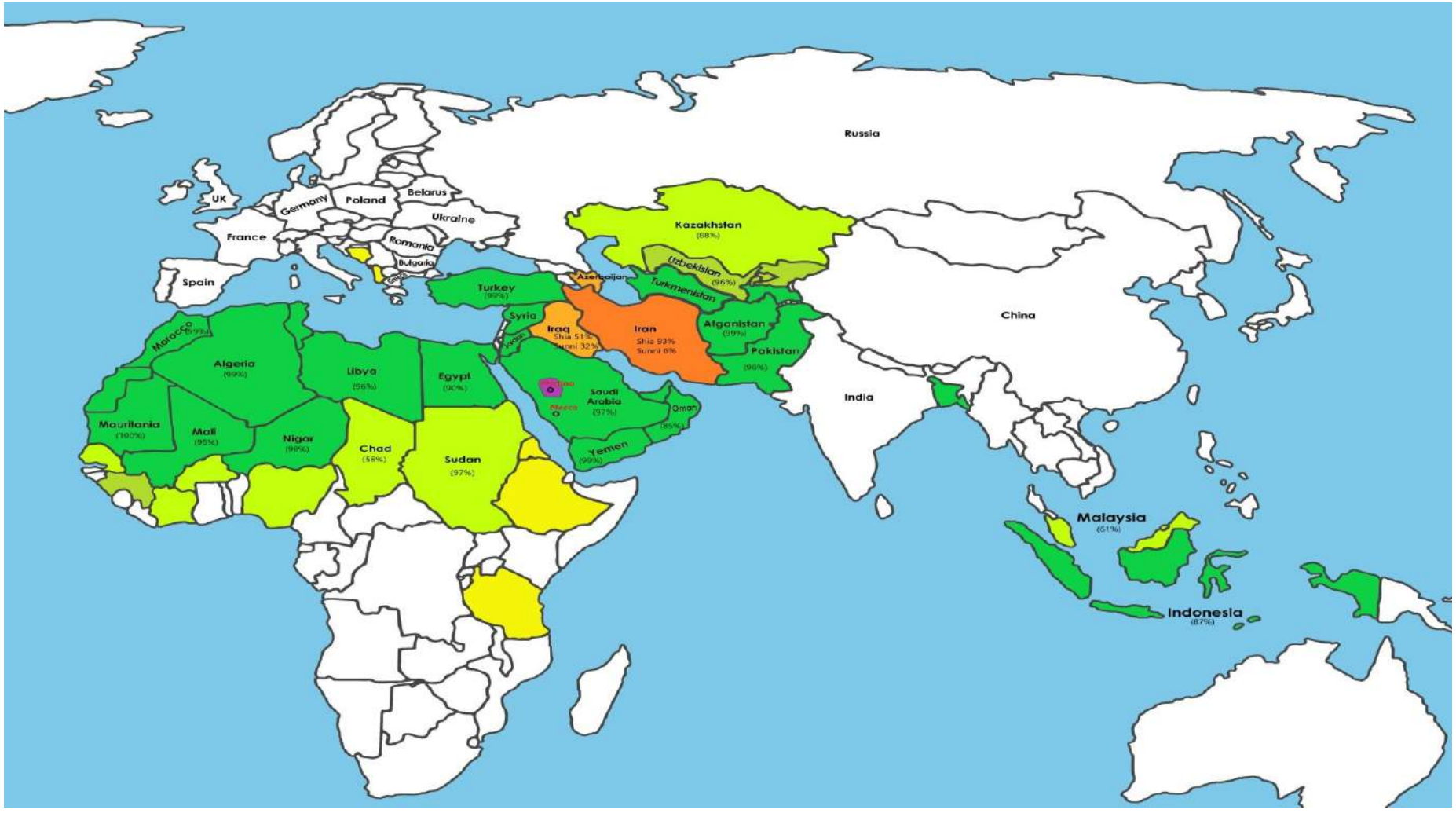

৬২২ খ্রীস্টাব্দে রসুলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরত করে প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করেন। রাষ্ট্র না বলে শহর বলাটাই ভালো। তখনও একে মাদিনাতুন নাবী বা নবীর শহর বলা হত। প্রায় মাত্র ১৫০ বর্গ কিলোমিটারের সেই শহরটি যুগের পরিক্রমায় এককালে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু রাজ্যের বিশালতা বাড়ার সাথে সাথে এর কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে থাকে। বিভিন্ন বিদ্রোহ, অন্তর্দন্দ্ব, ক্ষমতার কাড়াকাড়ি আর বিজাতীয় আক্রমনণ ক্ষত বিক্ষত হয়ে এক সময় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। গোত্র আর বংশের লোকেরা নিজ নিজ এলাকা গুছিয়ে নিয়ে তৈরী করে অধুনা সীমান্ত। "ইতিহাসের মানচিত্রে" আমরা সেই পরিবর্তনের একটা নমুনা চিত্র দেখব ইনশা আল্লাহ। এটা আমাদেরকে ইতিহাস শেখাবে না কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত একটা ধারনা দেবে আশা করা যায়।

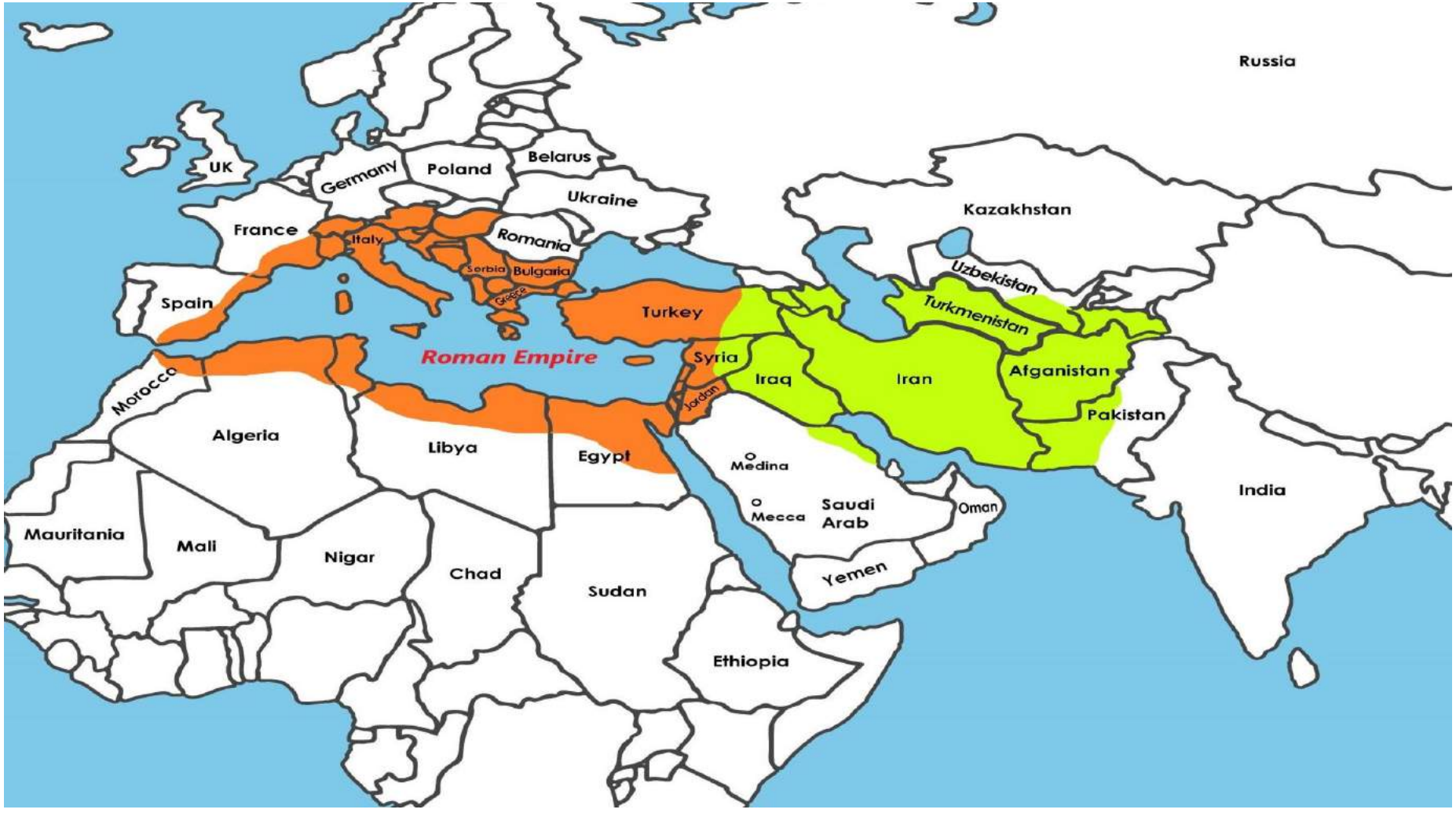

১. ইসলাম পূর্ব আরব সম্রাজ্য সমূহ (রোমান সাম্রাজ্য) ৫৭০

খ্রীষ্টানপ্রধান এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (আজকের তুরস্কের ইস্তামবুল) কেন্দ্র করে। এই সাম্রাজ্য প্রাথমিকভাবে রূম নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকরা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য হিসেবে অভিহিত করেন। ৫২৭ থেকে ৫৬৫ সালের মধ্যে প্রথম জাস্টিনিয়ানের শাসনকালে এই সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তার শক্তিমান জেনারেল নার্সেস ও বেলিসারিয়াস এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান এশিয়া মাইনর, বলকান উপদ্বীপ, ফিলিস্তিন, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল এবং ইতালির অংশবিশেষ পর্যন্ত। জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর কয়েক বছর পর বাইজেন্টাইন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

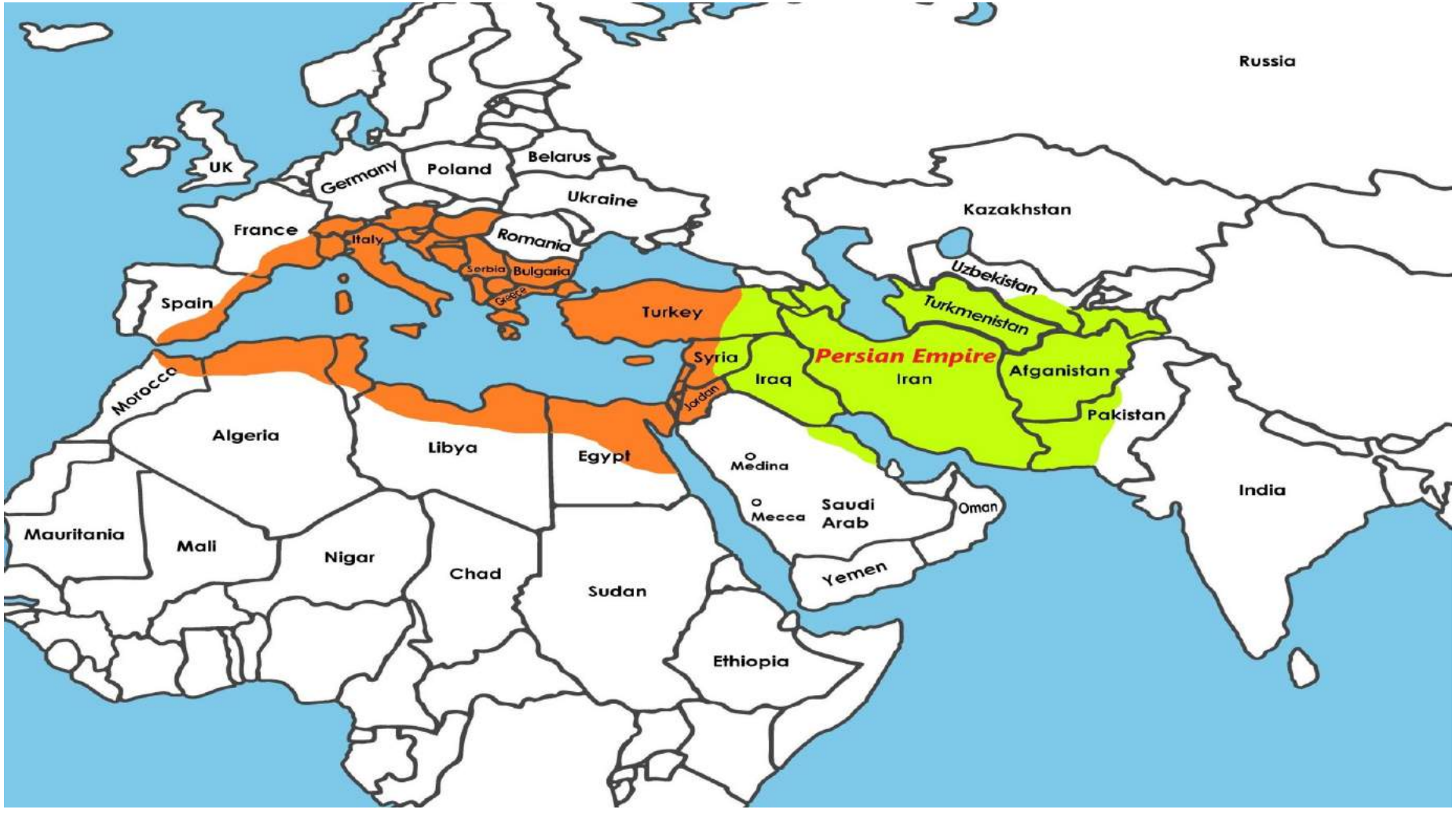

২. ইসলাম পূর্ব আরব সম্রাজ্য সমূহ (পারস্য সাম্রাজ্য) ৫৭০

প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের দুইটি প্রধান শক্তির একটি ছিল। প্রথম আর্দাশির পার্থীয় রাজা আর্দাভনকে পরাজিত করে সসনিয়ন রাজবংশের পত্তন করেন। একে সাসানীয় সাম্রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে ছিল বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ ককেসাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্কের ও সিরিয়ার অংশবিশেষ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু উপকূলীয় এলাকা। সসনিয়নরা তাদের সাম্রাজ্যকে "এরানশাহ্‌র" অর্থাৎ "ইরানীয় সাম্রাজ্য" বলে ডাকত। এই ইরান সাম্রাজ্য তখন আগুনের পূজা হতো। এদেরকে বলা হত মজুসী বা অগ্নি-উপাসক । ইসলামের আরব খলিফাদের কাছে শেষ সসনিয়ান রাজা শাহানশাহ ৩য় ইয়াজদেগের্দের পরাজয়ের মাধ্যমে সসনিয়ন সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে।

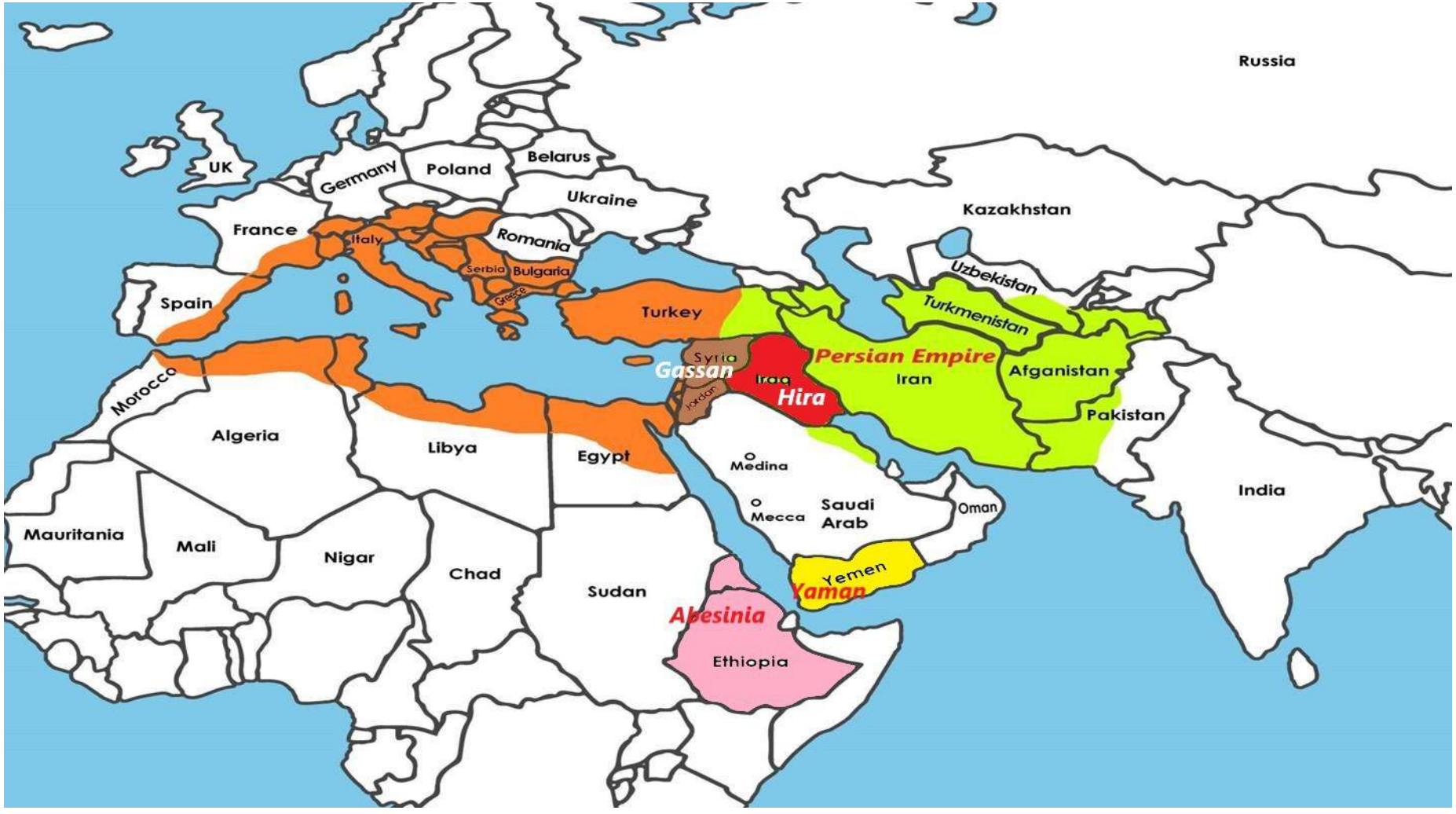

২ (ক). ইসলাম পূর্ব আরব সম্রাজ্য সমূহ (ইরাক, ইয়ামেন ও ইথোপিয়া) ৫৭০

মুকুটধারী বাদশাহ মূলত ছিলো ইয়েমেনের বাদশাহ, সিরিয়ার গাসসান বংশের বাদশাহরা, ইরাকের হীরার বাদশাহরা।

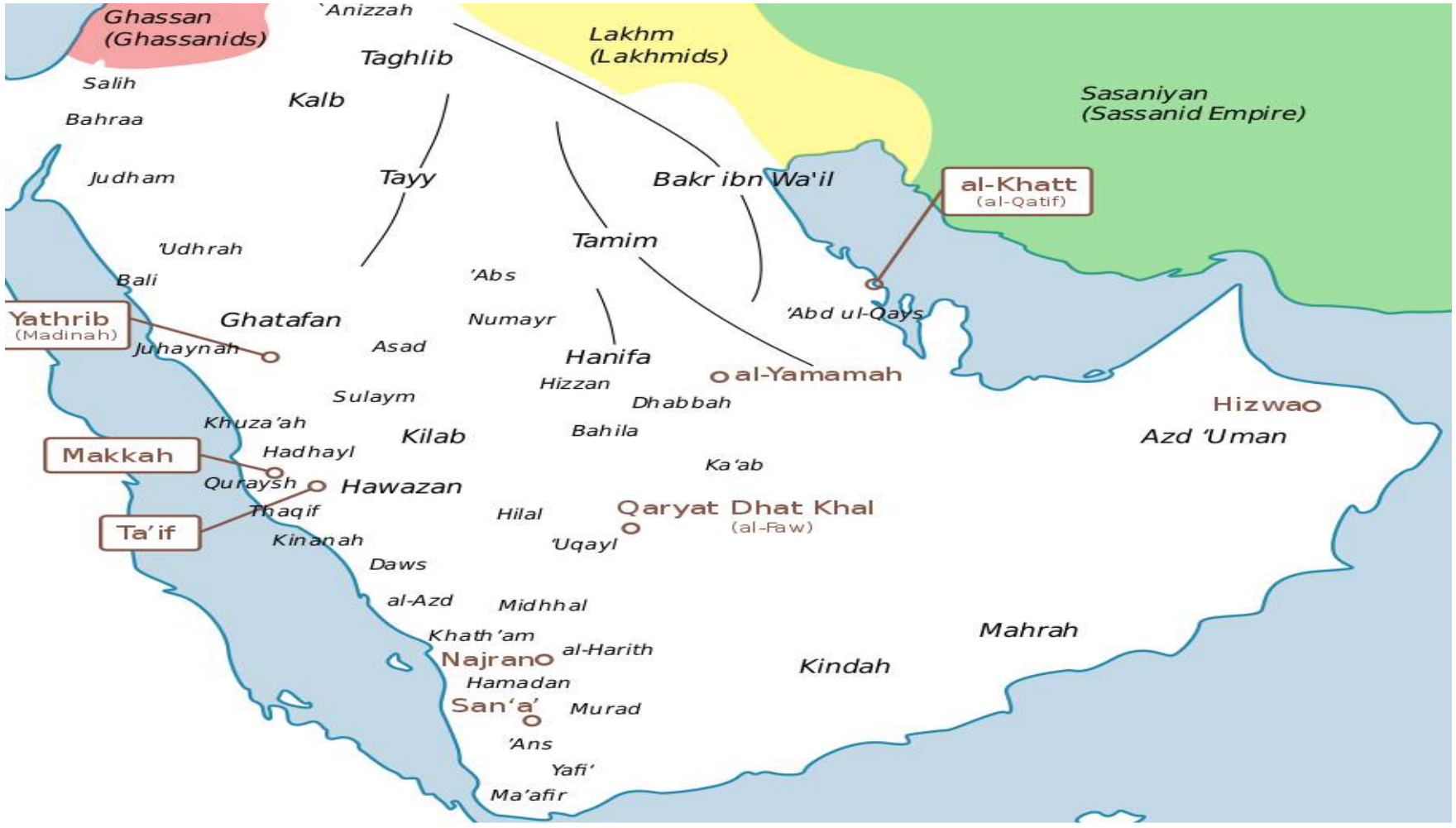

রসুলুল্লাহ (স) এর সময়কার আরব গোত্রসমূহ

রসুলুল্লাহ (স) এর সময়ে আধুনিক যুগের মতো সুসংগায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিলো না। বরং আরবে দুই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। প্রথমত, মুকুটধারী বাদশাহ যারাও মূলত পরিপূর্ণ স্বাধীন ছিলো না। দ্বিতীয়ত, গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা। গোত্রগুলোর মধ্যে মক্কায় কুরাইশ, সাকিব, বানু কালব, বনু সুলাইম, হাওয়াযান, কিনানাহ আর ইয়াসরিব বা মদীনায় ছিলো আউস, খাজরাজ, গাফতান আর ইহুদী গোত্রগুলো।

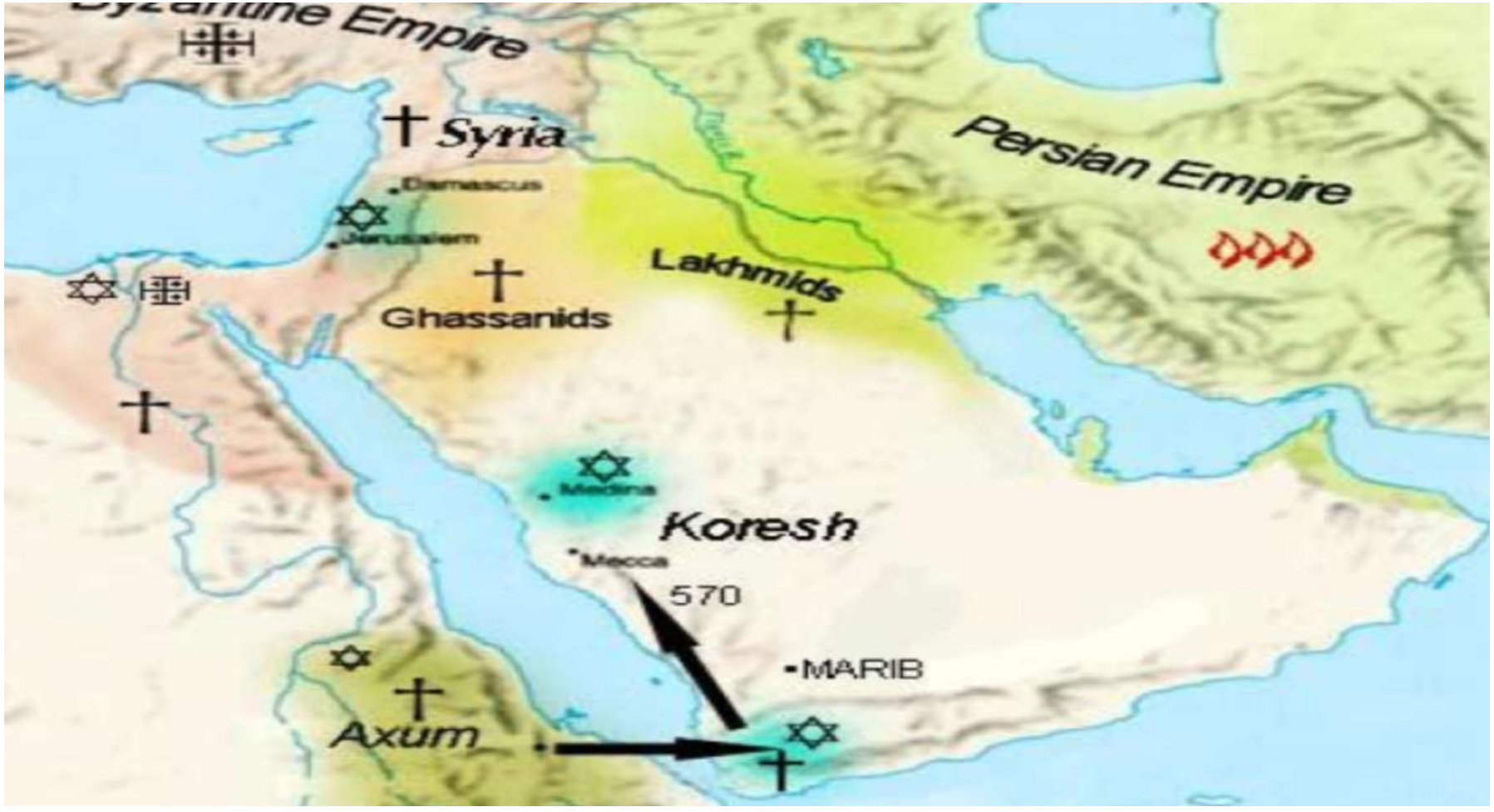

রসুলুল্লাহ (স) এর সময়কার ধর্মীয় অবস্থা

মক্কায় আবাস তৈরী হয় ইব্রাহীম (আ) এর মাধ্যমে। ইসমাইল (আ) আর তার মা বিবি হাজেরা সেখানে গোরাপত্তন করেন। পরে ইসমাইল (আ) বিবাহ করেন ইয়ামেন থেকে আসা জুরহুম সানী গোত্রের মেয়ে। তার ১২ সন্তান থেকে বারোটা গোত্র হয়। ইব্রাহীম>ইসমাইল>কিনানাহ>কুরাইশ>বনু হাশিম>মুহাম্মাদ (স)। ইসমাইল (আ) মিল্লাতে ইব্রাহীম অর্থাৎ তাওহীদের উপর ছিলেন। কিন্তু পরে এক সময় তার প্রচারিত দ্বীন অপরিচিত হয়ে যায়। বনু খুজায়া গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই শাম থেকে হুবাল নামের মুর্তি নিয়ে আসে। এভাবে আরবে মুর্তি পুজার শুরু হয়। এদিকে লোহিত সাগরের কাছে ছিলো মানাত আর ত্বায়িফে ছিলো লাত মুর্তি। এভাবে আরব উপদ্বীপে মুলত মুশরিকরাই ছিলো। ইয়ামেন আর আবিসিনিয়ায় ছিলো খ্রিস্টান ও ইহুদী। রোমানদের তারা খেয়ে কিছু ইহুদী এসে মদীনায় বাস করে। এদিকে পারস্যরা ছিলো মাজুসী বা অগ্নী পুজারী।

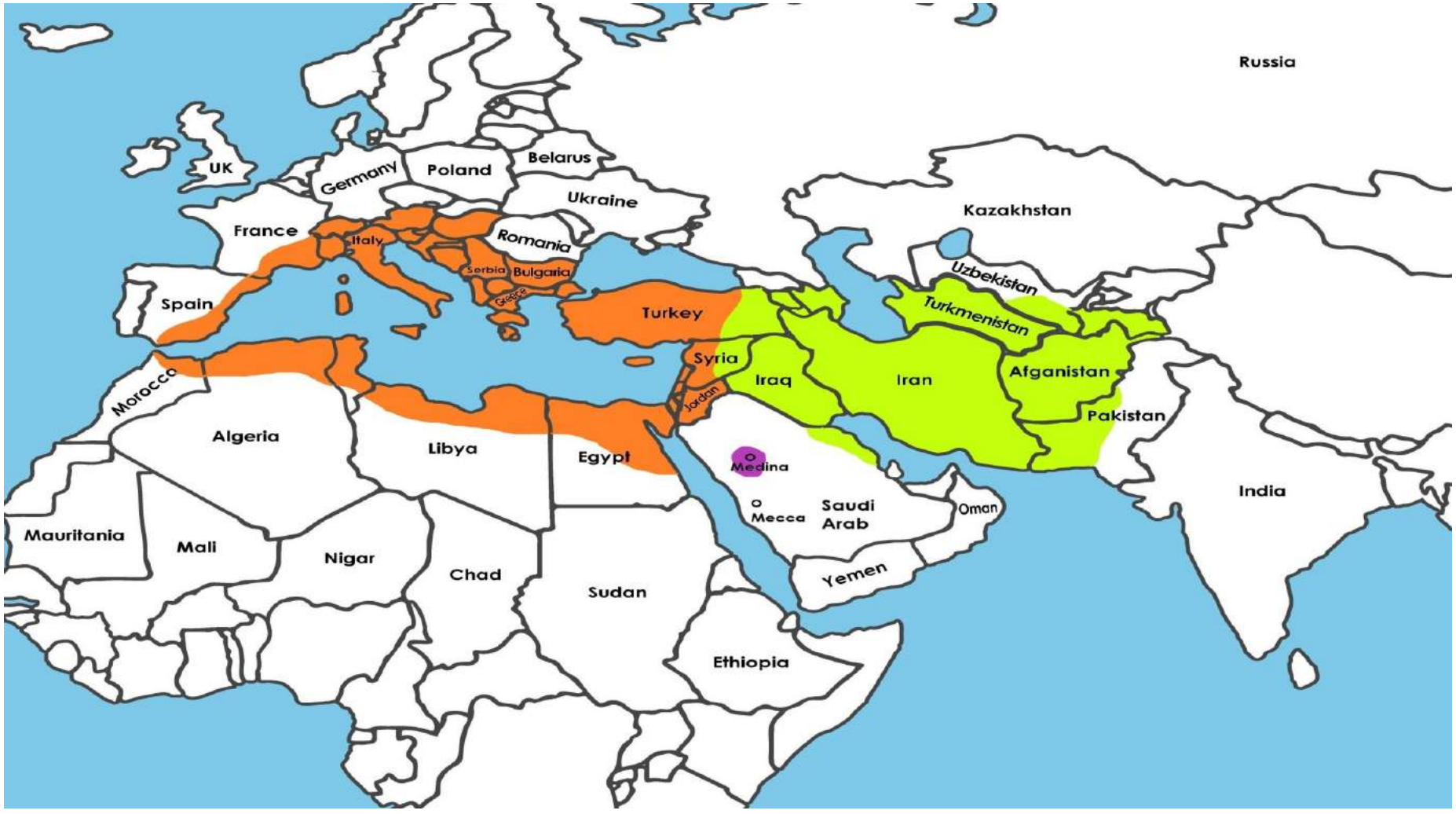

৩. মদীনায় মুহাম্মাদ (স) এর যুগ শুরু ৬২২

মুহাম্মাদ (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনা হিজরত করেন এবং সেখানে ইসলামি সম্রাজ্যের সূচনা করেন। মদীনার আওস, খাযরাজ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এছাড়া প্রধানত তিনটি ইহুদি গোত্র (বনু কাইনুকা, বনু কুরাইজা এবং বনু নাদির) সহ মোট আটটি গোত্র ছিলো। রসুলুল্লাহ (স) মদিনার সকল গোত্রকে নিয়ে ঐতিহাসিক মদিনা সনদ স্বাক্ষর করেন। এই সনদের মাধ্যমে ৬২২ সালে মদিনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

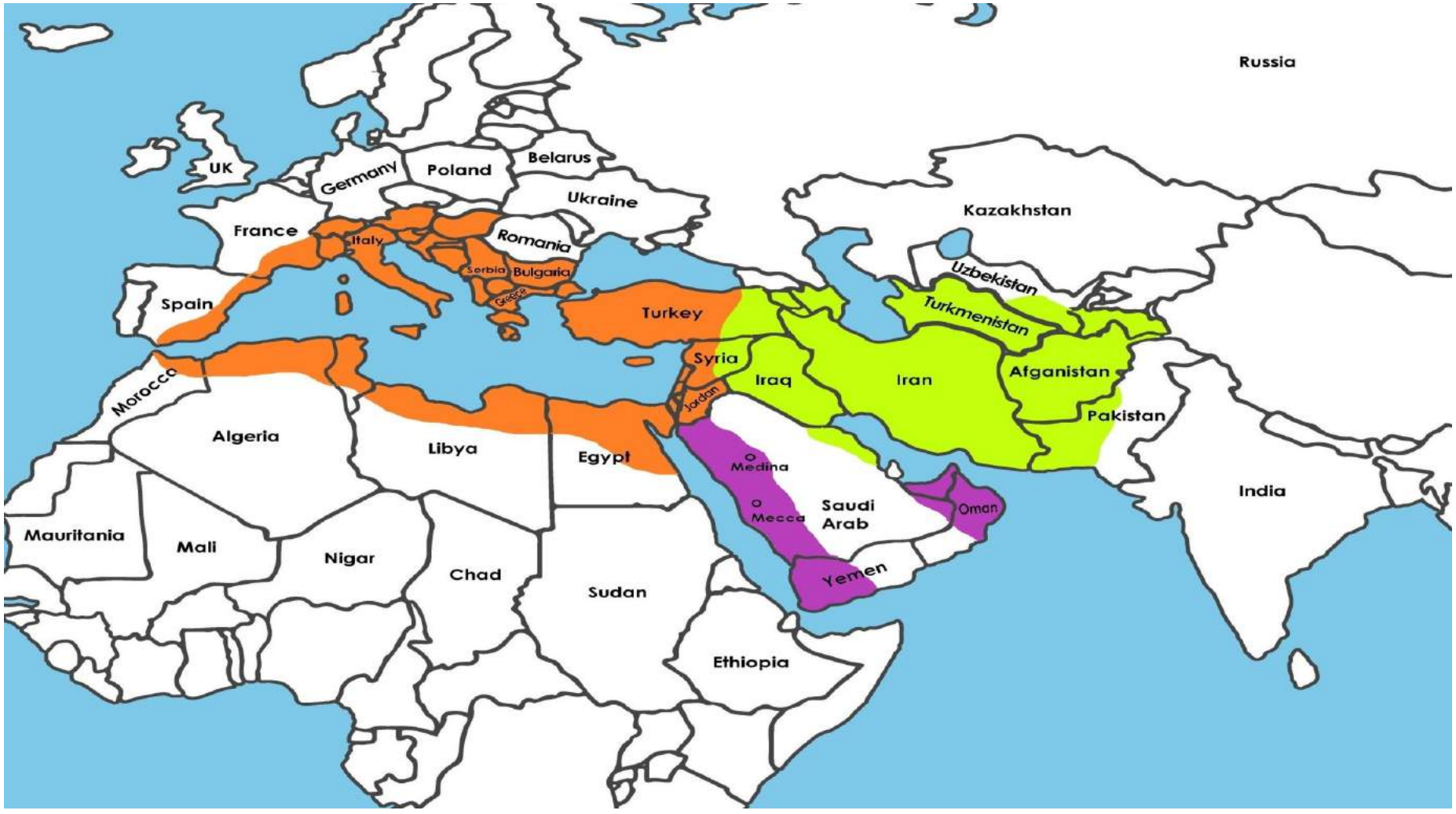

৪. আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদ (স) এর বিস্তৃতি ও সমাপ্তি ৬৩২

রসুলুল্লাহ (স) এর জীবনকালে তাবুক থেকে ইয়ামানের সানা পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের পশ্চিম পার্শ বিজীত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়এবং ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকাকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। এর পরের বছর ইহুদের যুদ্ধহয়। ঐ বছরই ইহুদী গোত্র বনু নাজিরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন এবং বদরের দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। ৬২৭ সালে খন্দকের যুদ্ধ হয় এবং ইহুদী গোত্র বানু করায়জাকে বহিস্কার করেন। ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও খায়বার অভিযান হয়। এরপরে বিভিন্ন বাদশাহ এবং আমীরদের নিকট রাসুল(সঃ) এর ইসলামের দাওয়াত সংক্রান্ত চিঠি প্রেরণ করেন। ৬২৯ সালে তিনি হজ্জ পালন করেন। এরপর মুতার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ৬৩০ সালে মক্কা বিজয় হয় এবং ঐ বছরই হুনায়নের, আওতাস এবং তায়েফ আভিযান চালান। ৬৩১ সালে তবুকের যুদ্ধ সঙ্গঠিত হয়। ৬৩২ সালে রাসুল(সঃ) এর বিদায় হজ্জ পালন করেন। শেষ দিকে ওমানের দিকেও সৈন্যবাহীনি প্রেরণ করেন। ৬৩২ সালে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

রসুলুল্লাহ (স)এর জন্ম
৫৭০

নব্যুওয়ত লাভ,
৬১০

প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু,
৬১৩

বয়কট ও গিরিপথে অবস্থান,
৬১৭-৬১৯

ত্বায়েফে গমণ,
৬১৯

ইসরা বা মেরাজ,
৬২০

আক্কাবার শপথ,
৬২১-৬২২

মদীনায় হিজরত,
৬২২

ক্বিবলা পরিবর্তন
৬২৪

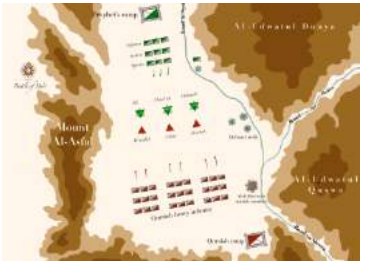

বদর যুদ্ধ,
৬২৪

বনু কায়নুকাকে বহিস্কার,
৬২৪

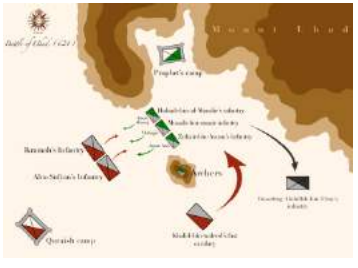

উহুদের যুদ্ধ,
৬২৫

বনু নাযিরকে বহিস্কার
৬২৫

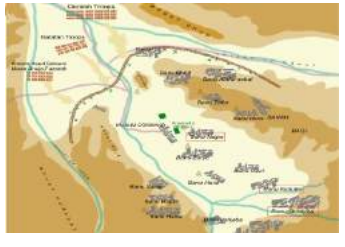

আহযাবের যুদ্ধ
৬২৭

বনু কুরায়জাকে বিতাড়ন
৬২৭

হুদায়বিয়ার সন্ধি
৬২৮

খায়বার অভিযান
৬২৮

প্রথম উমরাহ
৬২৯

মুতার যুদ্ধ
৬২৯

মক্কা বিজয়
৬৩০

হুনাইনের যুদ্ধ
৬৩০

তাবুক অভিযান
৬৩১

বিদায় হজ্জ
৬৩২

Al Quraner Vasha Institute
www.alquranervasha.com
+8801712529298

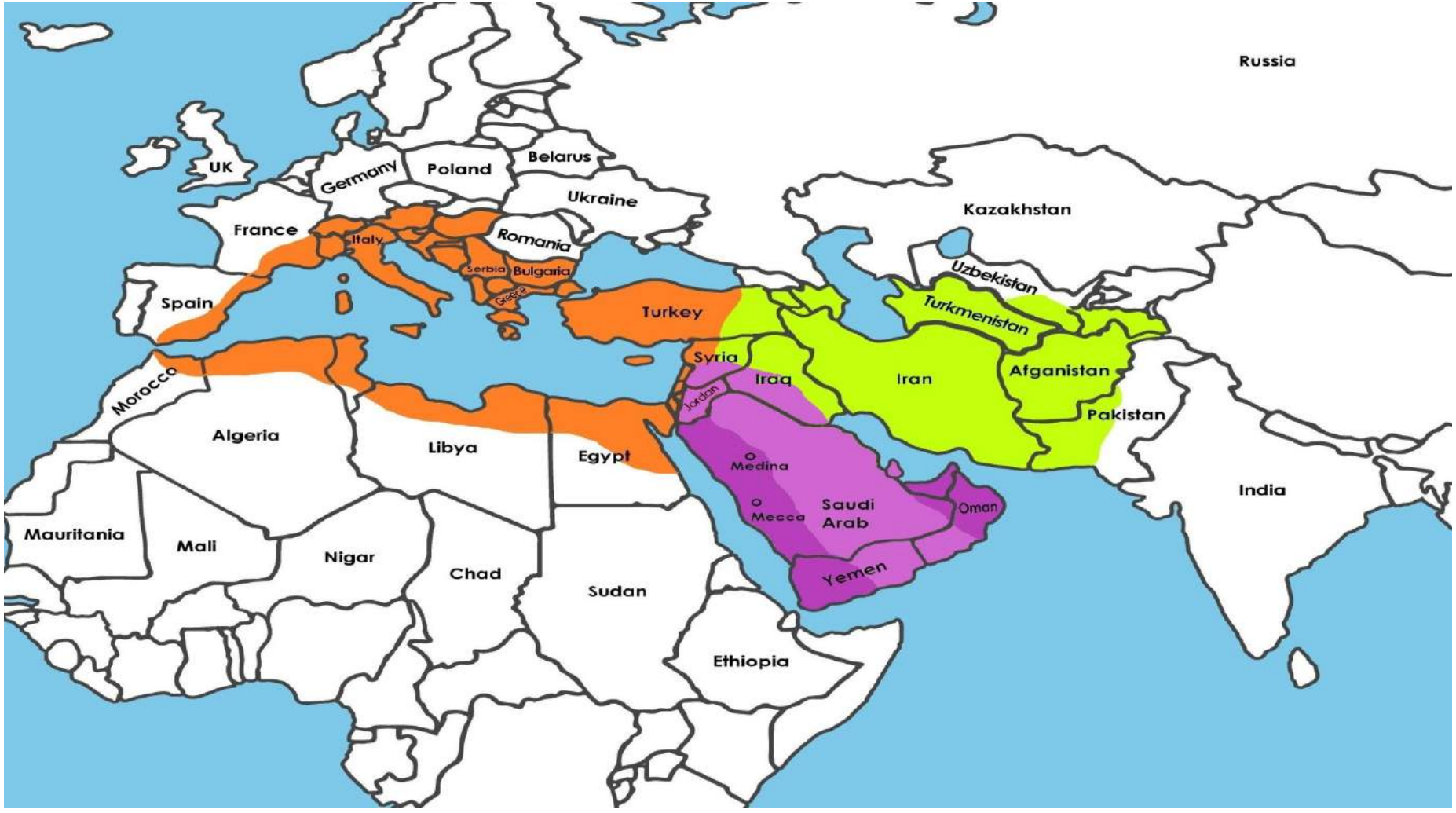

৫. আবু বকর (রা) (৬৩২-৬৩৪)

রসুলুল্লাহ (স) এর ইন্তেকালের পর কে খলিফা হবে এটা নিয়ে মতবিরোধ হয়। মুহাজিররা চান তাদের থেকে খলিফা হবে আর আনসার রা তাদের মধ্যে সাদ বিন উবাদা (রা) কে খলিফা হিসেবে চান। এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ আবু বকর বিন উসমান (রা) খলিফা হন। ইয়ামামা ওমান ও বাহারাইনে রিদ্দার যুদ্ধ সহ অভ্যন্তরীন বিদ্রোহসমূহ দমনের পর আবু বকর বিজয় অভিযান শুরু করেন। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার সবচেয়ে রণকুশলী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। এছাড়া রোমান অধীনস্থ সিরিয়া আক্রমণের জন্য তিনি উসামা বিন যায়েদকে পাঠান। এছাড়া শামের দিকে চারটি সেনাদল পাঠান। তার দুই বছরের শাসনামলে পুরো আরব উপদ্বীপ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৩৪ সালে শামে ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬. উমার (রা) (৬৩৪-৬৪৪)

উমার (রা) ৬৩৪ সালে খলিফা হন। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের আরো ভেতরে, উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোতে এবং পশ্চিমে মিশরে অভিযান পরিচালনা করেন। ৬৩৭ সালে তিনি জেরুযালেম দখল করেন। ৬৪০ নাগাদ মুসলিমরা মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অধিকার করে নেয়; ৬৪২ নাগাদ মিশর, এবং ৬৪৩ নাগাদ সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য অধিকারে চলে আসে। ৬৪৪ সালে উমর (রা) একজন অগ্নীপুজক পার্সিয়ানের হাতে নিহত হন। তিনি আমর ইবনে আস (রা) মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

৭. উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬)

উমার (রা) এর মৃত্যুর পর ৬৪৪ সালে উসমান (রা) খলিফা হন। আভ্যন্তরীন সমস্যা সত্ত্বেও উসমান (রা), উমর (রা) এর বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তার সেনাবাহিনী বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকা জয় করে এবং এমনকি স্পেন আক্রমণ করে ইবেরিয়ান উপদ্বীপের উপকূল জয় করে। তারা রোডস ও সাইপ্রাস আক্রমণ করে। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলি উপকূল আক্রমণ করা হয়। তার সেনারা সম্পূর্ণ পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে এবং পূর্ব সীমান্ত সিন্ধু নদ পর্যন্ত পৌছায়। ৭৬ বছর বয়সে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে কিছু আত্মীয়স্বজন নিয়োগ করেন যাতে জনগন ক্ষিপ্ত হয়। পরে মিশর কুফা ও বসরার বিদ্রোহী গোষ্ঠী মদীনায় এসে চল্লিশ দিন তাকে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। বিদ্রোহীদের হাতে ৬৫৬ সালে তিনি ৮০ বছর বয়সে নিহত হন।

৮. আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১)

৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে উসমান (রা) এর হত্যাকান্ডের পর আলী (রা) খলিফা হিসেবে নিযুক্ত পান। আলি (রা) তার রাজধানী মদিনা থেকে সরিয়ে বর্তমান ইরাকে অবস্থিত কুফায় নিয়ে যান। তিনি উসমান (রা) এর নিয়গকৃতদের বরখাস্ত করেন। সবাই নিজ পদ ত্যাগ করেন কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) সরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তার শাসনামলে প্রচুর বিরোধীতার সম্মুখীন হন। তার বিরোধিরা উসমান (রা) এর হত্যাকারীদের শাস্তির জোর দাবি করেছিল। একদিকে মক্কাতে আয়শা, তালহা এবং আল-যুবায়ের (রা) তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং বসরায় উটের যুদ্ধ হয়। অন্যদিকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া (রা), আলী (রা) কে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে আলী (রা) মুয়াবিয়া (রা) এর বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মুয়াবিয়া (রা) এর সাথে হযরত আলী (রা) এর একটি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধটির অবসান ঘটে। তবে তখন আলী রা এর দল দুই ভাগে ভাগ হয়। একদল শিয়া আরেকদল বিদ্রোহী খারেজী। খারেজিদের তিনি শক্ত হাতে দমন করেন। ইবনে মুলজিম নামে একজন খারেজী ৬৬১ সালের ২৬ জানুয়ারীতে বর্তমান ইরাকে অবস্থিত কুফার শাহী মসজিদে হত্যা করে।

৯. উমাইয়া খিলাফাতের শুরু, ৬৬১

উমাইয়া পরিবার **আবদ মানাফ ইবনে কুসাইয়ের** বংশধর এবং তারা মক্কার অধিবাসী ছিলেন। আবদ মানাফের পুত্র **হাশিমের** বংশে মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে উমাইয়ারা আবদ মানাফের আরেক পুত্র **আবদ শামশের** বংশধর। দুই পরিবার নিজেদের একই বংশ কুরাইশের দুটি ভিন্ন গোত্র হিসেবে বিবেচনা করত (যথাক্রমে হাশিম ও উমাইয়া)। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবন আফ্ফানের খিলাফত লাভের মাধ্যমে উমাইয়া পরিবার প্রথম ক্ষমতায় আসে। তবে উমাইয়া বংশের শাসন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) কর্তৃক সূচিত হয়। মুয়াবিয়া (রা) দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। পরে তিনি খিলাফাত দাবী করেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠে এবং দামেস্ক তাদের রাজধানী হয়। এদিকে ইরাকে ৬৬১ সালে আলী (রা) শহীদ হওয়ার পর ইমাম হাসান (রা) খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন কিন্তু মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ফিতনা ফাসাদ এড়ানোর জন্য ৬ মাস পর তিনি তার খলীফা পদ ত্যাগ করেন। ফলত মুয়াবিয়া (রা) একমাত্র খলীফা হিসেবে অধিকার লাভ করেন।

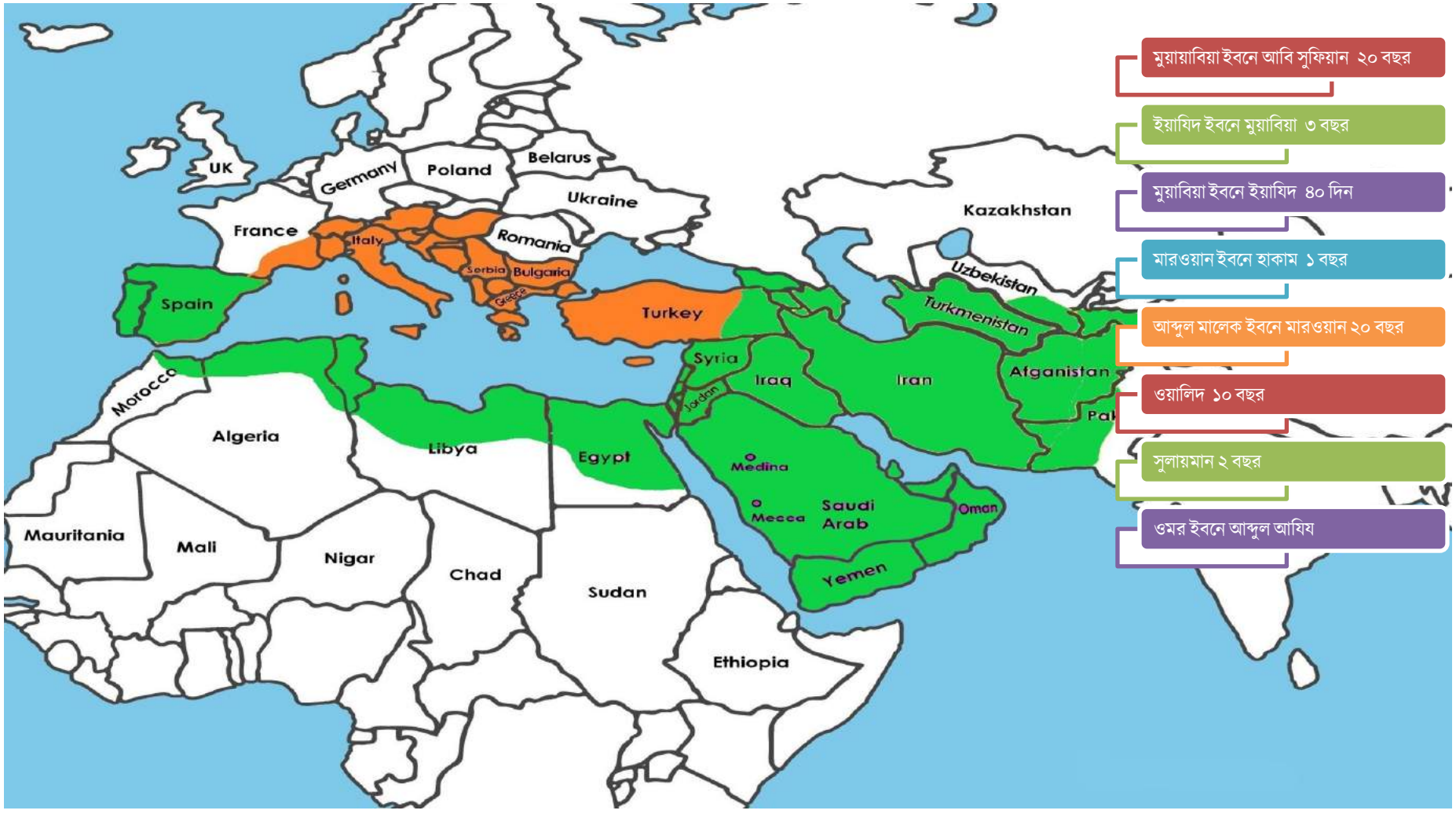

১০. উমাইয়া যুগের বিস্তৃতি (৬৬১-৭৫০)

৬৮০ সালের ২৬ এপ্রিল মুয়াবিয়া (রা) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার ছেলে ইয়াজিদ ক্ষমতা লাভ করে। এরপর তার ছেলে মুয়াবিয়া দ্বিতীয়। এভাবে নবী পরবর্তী যুগে প্রথম রাজতন্ত্র শুরু হয়। এরপর আসেন উসমান (রা) এর চাচাত ভাই মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তিনি খলিফা উসমান ইবনে আফফানের চাচাত ভাই ছিলেন। ৬৮৪ সালে খলিফা দ্বিতীয় মুয়াবিয়া ক্ষমতা হারানোর পর তিনি খলিফা হন। তার ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের বংশধরদের কাছ থেকে হাকামের বংশধরদের কাছে ক্ষমতা চলে আসে। উমাইয়ারা খোলাফায়ে রাশেদুনের (প্রথম চার ন্যায়পরায়ন খালিফা) বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে। ককেসাস, ট্রান্সঅক্সানিয়া, সিন্ধু, মাগরেব ও ইবেরিয়ান উপদ্বীপ (আন্দালুস) জয় করে মুসলিম বিশ্বের আওতাধীন করা হয়। খলিফা ওয়ালিদের সময় মুহাম্মাদ বিন কাসেম সিন্ধু অভিযান করেন ৭১২ সালে। সীমার সর্বোচ্চে পৌছালে উমাইয়া খিলাফত মোট ৫.৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি.) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত বিশ্বের দেখা সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ ছিল।

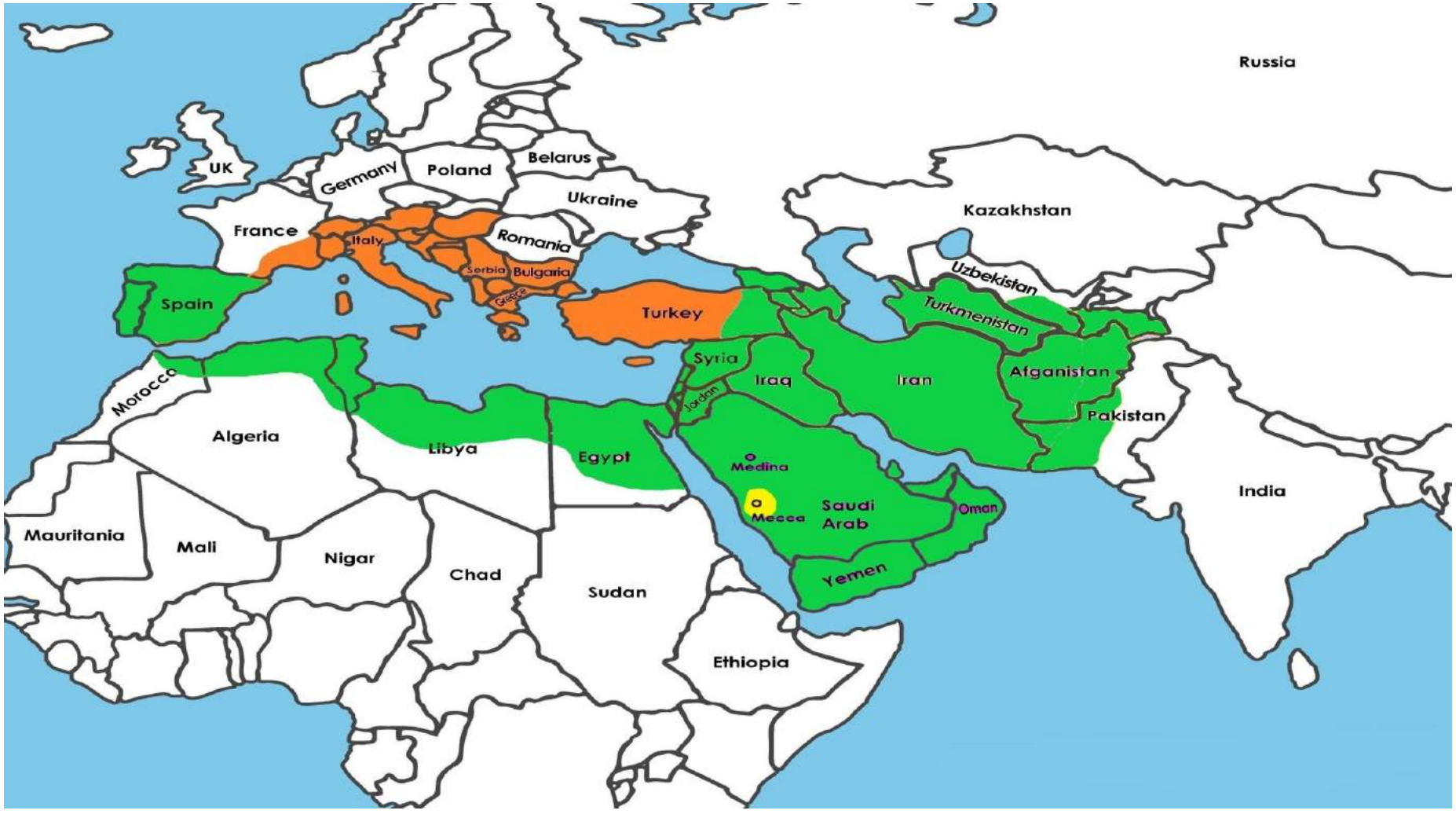

১১. ত্রিমুখী দ্বন্দ ও বিদ্রোহ

৬৮৪ সালে প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা) মক্কাতে নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। ওদিকে সিরিয়ার রাজধানী দিমাশ্বকে তখন মারওয়ান উমাইয়া খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। ৬৮৫ সালে মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান খলিফা হন। এদিকে আবার ৬৮৬ সালে মুখতার নিজেকে ইরাকে কুফায় খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেন। পরে কুফায় মুখতার এবং আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা) এর মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং মুখতার মৃত্যু বরন করে। ৬৯২ সালে দিমাস্কের খলিফা আব্দুল মালিকের সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা অবরোধের পর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) কে হত্যা করে। এর ফলে আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান মক্কা দখল করে মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র খলীফা হন।

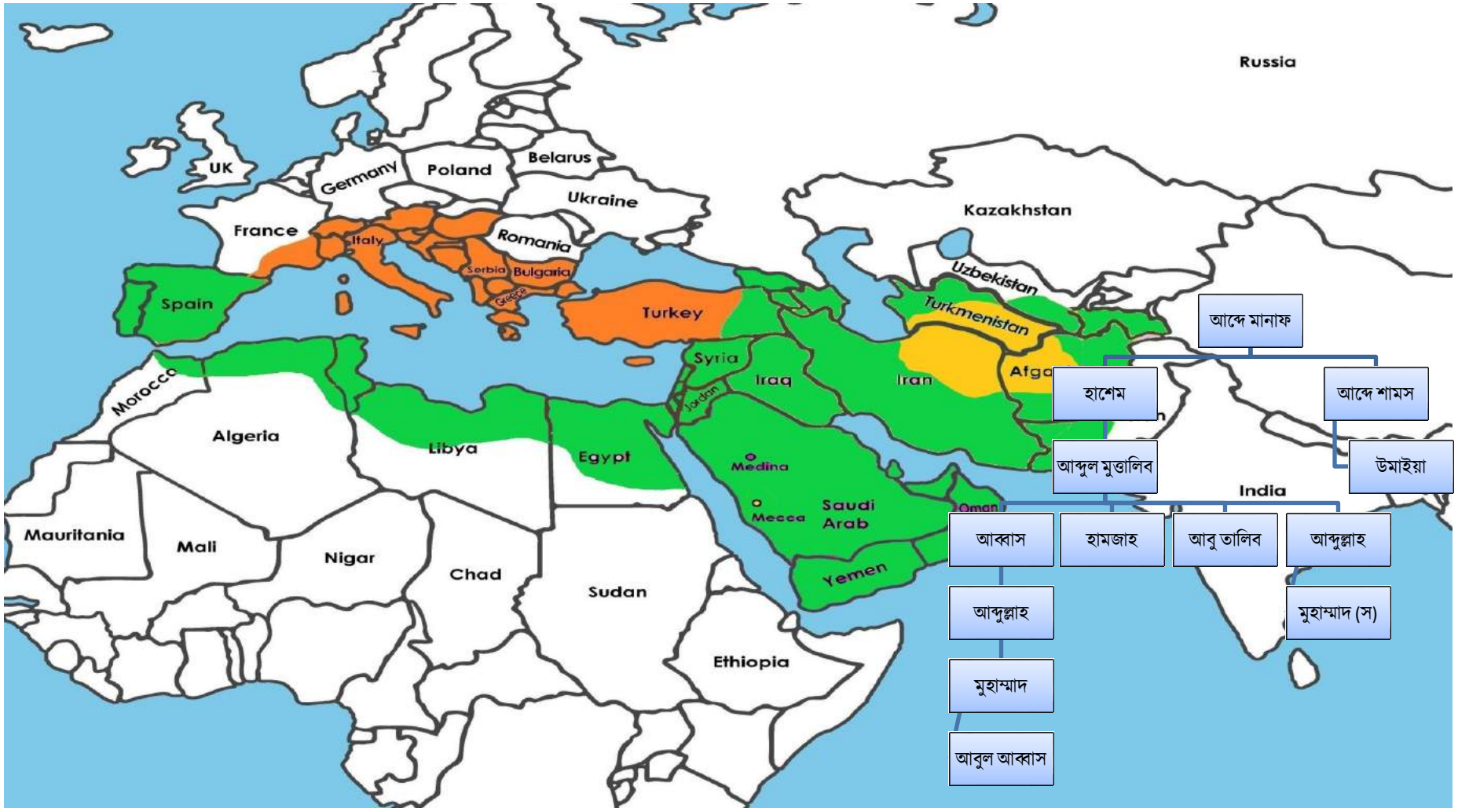

১২. আব্বাসী যুগের শুরু ৭৫০

আব্বাসীয় বলতে নবী মুহাম্মদ (স) এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের বোঝানো হয়। যারা মূলত হাশিমি গোত্রের। মুহাম্মদ (সা) এর সাথে নিকটাত্মীয়তার কারণে তারা উমাইয়াদের হটিয়ে নিজেদের রাসুলের প্রকৃত উত্তরসুরি হিসেবে দাবি করেন। এছাড়া উমাইয়া ও হাশিমিদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) এর আসার পূর্ব থেকেই দ্বন্দ্ব চলছিল। ৭৪৬ এর দিকে "আবু মুসলিম" খোরাসানে আব্বাসীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কালো পতাকার অধীনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি শীঘ্রই খোরাসানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, এর উমাইয়া গভর্নর নাসর ইবনে সায়ারকে বহিষ্কার করেন এবং পশ্চিমদিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কুফা আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়। এটি ইরাকে উমাইয়াদের শেষ শক্ত ঘাঁটি ছিল। বাগদাদের নিকটস্থ ওয়াসিত শহর অবরোধ করা হয় এবং সে বছরের নভেম্বরে আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। ৭৫০ সালে যাবের যুদ্ধ হয় এবং শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান পরাজিত হয় ফলত দিমাশ্বকের পতন ঘটে। এভাবে উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি হয়। উমাইয়া পরিবারের এক পুত্র আব্দুর রহমান পালিয়ে উত্তর আফ্রিকা হয়ে আল-আন্দালুস চলে যায় এবং সেখানে কর্ডোবা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। এ খিলাফত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আন্দালুসের ফিতনার পর এর পতন হয়।

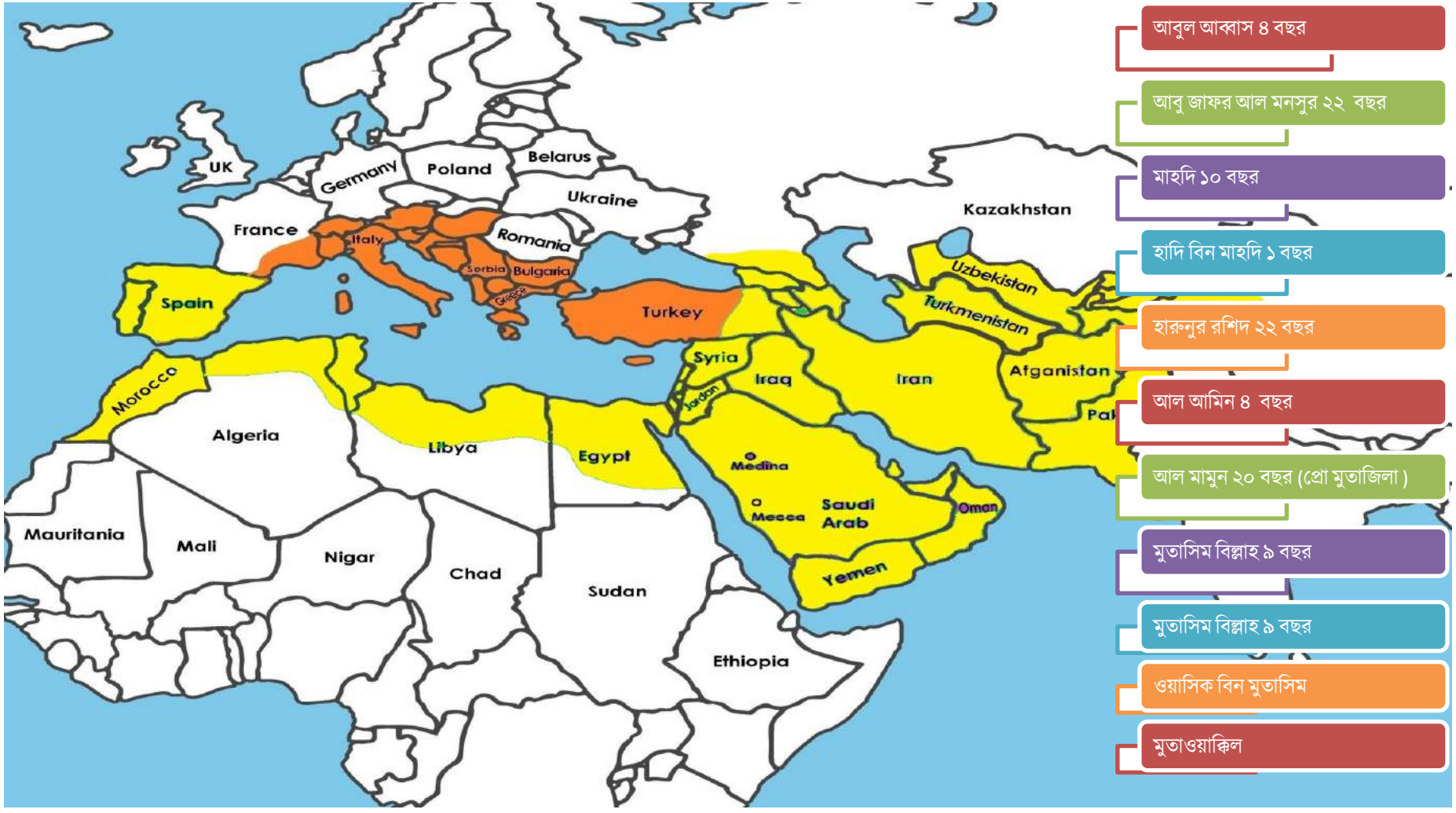

১৩. আব্বাসী যুগের বিস্তৃতি (৭৫০-১২৫৮)

আব্বাসীয়দের প্রথম পরিবর্তন ছিল রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে সরিয়ে আনা। কিছুকাল শাসনের পর আব্বাসীয় সম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কতৃত্ব বজায় থাকে না। স্পেনে উমাইয়ারা ৭৫৬ সালে, মিশরে ফাতেমীয়রা ৯৬৯ সালে ও মরক্কোতে আলমোহাদরা ১১২১ সালে নিজ নিজ বিদ্রোহী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া কিছু স্বায়ত্ব শাসিত মুসলিম রাজবংশ যেমন সামানী(৮১৯-৯৯৯), তুলুনি(৮৬৮-৯০৫), বুয়ুদ(৯৩৪-১০৫৫), গাজনবী(৯৬২-১১৬৮), সেলজুক(১০৩৪-১১৯৪), খাওয়ারজমি(১০৭৭-১২৩১), আয়ুবী(১১৭১-১৩৪১), মামলুক(১২৫০-১৫১৭) ইত্যাদি গড়ে উঠলেও তারা আব্বাসীয় খিলাফাতের আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমত্ব মেনে চলত ও তাকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব বলে স্বীকৃতি দিত। মঙ্গোল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তারা মামলুক শাসিত মিশরে অবস্থান করে এবং ১৫১৯ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব দাবি করতে থাকেন। এরপর উসমানীয় সাম্রাজ্যের কাছে ক্ষমতা চলে যায়।

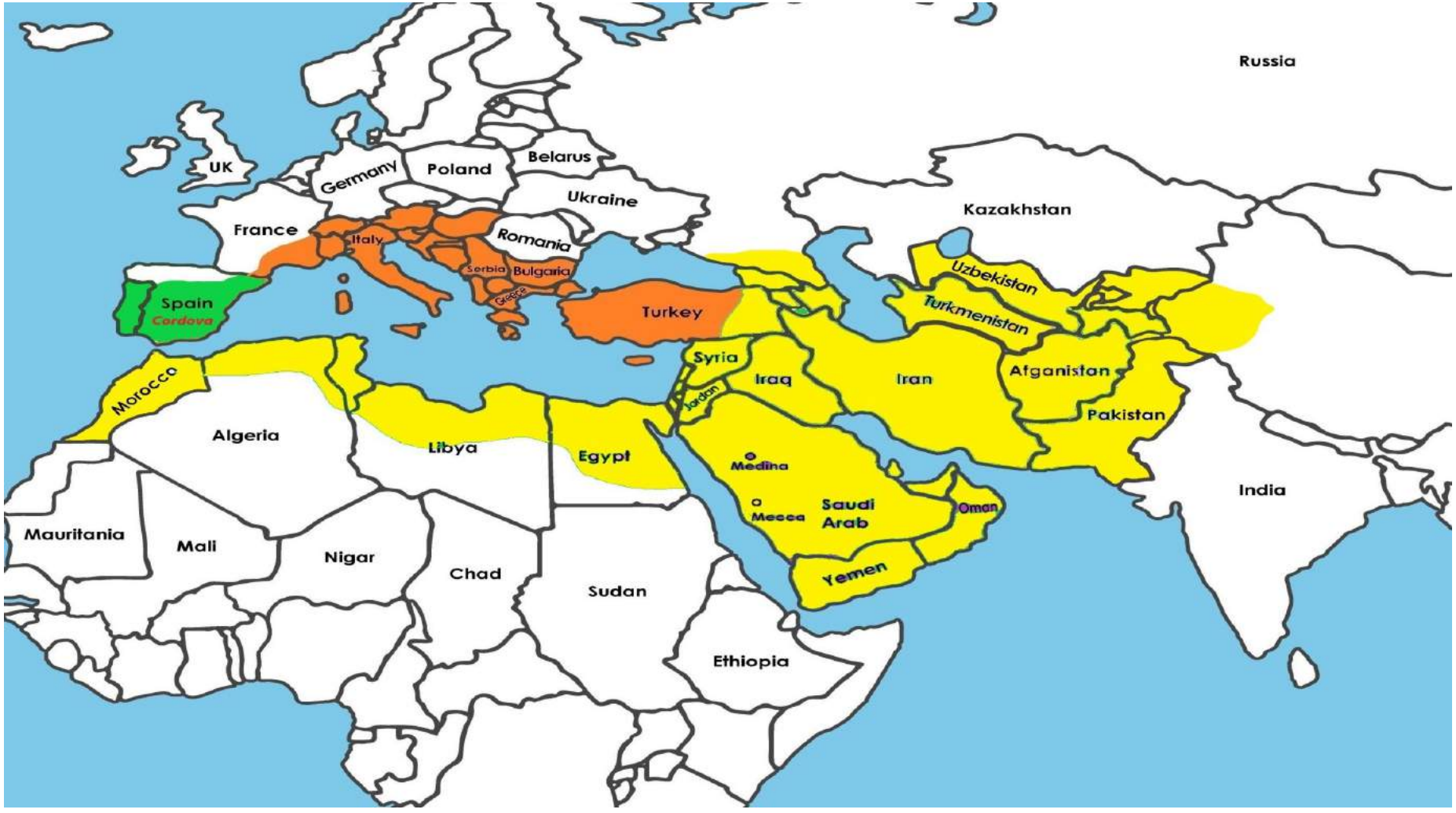

১৪. উমাইয়াদের কর্ডোভা খিলাফাত (৭৫৬-১০৩১)

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে ক্ষমতা পরিবর্তনের অন্তর্বর্তীকালীন বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আব্বাসীয়রা উমাইয়া পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যকে জড়ো করে এবং মৃত্যুদণ্ড দিতে সক্ষম হয়। বেঁচে যায় শুধুমাত্র আবদুর রহমান নামক উমাইয়া পরিবারের এক কিশোর সদস্য। আব্বাসীয় সেনাবাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে সে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ আল-আন্দালুসে চলে যেতে সক্ষম হয়, এবং ৭৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করে উমাইয়া শাসন যা ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে স্থায়ী ছিল। ৭৬৩ সালে স্পেনে আব্বাসীয়রা আক্রমন করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৯২৯ সালে সমগ্র আন্দালুস বেশ কয়েকটি তাইফা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ১০৩১ সালে কর্ডোবা খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

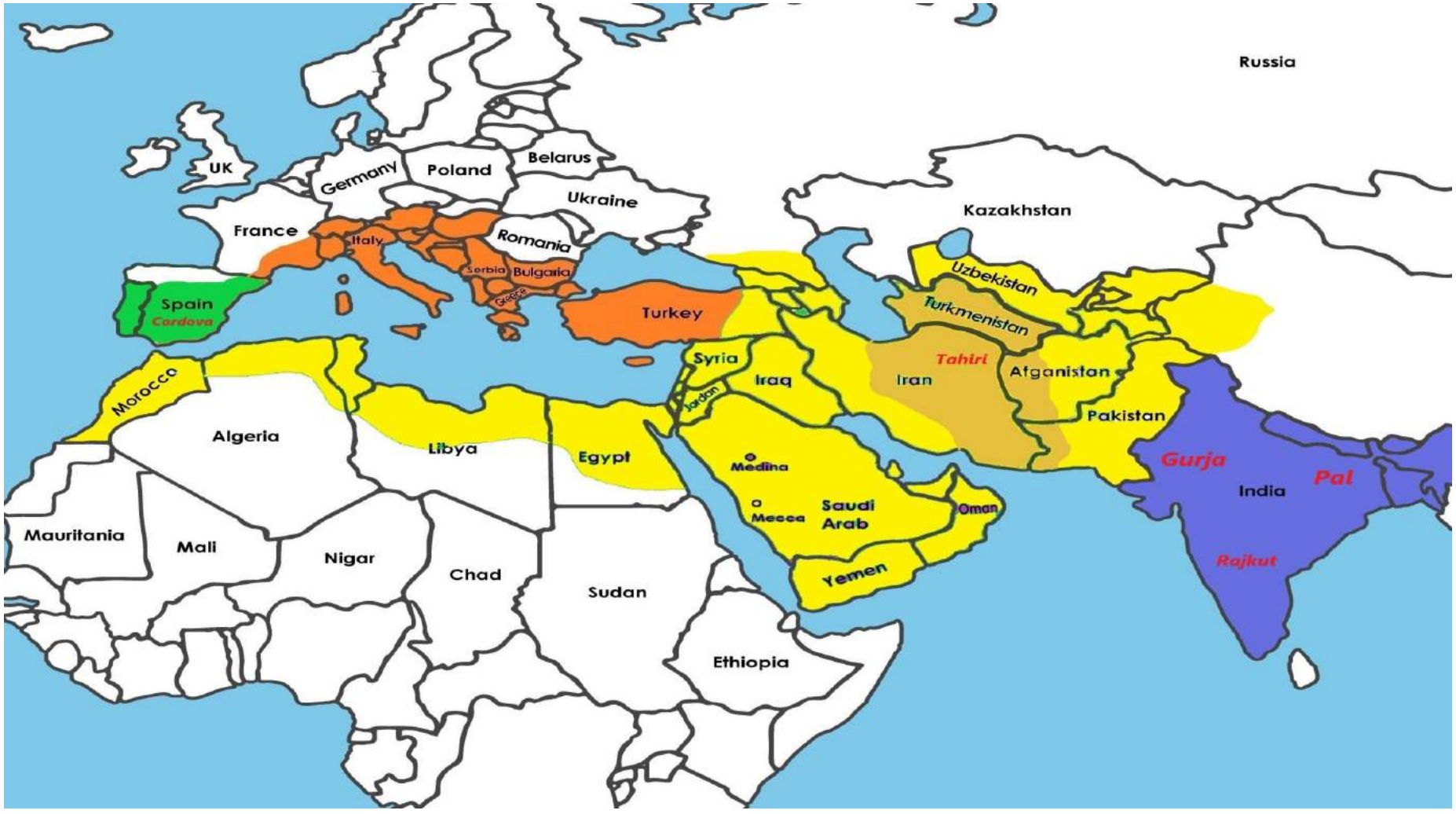

১৫. তাহিরী শাসন (৮২১-৮৭৩)

তাহিরি রাজবংশ ছিল পারস্যের দিহকান বংশোদ্ভূত একটি সুন্নি রাজবংশ। এই রাজবংশ ৮২১ থেকে ৮৭৩ সাল পর্যন্ত আব্বাসীয় প্রদেশ খোরাসান এবং ৮২০ থেকে ৮৯১ সাল পর্যন্ত বাগদাদ শহর শাসন করেছে। তাহির ইবনে হুসাইন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের একজন শীর্ষ সেনাপতি ছিলেন। প্রথমদিকে খোরাসানের মার্ভে তাদের রাজধানী ছিল। পরে তা নিশাপুর স্থানান্তরিত করা হয়। তাহিরিরা স্বাধীন শাসক ছিল না বরং তারা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনস্থ। এসত্ত্বেও খোরাসান শাসনের ক্ষেত্রে তাহিরিরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছে। শেষে ৮৭৩ সালে সাফারিদের হাতে তাহিরিরা উৎখাত হয়। সাফারিরা খোরাসানকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়।

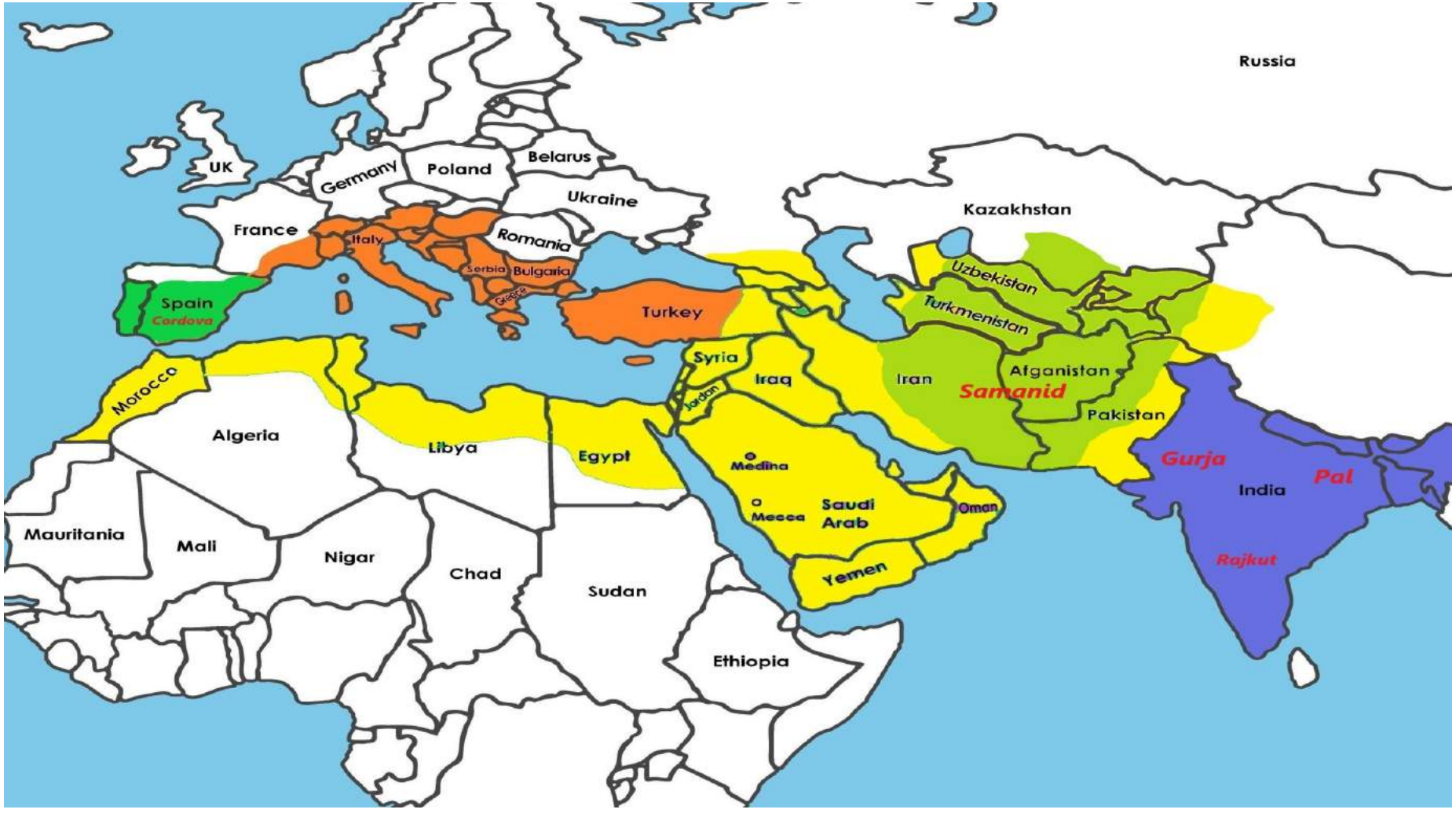

১৬. সামানি সাম্রাজ্য (৮৬০-৯৯৯)

সামানীরা মধ্য এশিয়ার একটি সুন্নি পারস্য সাম্রাজ্য। সামান খুদা কর্তৃক মাওয়ারাননহরে সামানি শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতা সামান খুদার নামানুসারে এর নাম করণ করা হয়েছে। জরস্ট্রিয়ান অভিজাত হওয়ার পরও সামান খুদা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এটি ছিল বৃহত্তর ইরান ও মধ্য এশিয়ার স্থানীয় রাজবংশ।

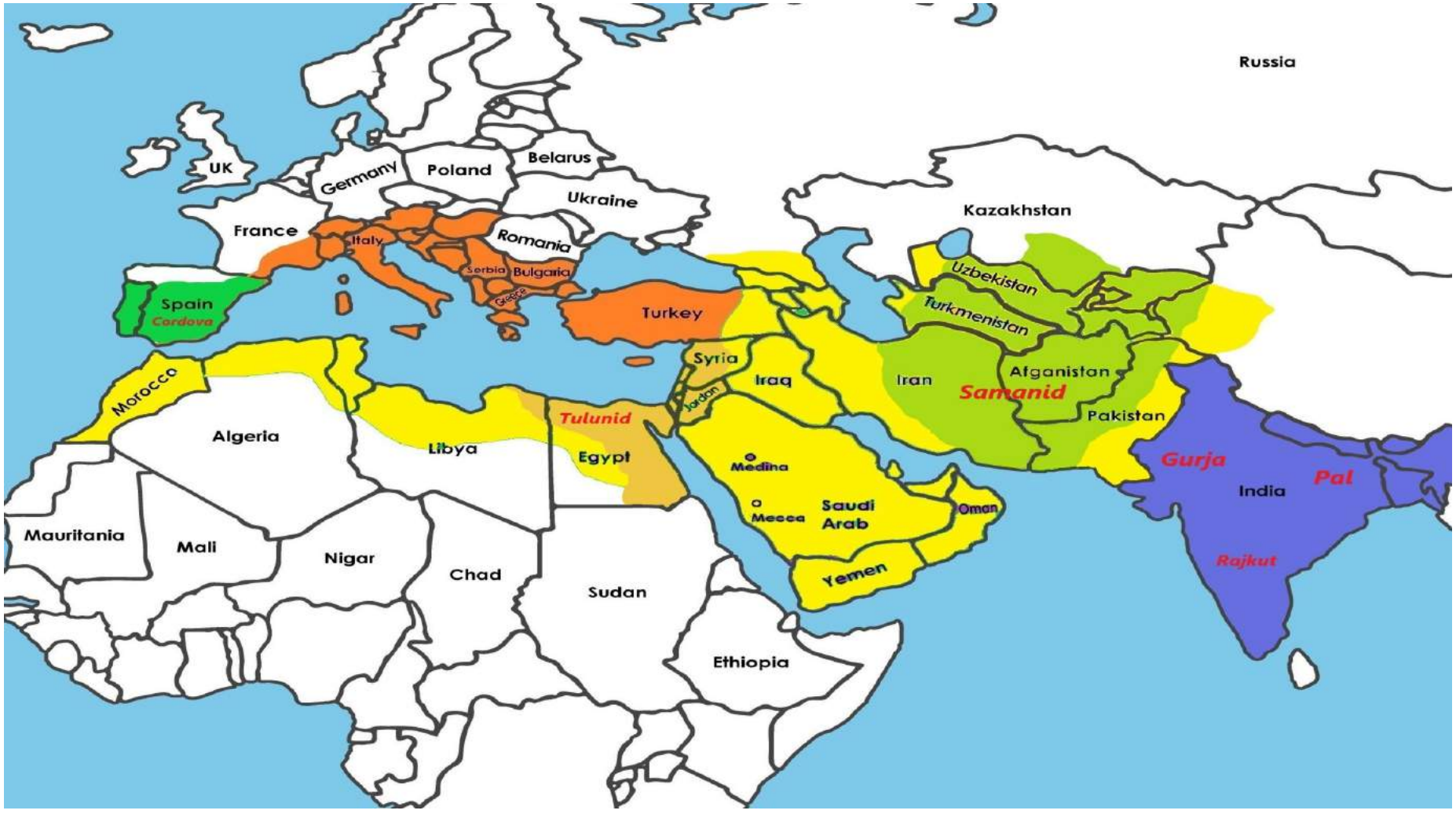

১৭. মিশরে তুলুনিদ শাসন (৮৬৮ -৯০৫)

৮৬৮ সালে তুর্কি বংশোদ্ভূ অফিসার আহমেদ ইবনে তুলুন নিজেকে মিশরের স্বাধীন গভর্নর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় আব্বাসীয় সরকারের কাছ থেকে তিনি মৌখিক স্বায়ত্তশাসনও লাভঁ করেছিলেন। তিনি ও তার উত্তরসুরিদের সময় তুলুনিদের শাসন অঞ্চলে জর্ডান অববাহিকা, হেজাজ, সাইপ্রাস ও ক্রিটের অন্তর্ভুক্তি হয়। আহমেদ ইবনে তুলুনের মৃত্যুর পর তার ছেলে খুমারাওয়াহ শাসনভার লাভ করেন। এরা ছিলো সুন্নী ইসলামের অনুসারী। আব্বাসীয়রা তাদেরকে আইনসংগত শাসক হিসেবে ও খিলাফতের অধীন রাজ্য হিসেবে গণ্য করে নেয়। ৯০৫ সালে তুলুনিরা আব্বাসীয়দের একটি আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয়রা সিরিয়া ও মিশরকে সরাসরি খিলাফতের অধীনে নিয়ে আসে।

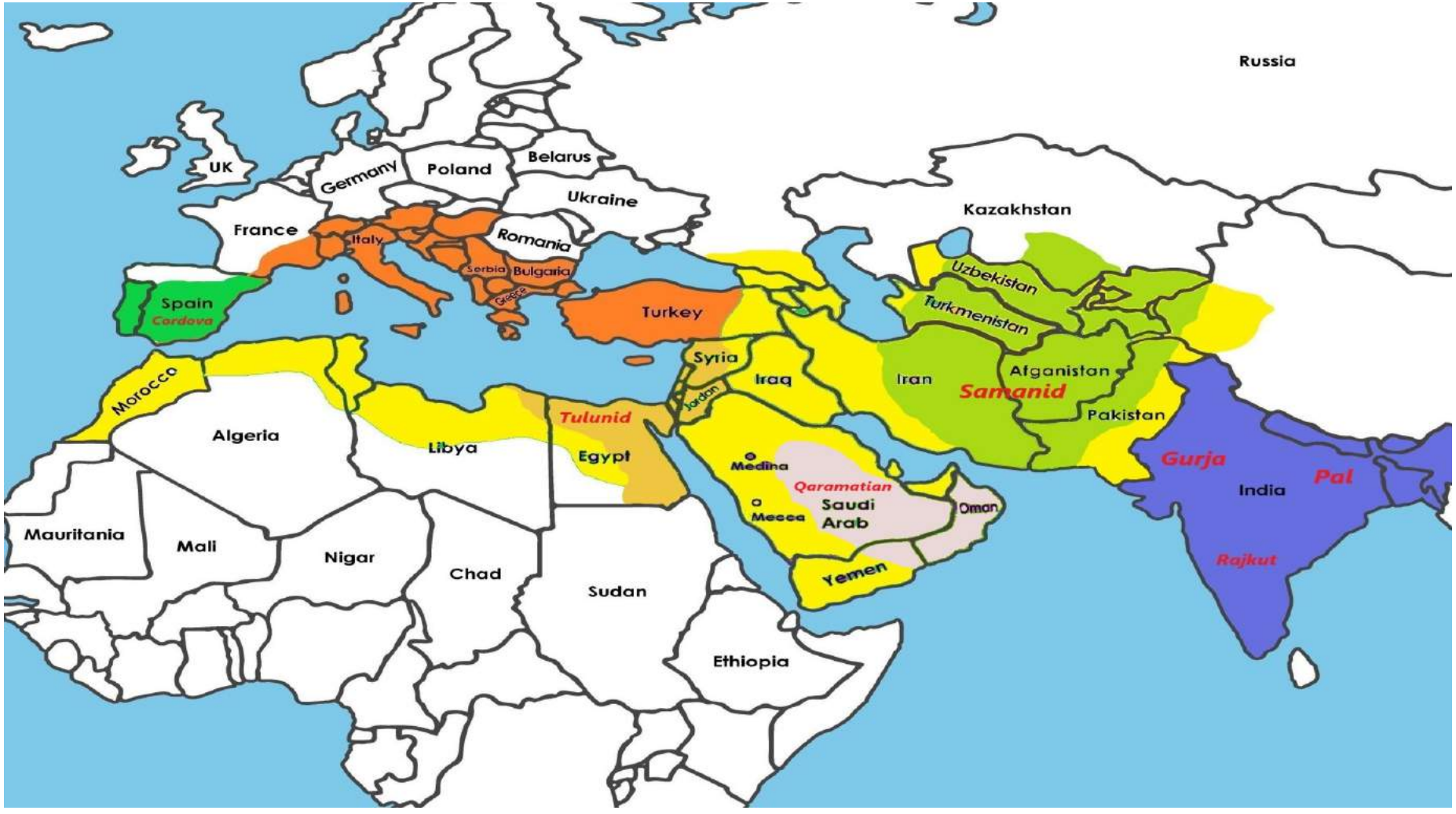

১৮. কারামাতিয়ানদের আরব উপদ্বীপ দখল ৯০১

কারামাতিয়ানরা ইসমাইলিয়া শিয়া দলভুক্ত একটি সম্প্রদায়। ৮৯৯ সালে তারা পুর্ব আরবে নিজস্ব সম্রাজ্য গড়ে তোলে। আব্বাসী খিলাফাতের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে। ৯৩০ সালে তারা মক্কার কালোপাথর চুড়ি এবং যম যম কুপ ধংস করে। ৯৭৬ সালে আব্বাসীয়রা তাদের পরাজিত করার পর তারা আঞ্চলিক শক্তিতে পরিনত হয়। ১০৬৭ সালে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

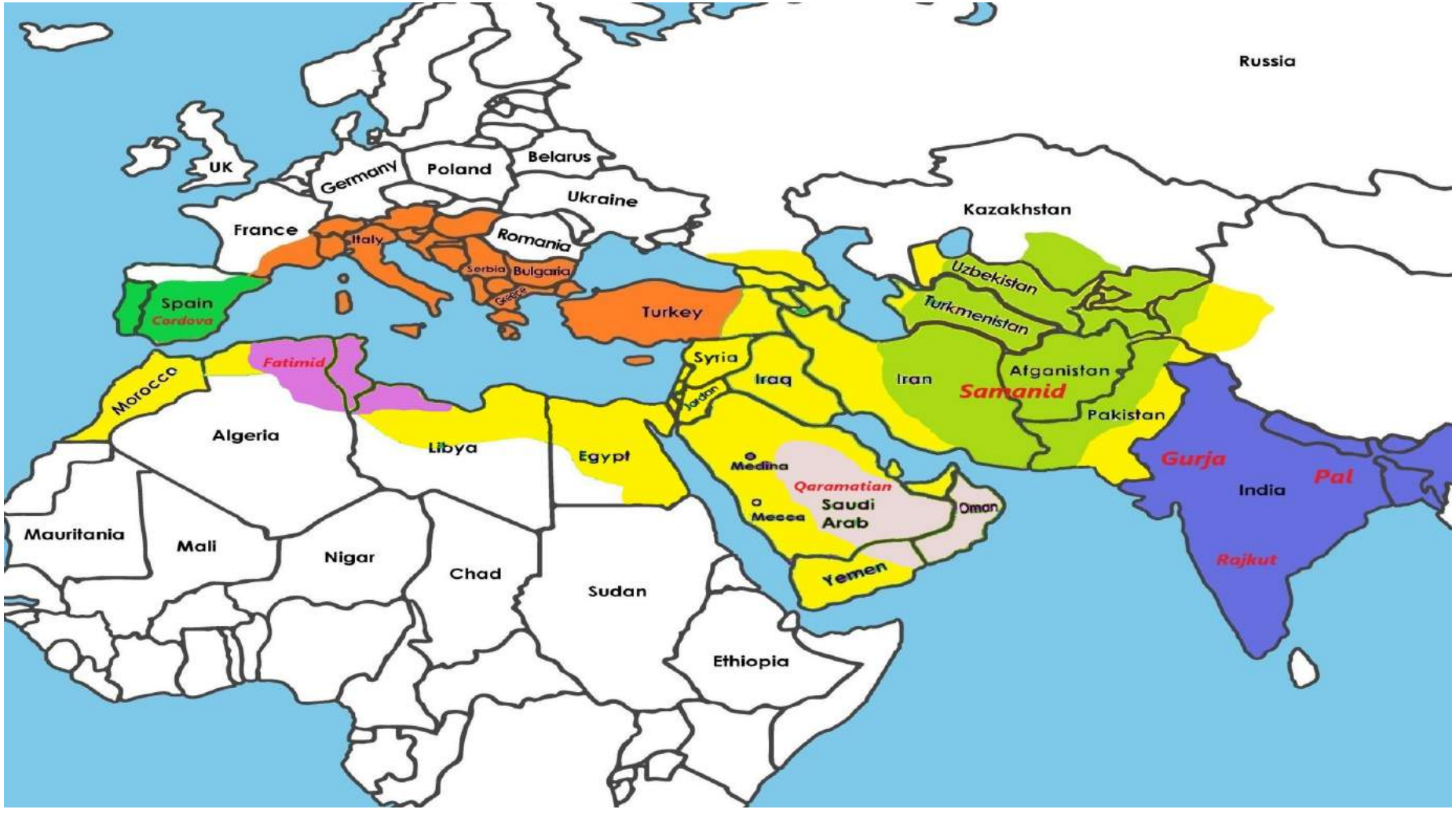

১৯. ফাতেমী শাসনের শুরু ৯০৯

ইসমাইলি শিয়া মতাবলম্বী ফাতেমীয়দের দাবি অনুযায়ী তারা মুহাম্মদ (সা) এর কন্যা ফাতিমার বংশধর ছিল। তারা উত্তর আফ্রিকা জয় করে। কুতামা নামক বার্বার গোষ্ঠীর মধ্যে ফাতেমীয় রাষ্ট্র আকার লাভ করে। ৯০৯ সালে ফাতেমীয়রা রাজধানী হিসেবে তিউনিসিয়ার মাহদিয়া নামক শহর গড়ে তোলে। পূর্বে লোহিত সাগর থেকে শুরু করে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা এই খিলাফতের অধীনস্থ ছিল। ১১৭১ সালে সুলতান সালাহউদ্দিন আয়্যুবি ফাতেমীয় খিলাফতের সমাপ্তি ঘটান। তিনি আইয়ুবীয় রাজবংশের সূচনা করেন এবং একে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত করেন।

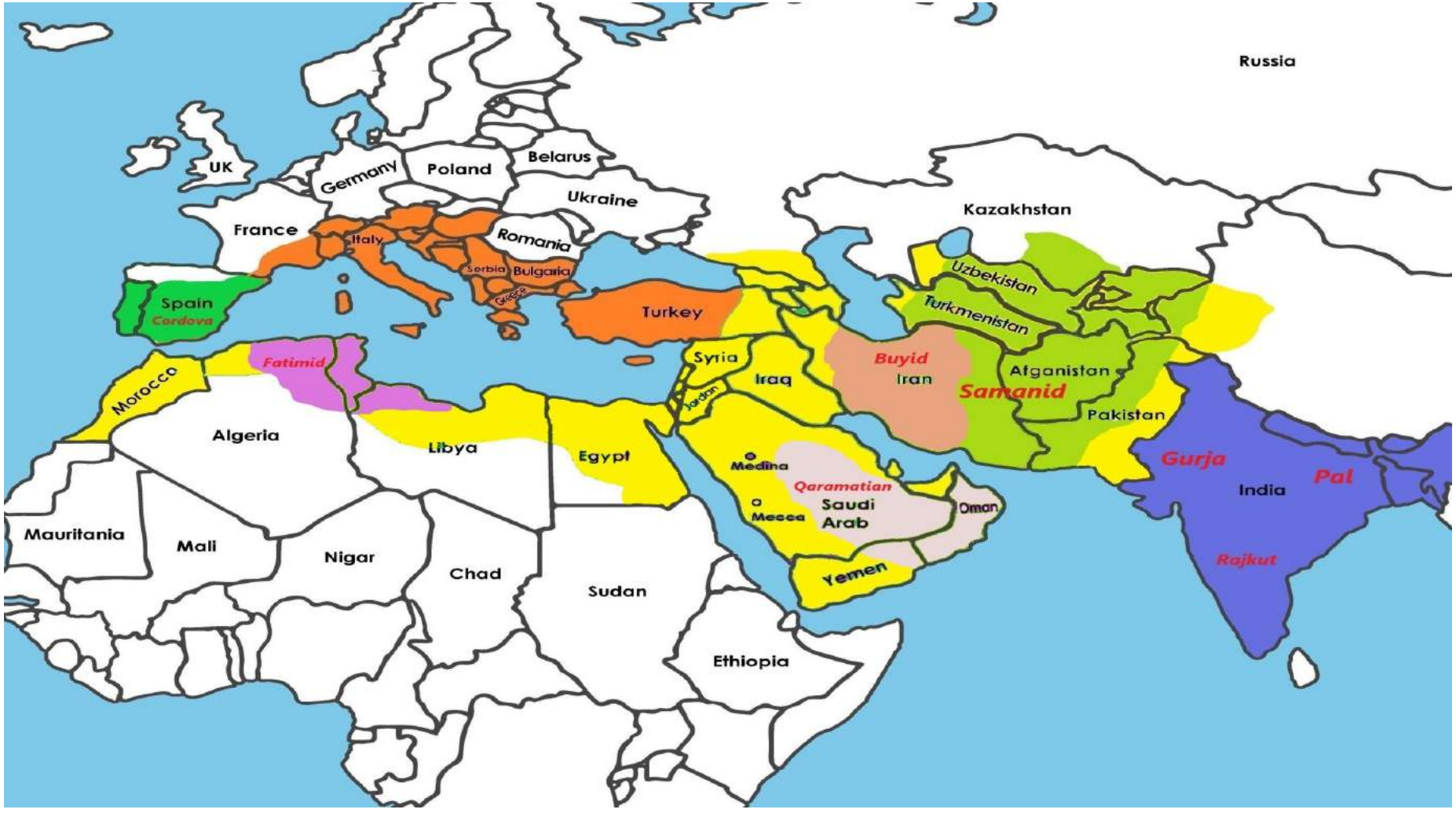

২০. বুয়ুদ শাসন (৯৩৫-১০৫৫)

শিয়া সম্প্রদায়ের বুয়ুদ সম্রাজ্যের শুরু হয় ৯৩৫ সালে আলী ইবনে বুয়া দ্বারা। ৯৪৫ সালে তারা বাগদাদ দখল করে তাকে রাজধানী করে। সর্বোচ্চ বিস্তৃতির সময়ে এটা ইরাক, ইরান, কুয়েত, সিরিয়া, তুর্কি, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ওমানের কিছু অঞ্চল দখল করে। দশম শতাব্দীতে সেলজুক দ্বারা এই সম্রাজ্যের পতন হয়।

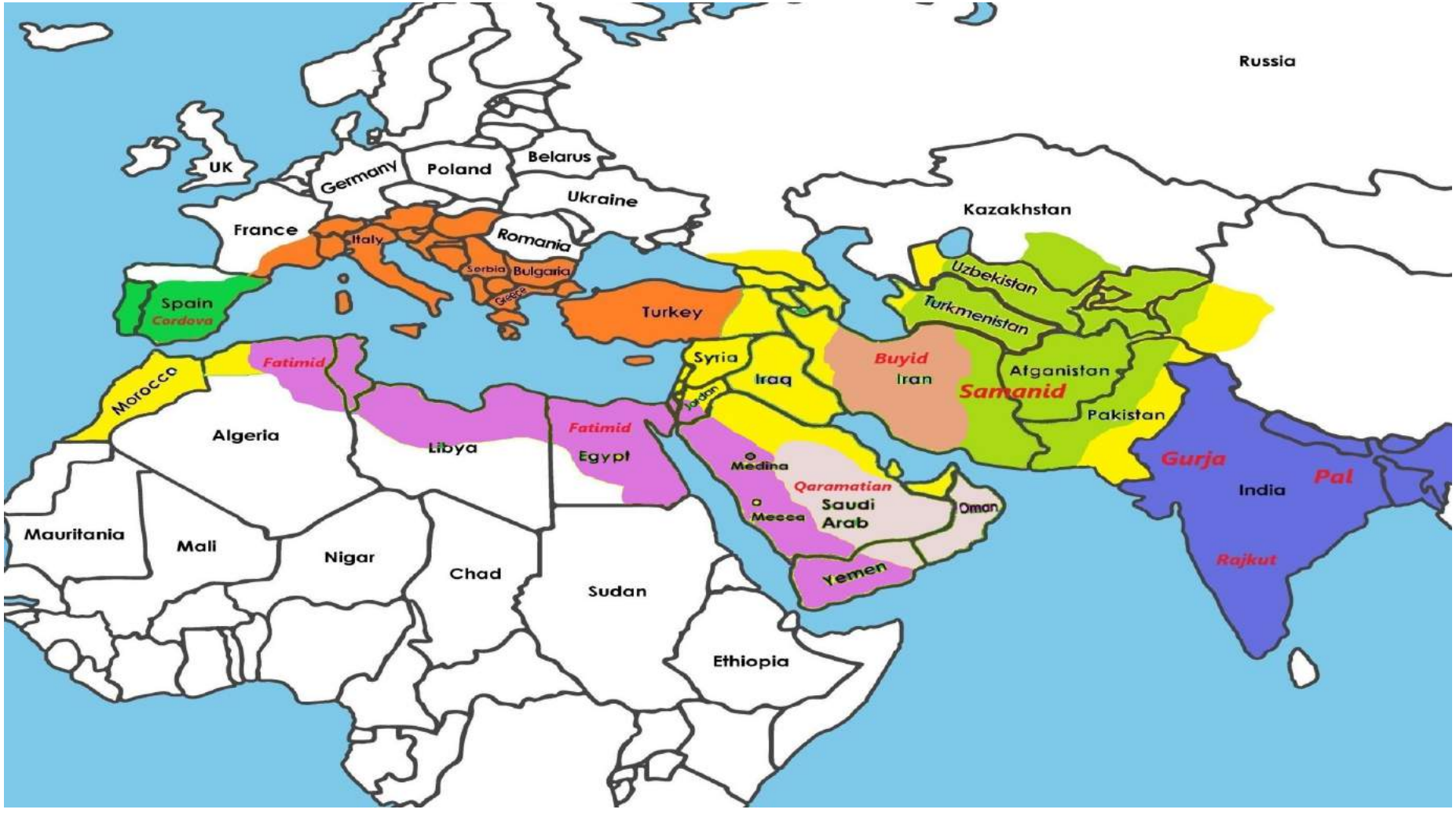

২১. ফাতেমী শাসনের বিস্তৃতি ৯৬৯

৯৪৮ সালে ফাতেমিরা বর্তমান তিউনিসিয়ার আল মনসুরিয়ায় রাজধানী স্থানন্তরিত করে। ৯৬৯ সালে মিশর জয় করে এবং ফাতেমীয় খিলাফতের রাজধানী হিসেবে কায়রো শহর নির্মাণ করে। মিশর পুরো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে উঠে। অতপর তারা মক্কা মদীনা অর্থাৎ ততকালীন হিজাজ দখল করে। এভাবে তারা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়।

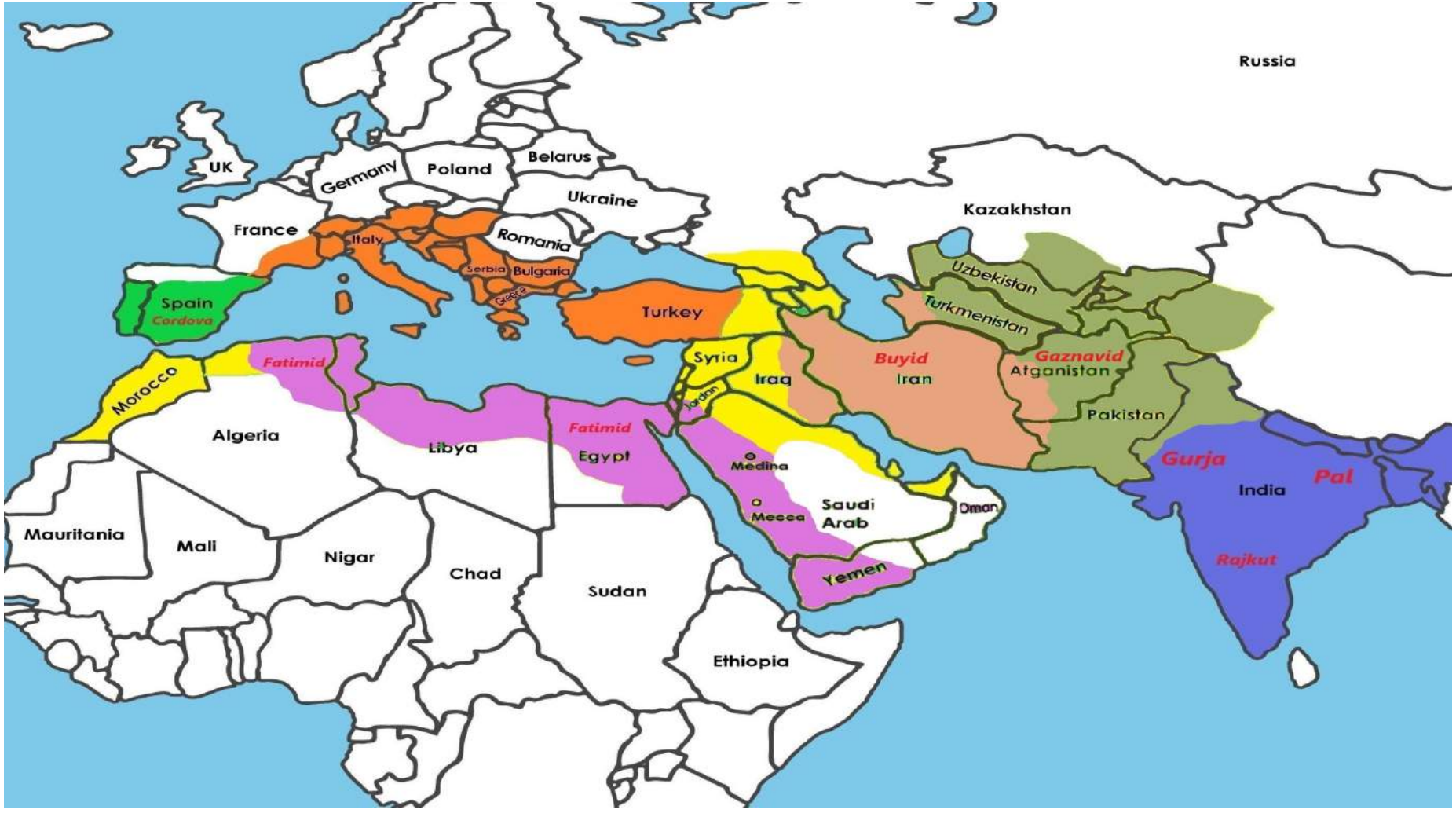

২২. গজনবী সুলতানাত (৯৭৭-১১৮৬)

সামানিদের সাবেক সেনাপতি আল্পতিগিনের মৃত্যুর পর তার জামাই সবুক্তগিন বর্তমান আফগানিস্তানের গজনির শাসক হন এবং ৯৭৭ সালে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সবুক্তগিনের পুত্র মাহমুদ গজনভি সামানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরা ছিল সুন্নি মুসলিম রাজবংশ। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সীমায় তা পারস্যের বিরাট অংশ, ট্রান্সঅক্সানিয়ার অধিকাংশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এর স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৮৬ সাল পর্যন্ত।

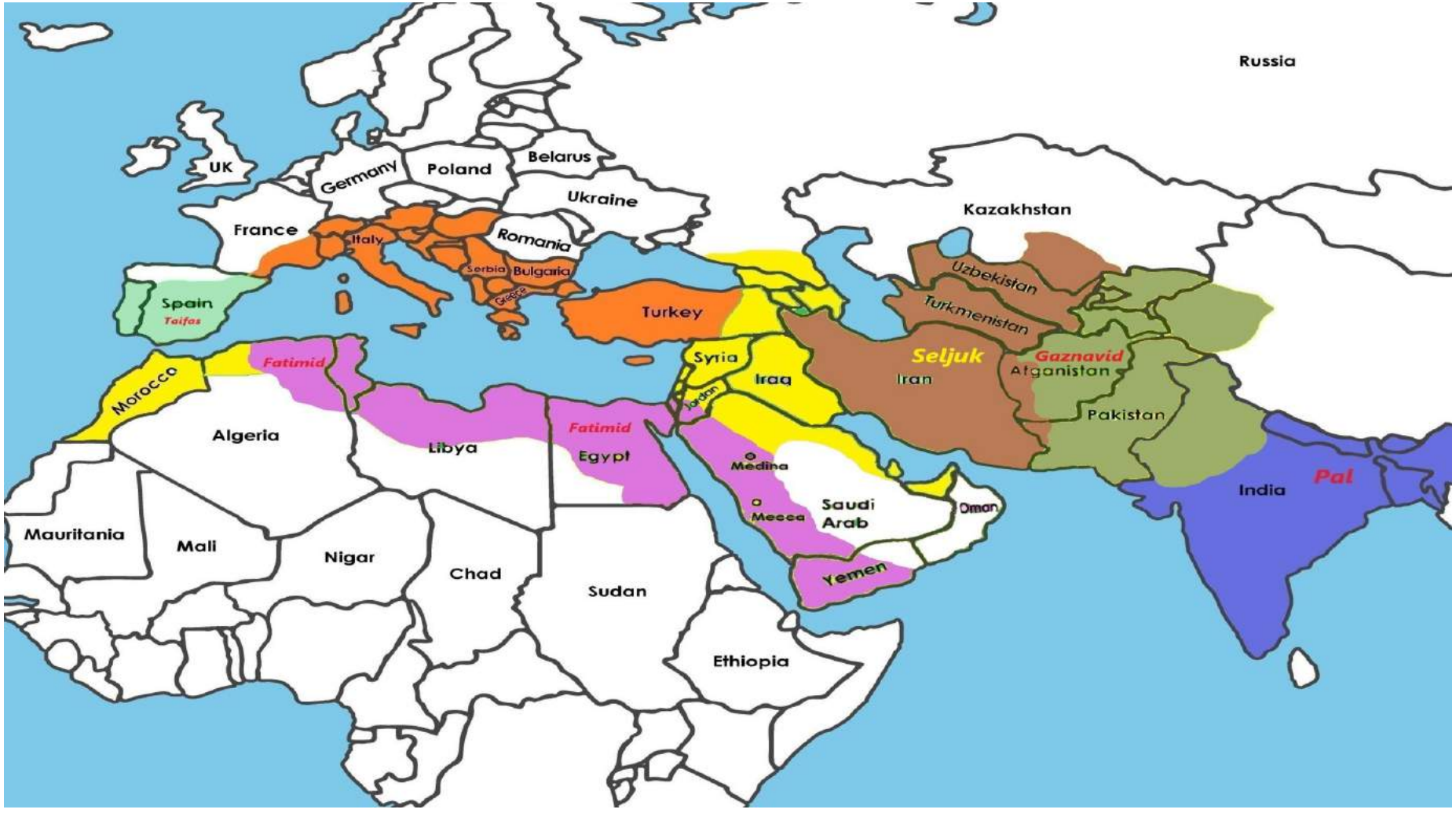

২৩. সেলজুক সাম্রাজ্য শুরু (১০৩৭-১১৯৪)

সেলজুক হল সুন্নী মুসমান সাম্রাজ্য যারা ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করেছেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের স্থপতি সুলতান তুঘরিল বেগ। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন।

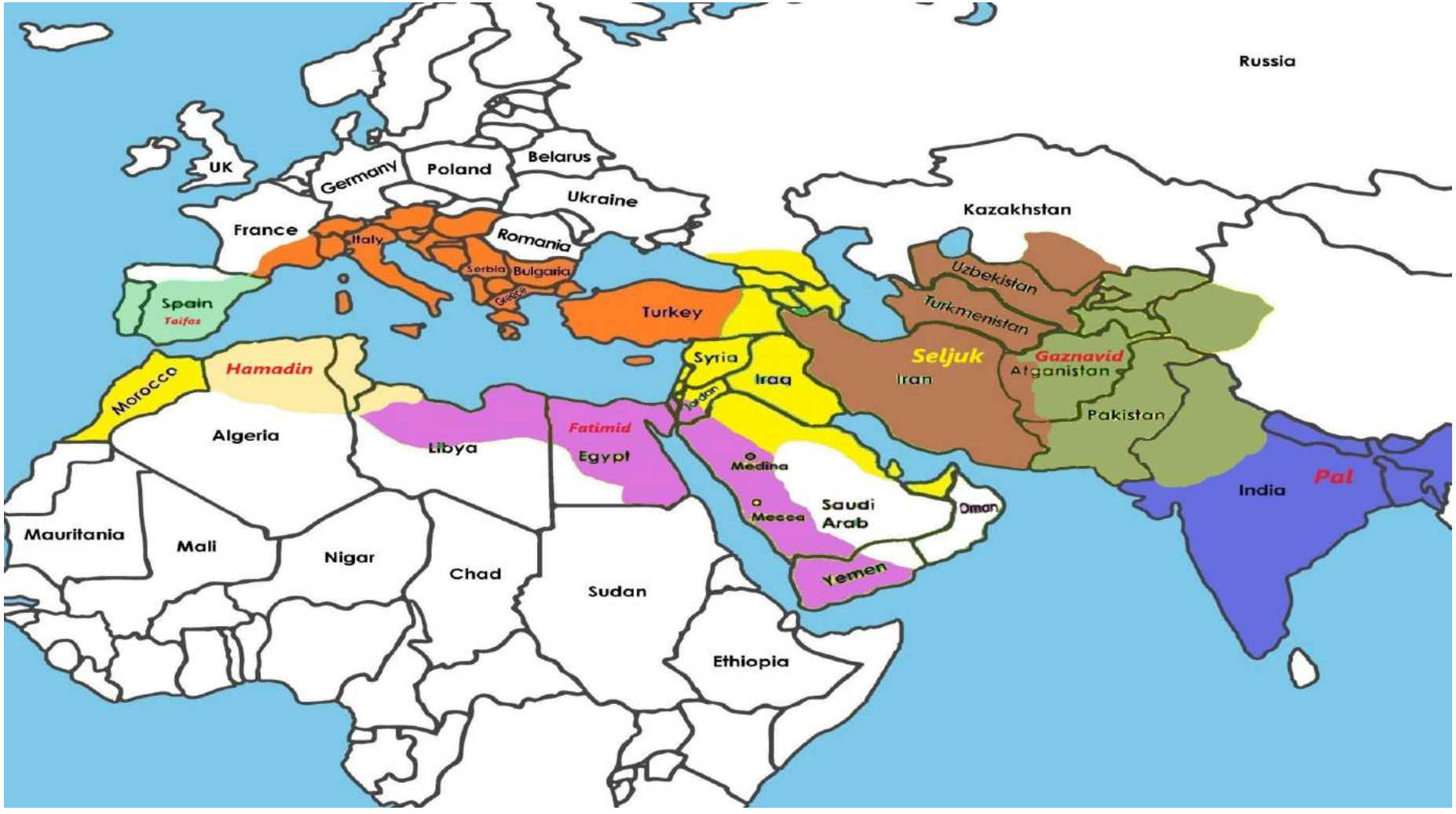

২৪. হামাদিনদের আলজেরিয়া দখল ১০৪১

হামাদিন বংশ ছিলো শানহাজা বার্বার বংশোদ্ভত যারা উত্তর পূর্ব আলজেরিয়া ১০০৮ থেকে ১১৫২ সাল পর্যন্ত শাসন করে। ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই তারা ফাতিমি খিলাফাতের ইসমাইলিয়া শিয়া আকিদা প্রত্যাখ্যান করে এবং মালিকি মাযহাবের অনুসারী হয়ে সুন্নি ইসলাম গ্রহণ করে। তারা আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকে স্বীকৃতি দেয়।

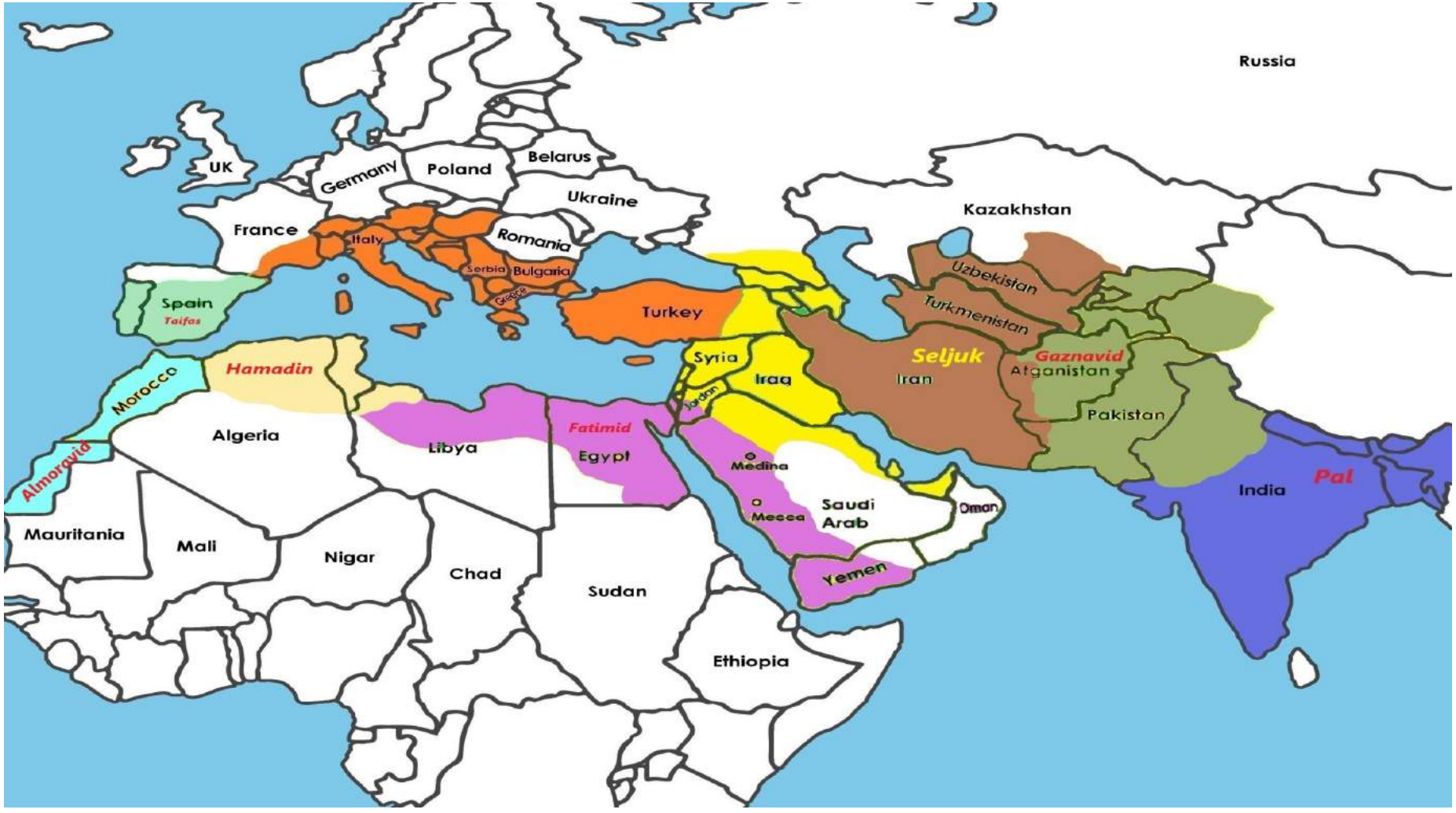

২৫. আলমোরাভি (১০৪০-১১৪৭) ও আলমোহাদ (১১২১-১২৬৯) শাসন

আলমোরাভিঃ মরক্কোতে ১০৪০ সালে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা ছিলো সুন্নি বার্বার সম্প্রদায়ের বংশোদ্ভুত। তাদের শেষ রাজা ১১৪৭ সালে আলমোহাদ শাসক দ্বারা নিহত হয়। এরফলে তাদের মরক্কো ও আন্দালুসের শাসনের পতন হয়।

আলমোহাদঃ আলমোহাদ শাসন ছিল ১২ শতকের মরক্কান বংশোদ্ভূত বার্বার-মুসলিম রাজবংশের যা ১২ শতকে আটলাস পর্বতমালার তিন মিলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরাও সুন্নি ইসলাম অনুসরণ করতো।

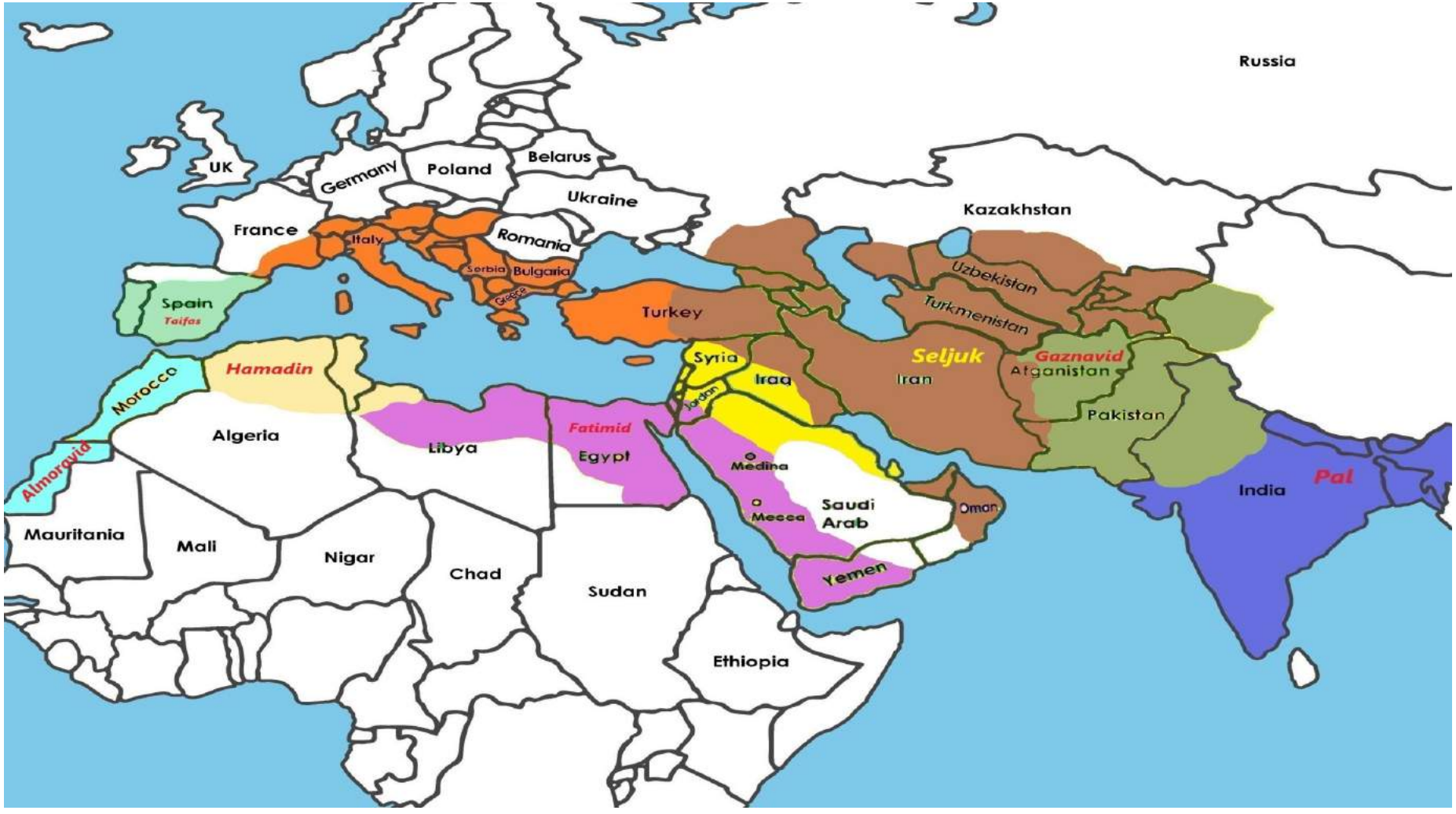

২৬. সেলজুক শাসনের বিস্তৃতি ১০৬৫-১০৮৩

সুন্নী সেলজুকরা ১০৬৫ সালে ইরাক ও ওমান এবং ১০৮৩ সালের দিকে তুরস্ক দখল করে। এই সাম্রাজ্য ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করেছেন। সুলতান মালিক বেগের শাসনকালে এই সাম্রাজ্য অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

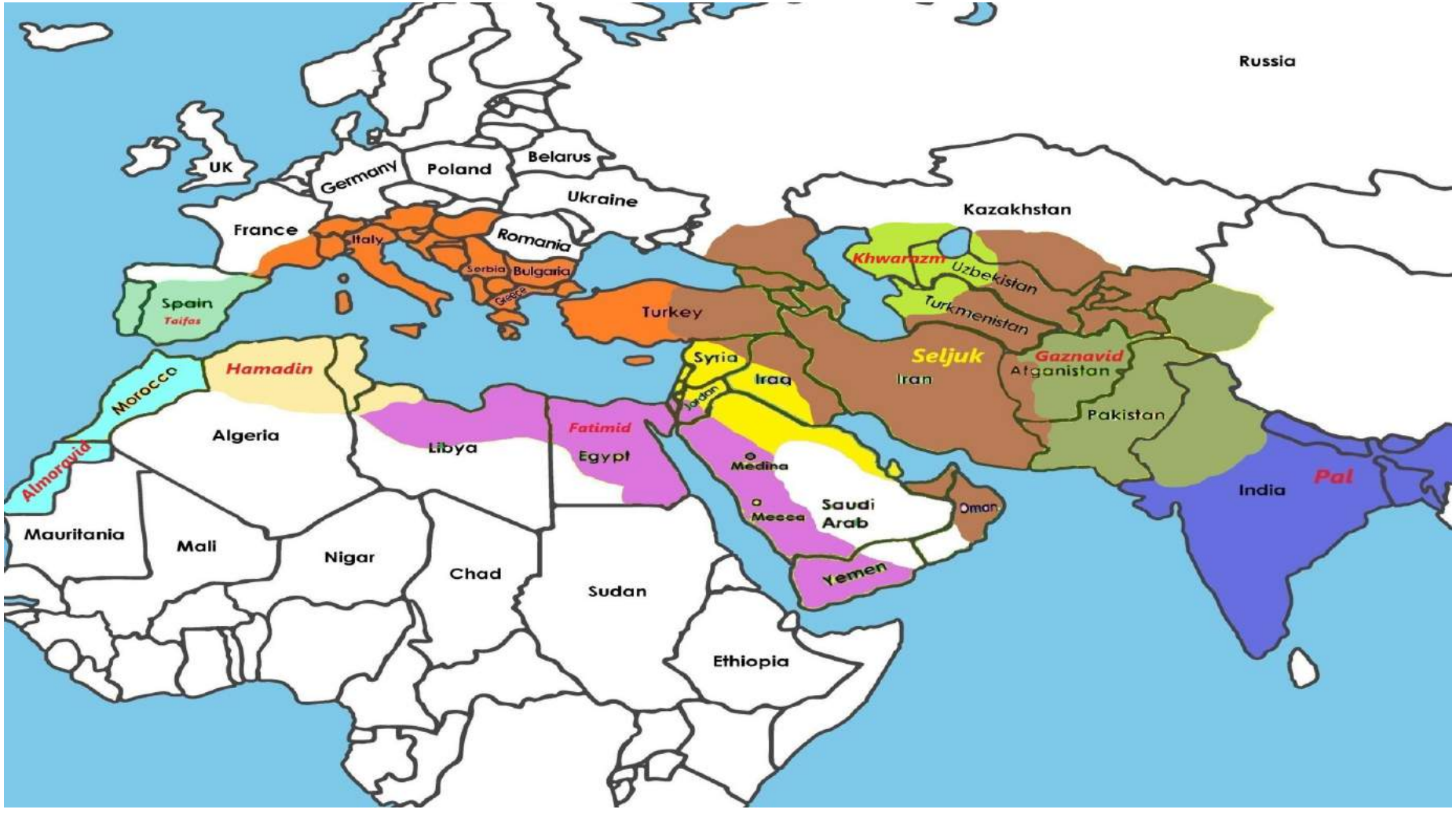

২৭. খাওয়ারজমীয় শাসনের শুরু ১০৭৭

খাওয়ারজমীরা সুন্নী মুসলিম রাজবংশ। ৯৯২ থেকে ১০৪১ সাল পর্যন্ত খোয়ারিজম গজনীয় সম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। ১০৭৭ সালে এই প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পান আনুশ তিগিন ঘারচাই যিনি সেলজুক সুলতানের একজন প্রাক্তন ক্রিতদাস ছিলেন। তার বংশ ছিল তুর্কী।

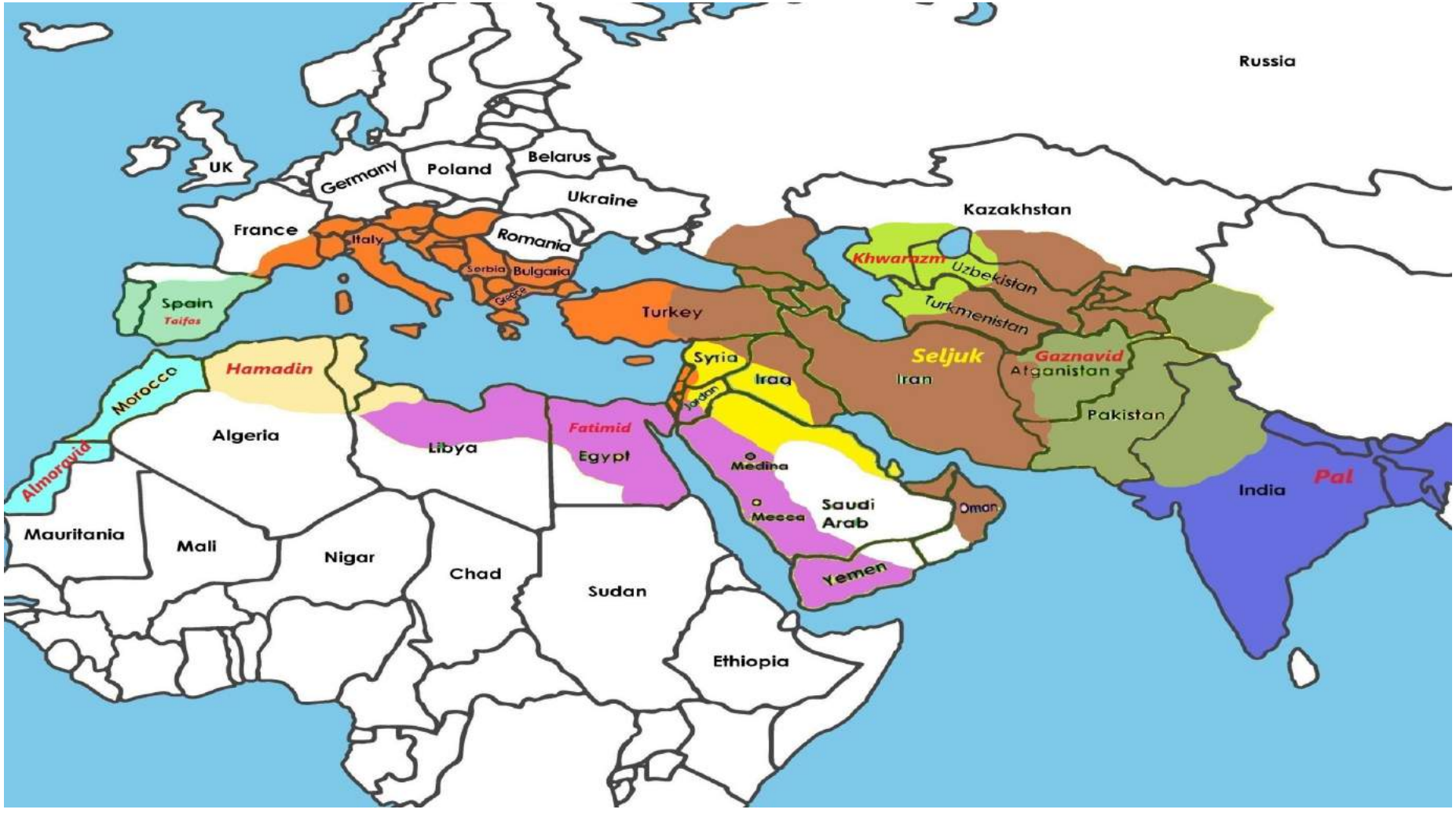

২৮. প্রথম ক্রুসেডঃ রোমানদের নিকট জেরুজালেম পতন ১০৯৯

প্রথম ক্রুসেড শুরু হয় ১০৯৫ সালে। পোপ আরবান-২ এই ক্রুসেড শুরু করেন। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সেনাবাহিনী জেরুজালেম দখল করে এবং ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক তা বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এতে তাদের কর্তৃত্ব বহাল ছিল।

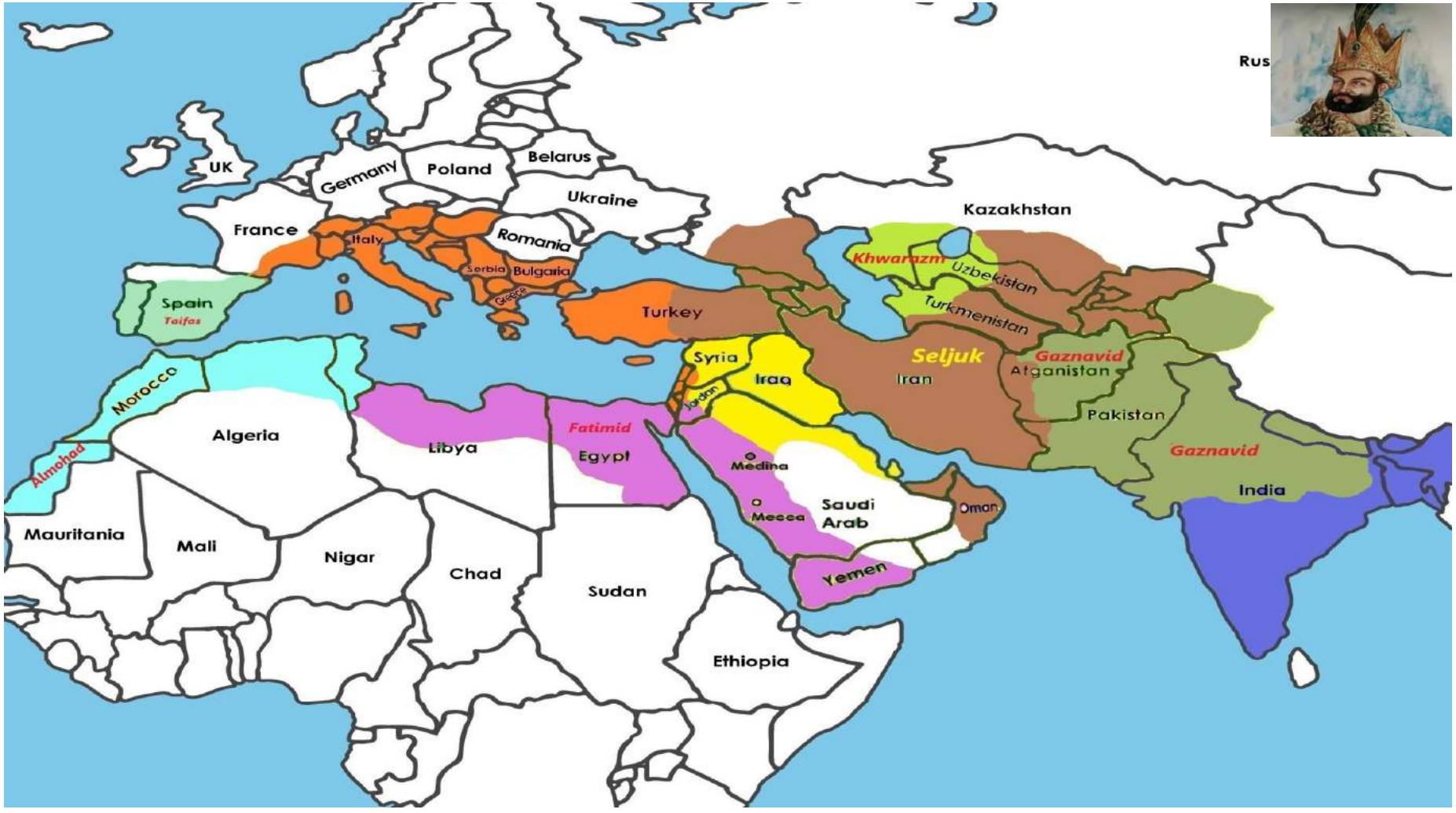

২৯. গজনবী সুলতানাতের ভারত অভিযান ১১৬৬

সুলতান মাহমুদ গজনভি ছিলেন গজনভি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক। ৯৯৭ থেকে ১০৩০ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পূর্ব ইরানিয় ভূমি এবং ভারত উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশ (বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) জয় করেন। তিনি সুলতান উপাধিধারী প্রথম শাসক যিনি আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের শাসন চালু রাখেন। নিজ শাসনামলে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

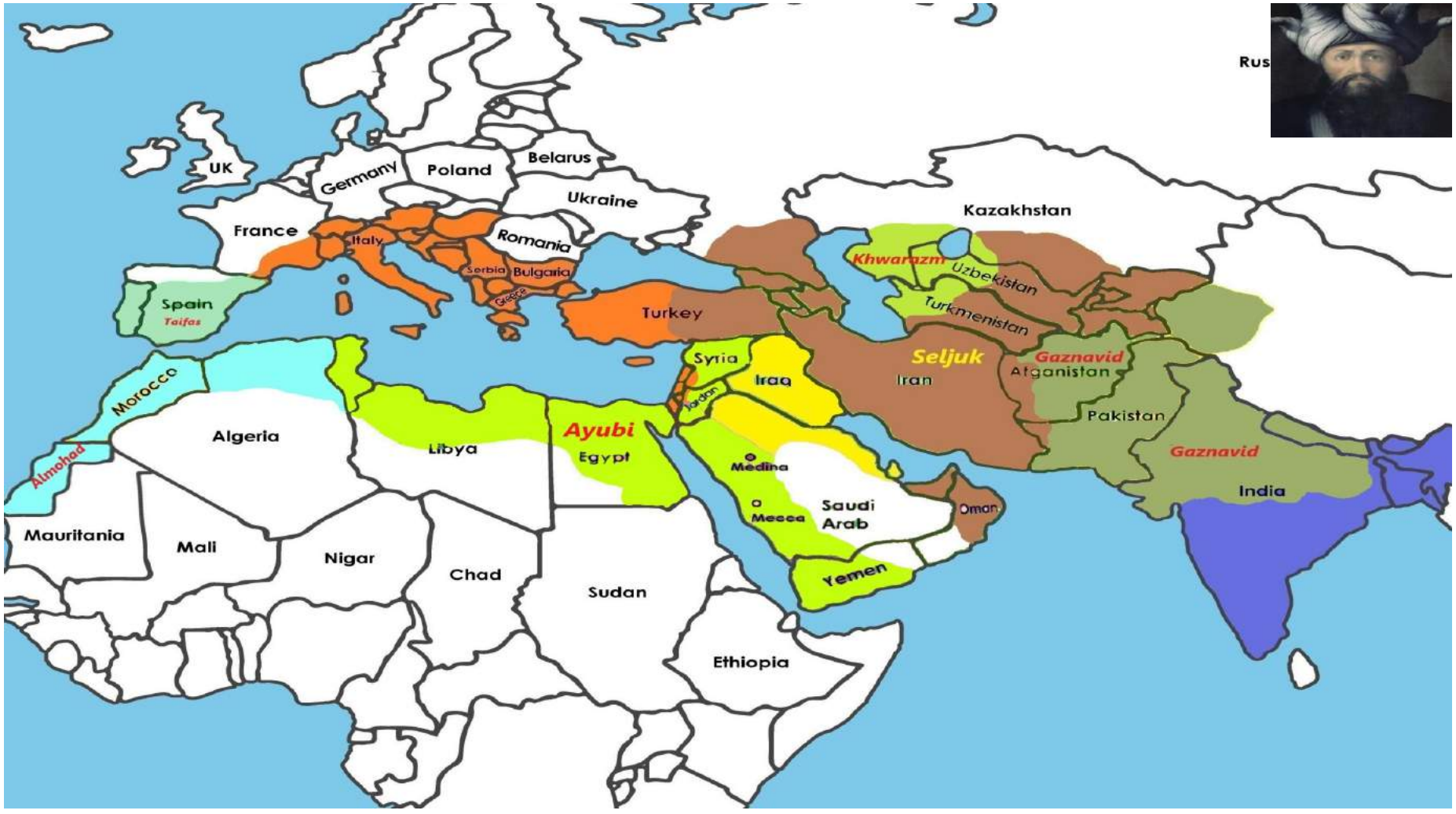

৩০. আয়্যুবী সালতানাত (১১৭১-১২৬০)

সুন্নি ইসলামের অনুসারী আইয়ুব ও শিরকুহ ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীন আইয়ুবীয় পরিবার জেনগি রাজবংশের সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কাজ করত। নূর উদ্দিন জেনগির মৃত্যুর পর ১১৭৪ সালে সালাউদ্দিন নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তী দশকে আইয়ুবীয়রা অত্র অঞ্চলে বিজয় অভিযান চালায়। ১১৮৩ সাল নাগাদ মিশর, সিরিয়া, উত্তর মেসোপটেমিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন ও আধুনিক তিউনিসিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার উপকূল আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১২৬০ সালে আইয়্যুবি সালতানাতের শেষ হয়।

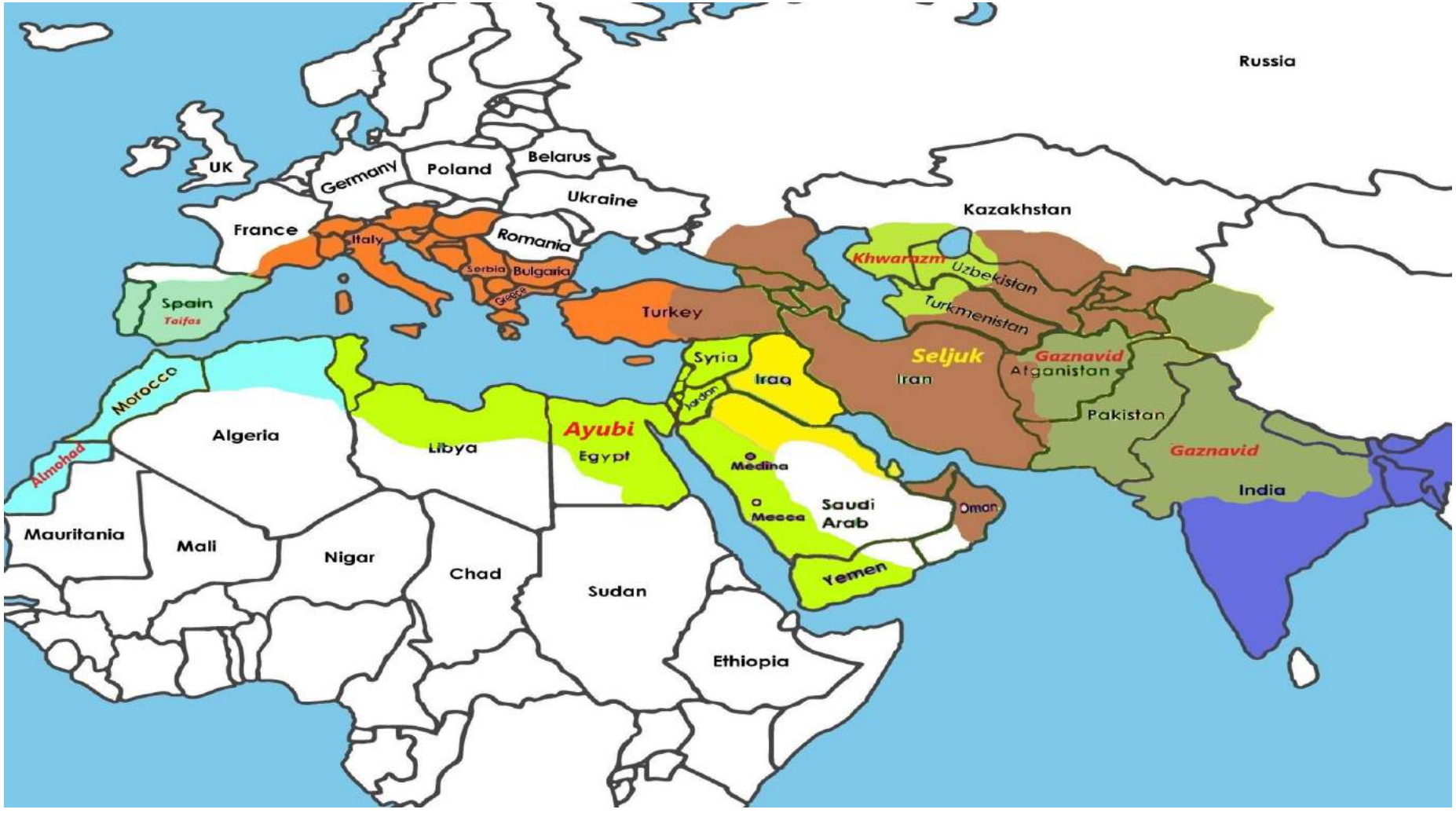

৩১. আয়্যুবী সালতানাতের জেরুজালেম উদ্ধার ১১৮৭

সালাহউদ্দীনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে আইয়ুবী সেনারা ১১৮৭ সালে হাত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে। এর ফলে মুসলিমদের জন্য ক্রুসেডারদের কাছ থেকে ফিলিস্তিন জয় করা সহজ হয়ে যায়। ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর শুক্রবার তার সেনাবাহিনী অবরোধের পর জেরুজালেম জয় করে।

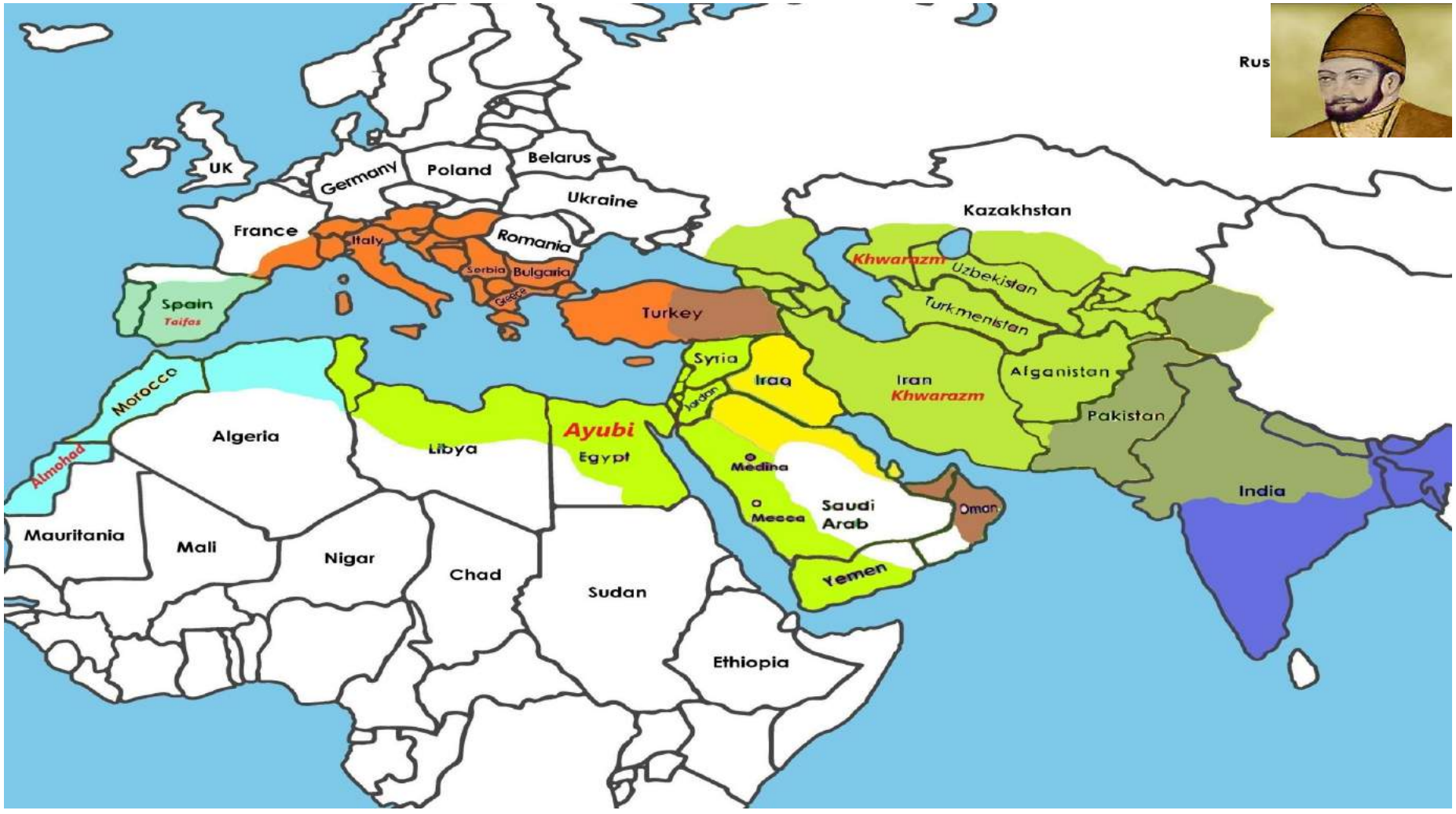

৩২. খোয়ারিজমীয় সাম্রাজ্যের ইরান দখল ১১৯৭

আনুশের পুত্র কুতুব উদ-দীন মুহাম্মদ উত্তরাধিকারসূত্রে খোয়ারিজমের প্রথম শাহ হিসেবে ক্ষমতা লাভ করে। এই সুন্নি রাজবংশ কেন্দ্রীয় এশিয়া এবং ইরানে রাজত্ব করেছিলো। প্রথম দিকে সেলজুক শাসনকর্তাদের অধীনে রাজত্ব করলেও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা অধিকার করেছিলো। ১২২০ সালে মোঙ্গল বাহিনী কর্তৃক খোয়ারিজমের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এই বংশের ক্ষমতা বহাল ছিল।

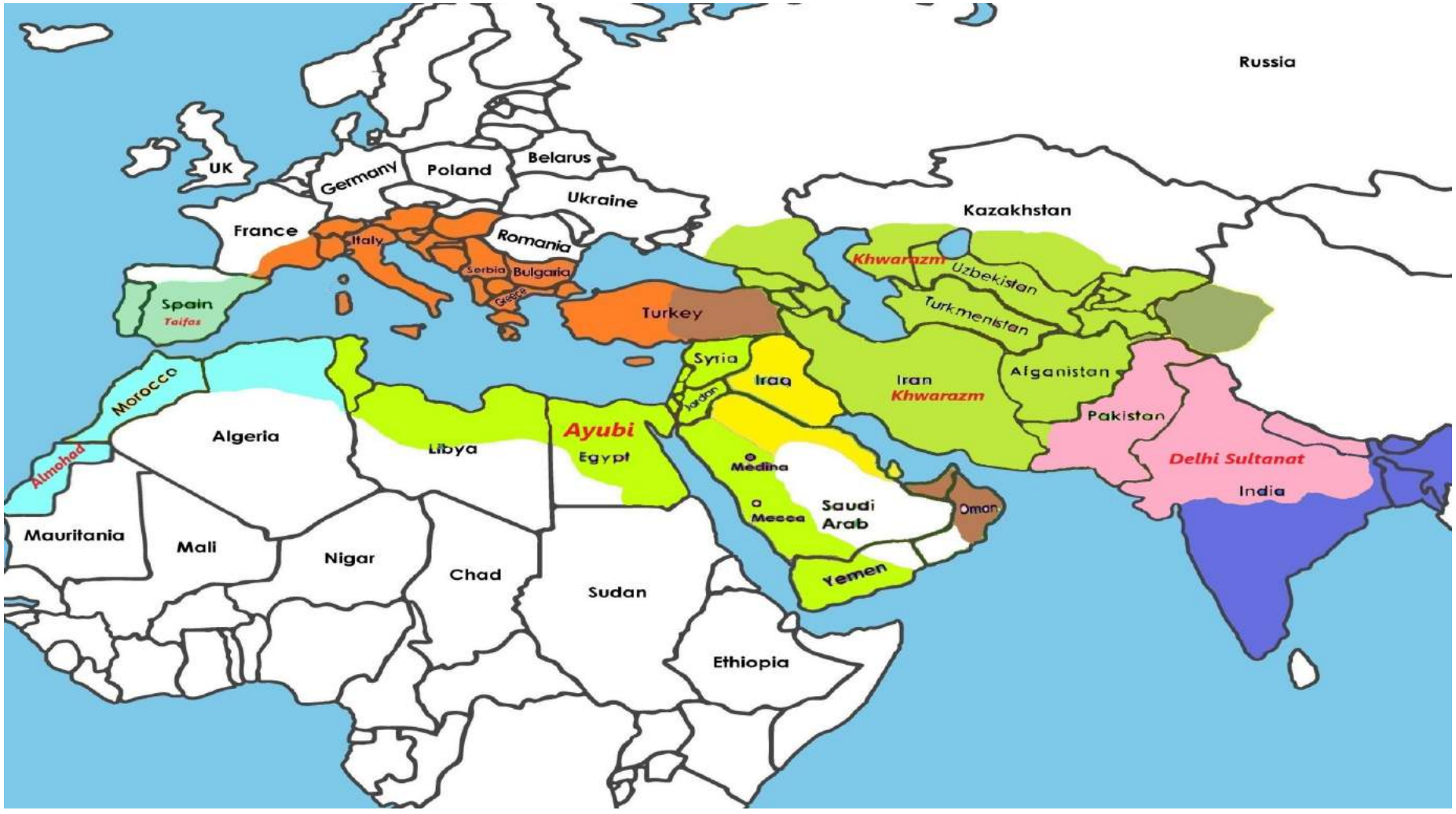

৩৩. দিল্লি সুলতানাত ১২০৬

দিল্লি সালতানাত বলতে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকালকে বুঝানো হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে রাজত্বকারী একাধিক মুসলিম রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি দিল্লি সালতানাত নামে অভিহিত। এই সময় বিভিন্ন তুর্কি ও আফগান রাজবংশ দিল্লি শাসন করে। এই রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি হল: মামলুক সালতানাত (১২০৬-১২৯০), খিলজি রাজবংশ (১২৯০-১৩২০), তুঘলক রাজবংশ (১৩২০-১৪১৩), সৈয়দ রাজবংশ (১৪১৩-৫১) এবং লোদি রাজবংশ (১৪৫১-১৫২৬)। ১৫২৬ সালে দিল্লি সালতানাত উদীয়মান মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশে যায়।

৩৪. মঙ্গলীয়দের উত্থান ১২০৬

চেঙ্গিস খান (আসল নাম তেমুজিন খান) মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১১৯০ সালের দিকে চেঙ্গিস খান মঙ্গোল জাতীর একমাত্র নেতা হবার সংকল্পে যুদ্ধ শুরু করেন। তার সমরকুশলতা ও উপযুক্ত নীতির কারনে তিনি সব গোত্রকেই ধ্বংস অথবা বশিভুত করতে সক্ষম হন। অনেকবার তিনি তার কাছের সহযোগীদেরও ছাড়েননি। যেমন তিনি তার সবচে কাছের বন্ধু জামুখাকেও পরাজিত করে হত্যা করেন। এভাবে তিনি মঙ্গোল জাতীর প্রধান খান হন ও চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহন করেন। তার অভিষেক হয় ১২০৬ সালে। তখন থেকেই মঙ্গোল সাম্রাজ্যের শুরু ধরা হয়। চেঙ্গিস খানের ধর্ম ছিলো শামানিবাদ (বস্তুকেন্দ্রিক বহু ঈশ্বরবাদ)।

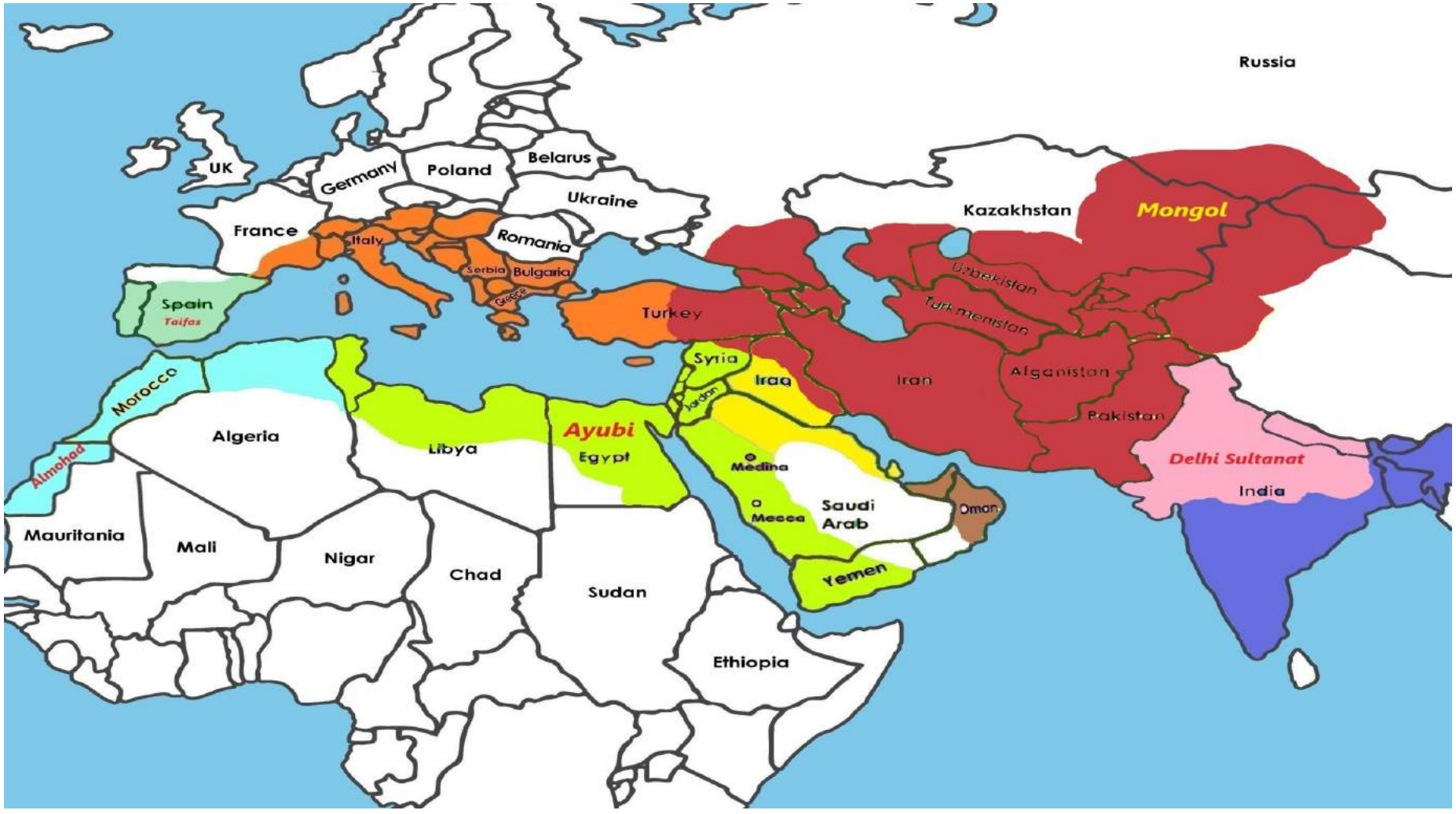

৩৫. মঙ্গলীয়দের বিস্তৃতি ১২২১

৪০-৫০ বছর বয়সের সময় চেঙ্গিস খান বিশ্বজয়ে বের হন। প্রথমেই চীনের জিন রাজবংশকে পরাজিত করেন। পালাক্রমে দখল করেন উত্তর চীনের জিন রাজবংশ, পারস্যের খোয়ারিজমীয় সম্রাজ্য এবং ইউরেশিয়ার কিছু অংশ। মঙ্গোল সাম্রাজ্য অধিকৃত স্থানগুলো হল আধুনিক: গণচীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, মলদোভা, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং কুয়েত। চেঙ্গিজ খান ১২২৭ সালে মারা যাওয়ার পর তার পুত্র ও পৌত্রগণ প্রায় ১৫০ বছর ধরে মঙ্গোল সম্রাজ্যে রাজত্ব করেছিল।

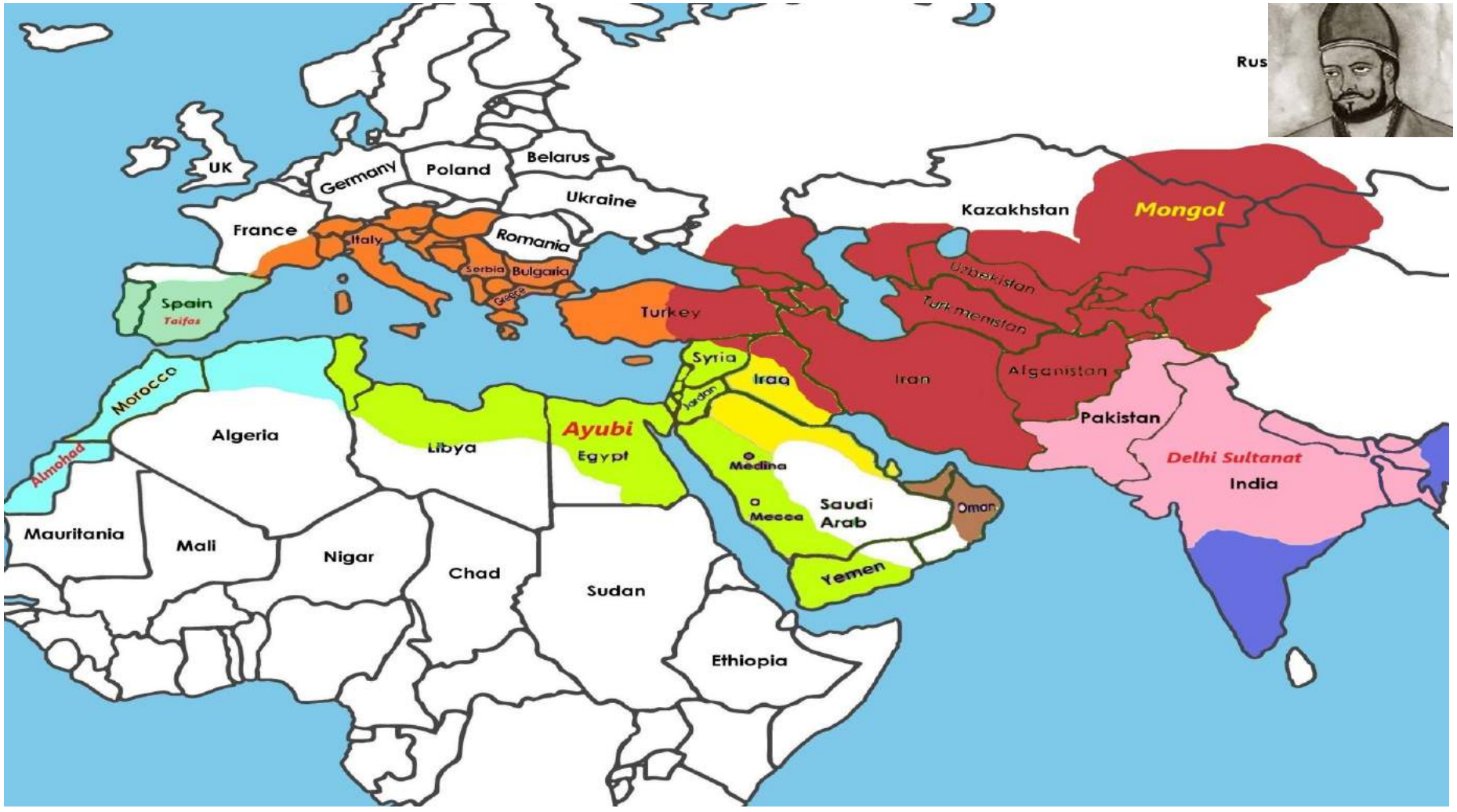

৩৬. দিল্লি সালতানাতের বিস্তৃতি ১২৩৬

গজনির শাসনকর্তা মুহাম্মদ ঘুরি ভারত বিজয়ের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুলতান ও উচ্ বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে পদার্পণ করেন। এরপর একে একে পেশাওয়ার, লাহোর ও পশ্চিম পাঞ্জাব জয় করেন। ১১৯১ সালে ভারতে তার বিজিত স্থানগুলির শাসনভার নিজের বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবেকের হাতে অর্পণ করে গজনি প্রত্যাবর্তন করেন মুহাম্মদ ঘুরি। কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বে মিরাট, দিল্লি, রণথাম্বোর, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল অধিকৃত হয়। তার অন্যতম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার ও ১২০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন। এইভাবে উত্তর ভারতের এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে প্রত্যক্ষ মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

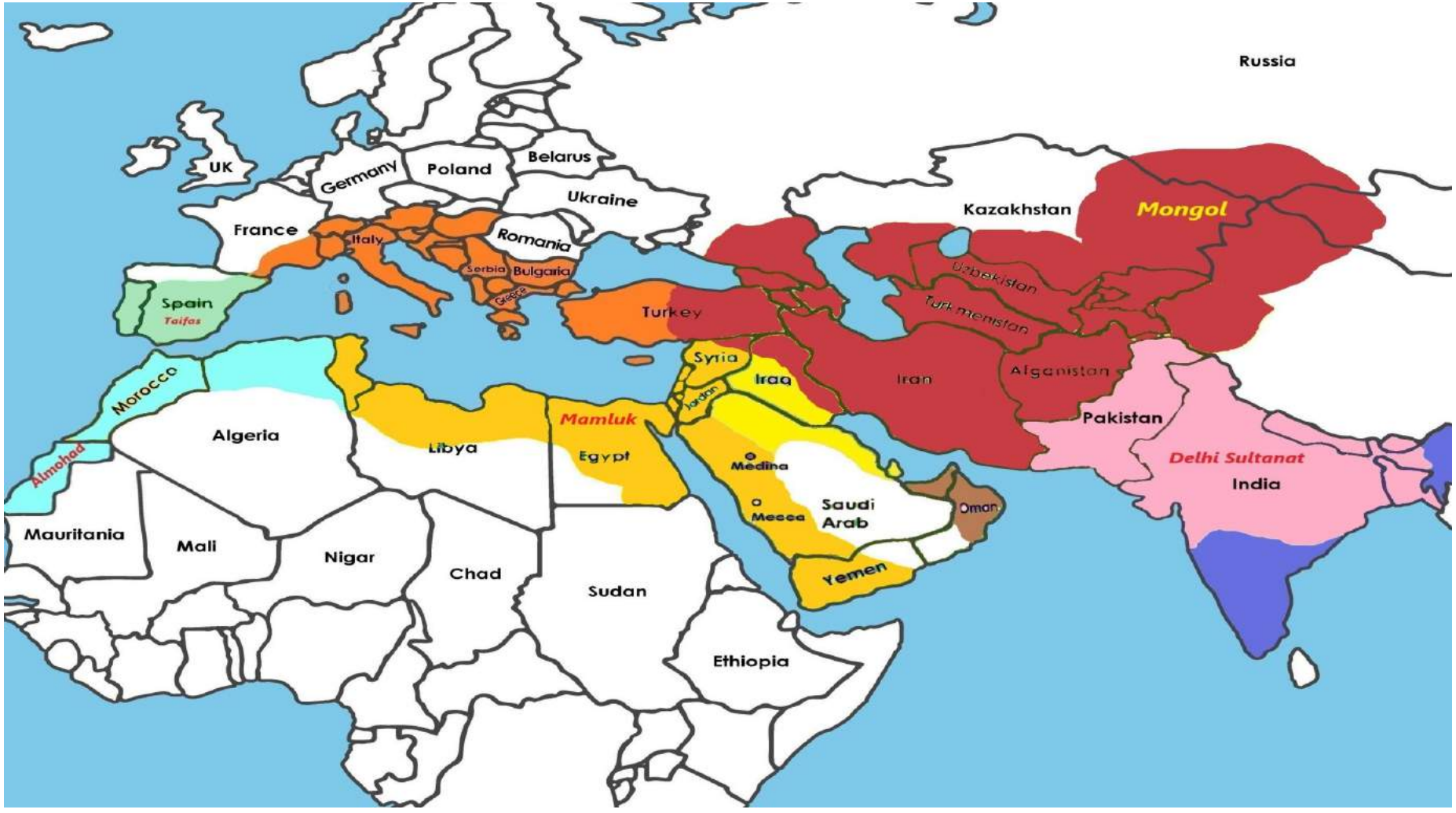

৩৭. মামলুক সালতানাত (১২৪৩ -১৫১৭)

মামলুক সালতানাত ছিল মধ্যযুগের মিশর, লেভান্ট, তিহামাহ ও হেজাজ জুড়ে বিস্তৃত একটি রাজ্য। আইয়ুবীয় রাজবংশের পতনের পর থেকে ১৫১৭ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের মিশর বিজয়ের আগ পর্যন্ত মামলুকরা ক্ষমতায় ছিল। মামলুকরা ছিল কুমান কিপচাক, সিরকাসিয়ান ও জর্জিয়ান বংশোদ্ভূত দাস। এদের অধিকাংশ ছিলো সুন্নি এবং কিছু ছিলো শিয়া ইসলামের অনুসারী।

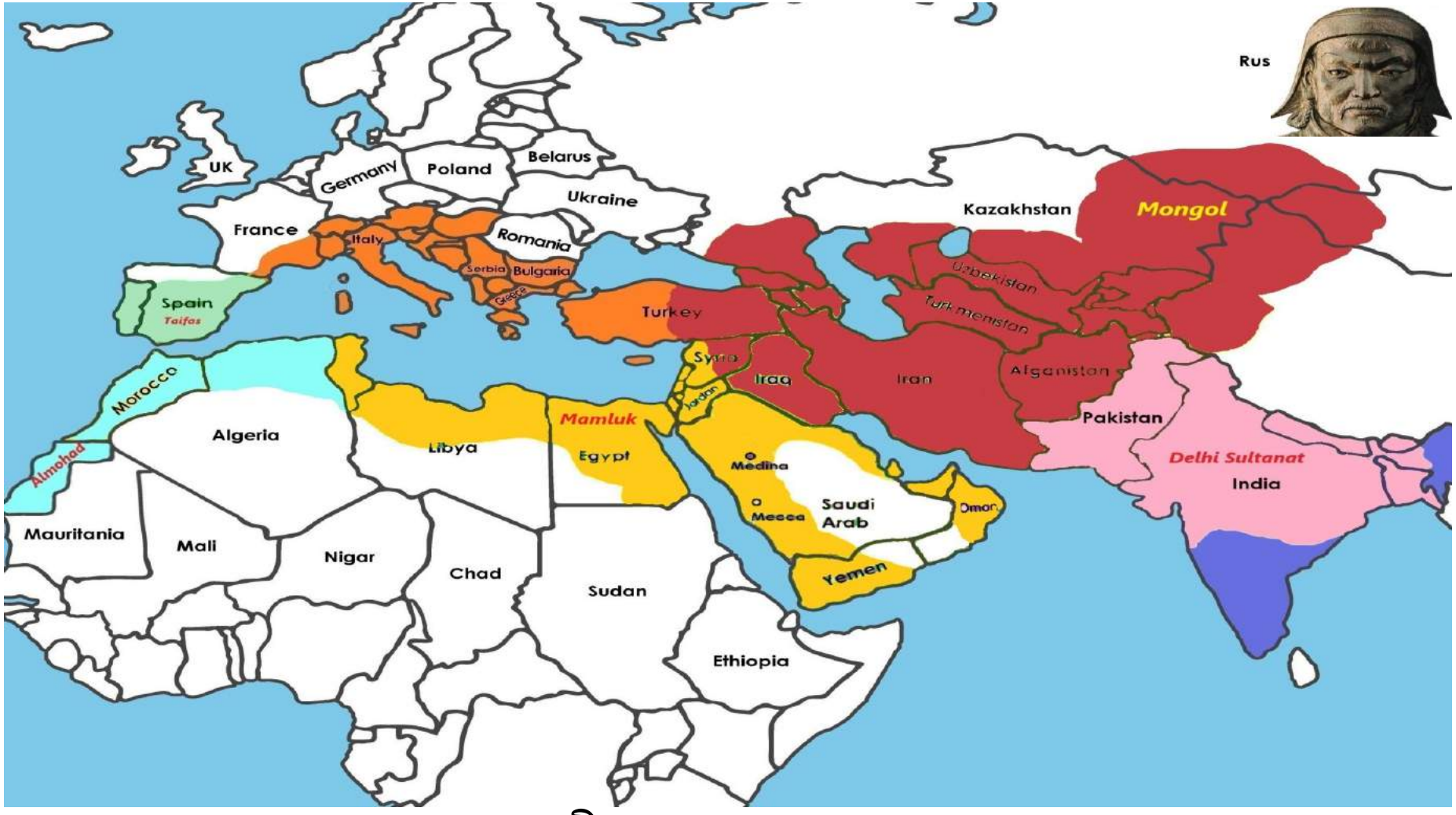

৩৮. আব্বাসীয় যুগের পতন ১২৫৮

মুসলিমদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিছু লুণ্ঠন এবং গণহত্যা চালালেও চেঙ্গিস খান মুসলিম অঞ্চলের খুব ভেতরে আক্রমণ করেনি। তবে ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই শান্তির অবসান ঘটে। বিখ্যাত মংকে খান, তার ভাই হুলাকু খানের উপর এক সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করে যাদের লক্ষ্য ছিল পারস্য, সিরিয়া ও মিশর দখল করা এবং সাথে আব্বাসী খিলাফতও ধ্বংস করা। মঙ্গোল আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো কোন অবস্থাই তখন মুসলিম বিশ্বের ছিলনা। আব্বাসী খিলাফতের উপস্থিতি ছিল নামে মাত্র, যাও কিনা তাদের পূর্বাপর খ্যাতিকে পুঁজি করে। বাগদাদের বাইরে তাদের কোন প্রভাবই ছিলনা। খাওয়ারাজমীয় সাম্রাজ্যের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে যাওয়ায় পারস্যজুড়ে অনৈক্য প্রকট আকার ধারণ করে। সালাহ-আল-দ্বীন প্রতিষ্ঠিত আইয়ুবী সাম্রাজ্যের হাতে ইরাক ও সিরিয়ার কিছু ক্ষুদ্র অংশের নিয়ন্ত্রণ ছিল মাত্র। অন্যদিকে মিশরের বিদ্রোহ সালাহ-আল-দ্বীনের বংশধরদের পতন ঘটায় এবং নতুন মামলুক সুলতানাতকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। বাস্তবে সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হুলাকু খানকে খুব বেশী প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি।

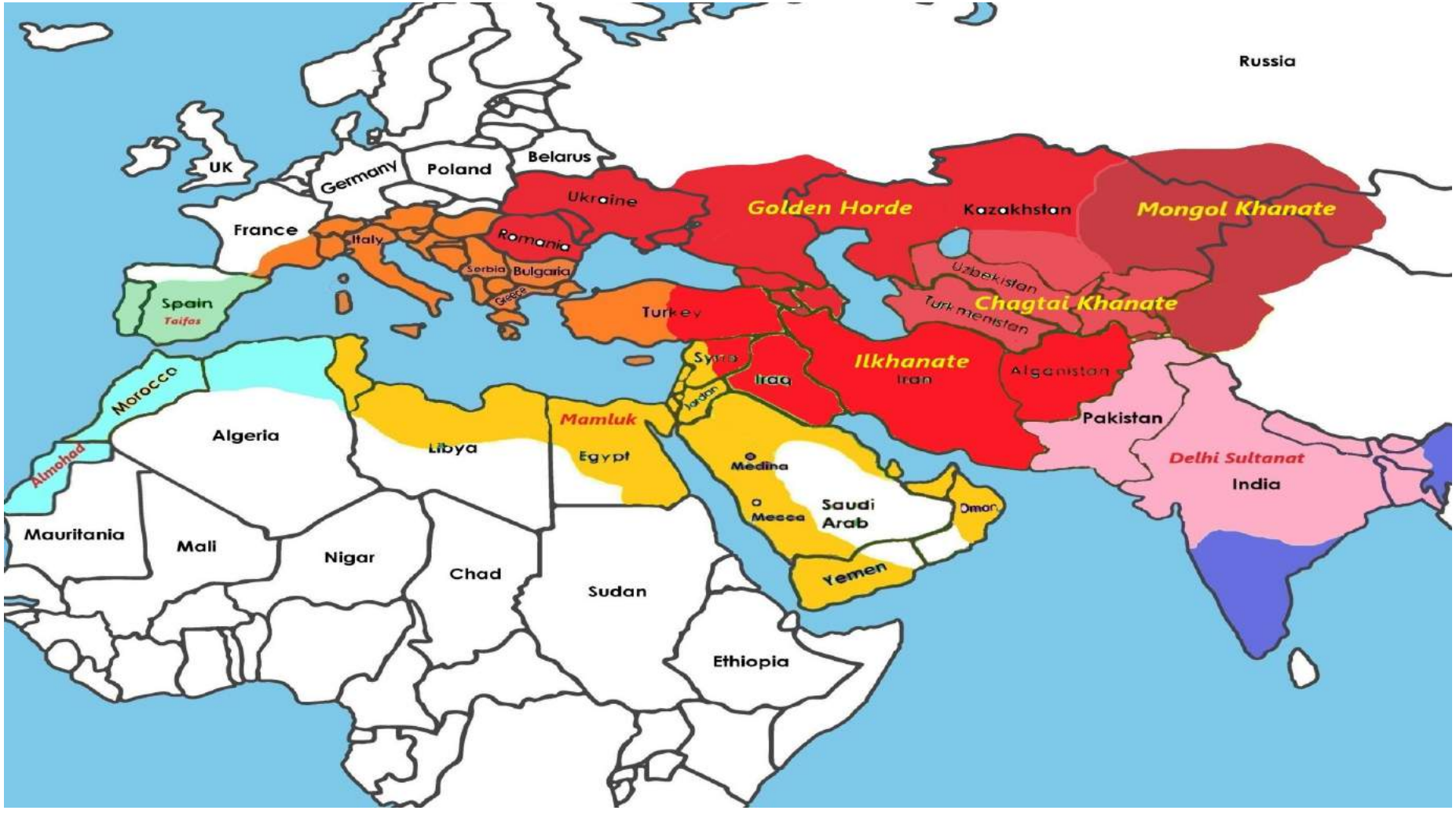

৩৯. মঙ্গলীয়দের বিভাজন ১২৬১

১২৬০ এর দশক থেকে মঙ্গল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয় এবং ১২৯০ সালের মধ্যে এই বিশাল সাম্রাজ্য ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে। ইলখানাতে, গোল্ডেন হর্ডে, চাগতাই খানাতে ও ইউয়ান বা মঙ্গল খানাতে বংশ। এর মধ্যে মঙ্গল খানাতে বাদে বাকি তিন বংশ এক সময় ইসলাম গ্রহণ করে। মঙ্গল খানাতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে।

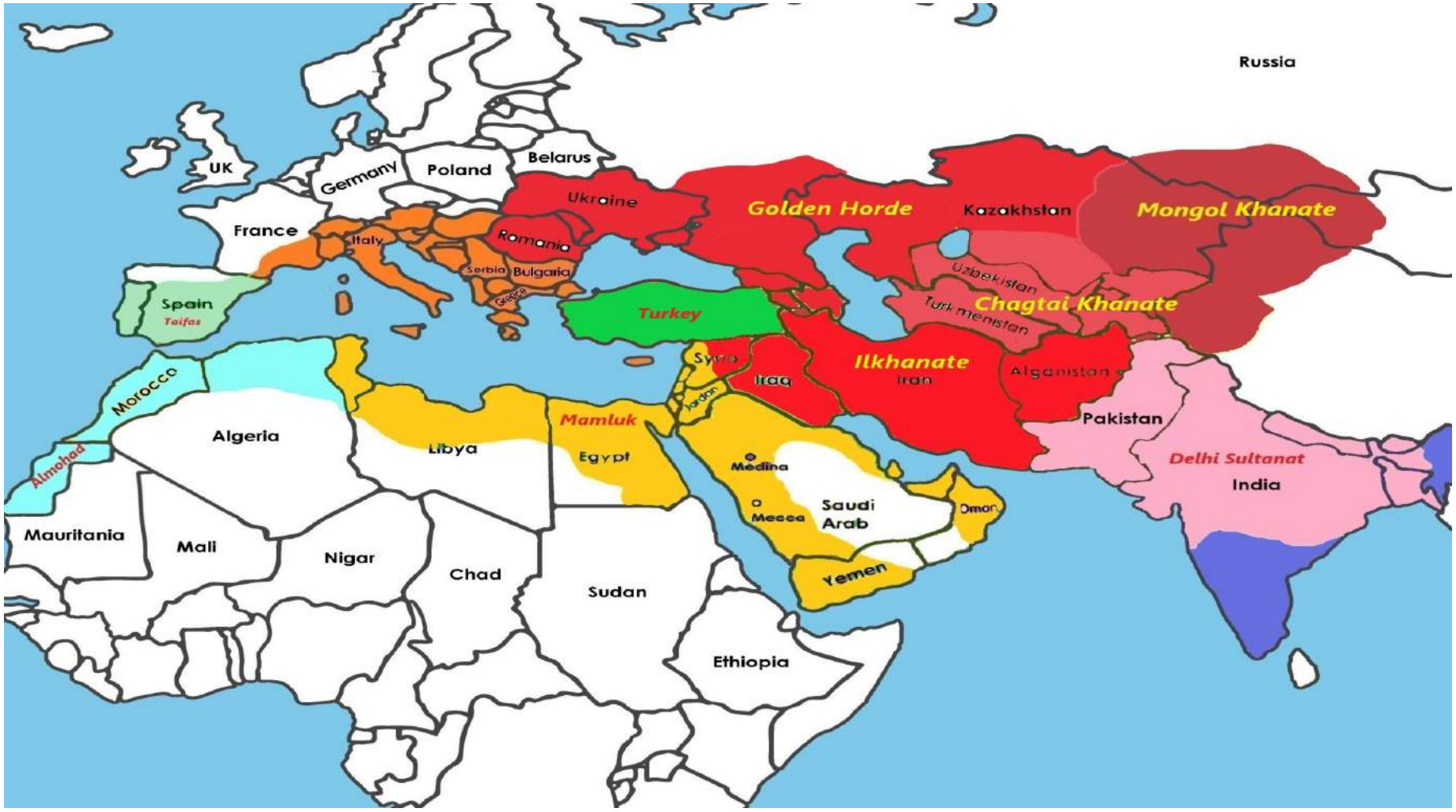

৪০. তুর্কিদের উত্থান ১৩০০

তুর্ক বলতে একটি বৃহত্তর জাতিকে বোঝায়, যার মধ্যে বর্তমানের কাজাখ, উজবেক, কিরগিজ, এবং তুর্কি জাতির লোকেরা, এবং অতীতের বুলগার, হুন, সেলজুক, উসমানীয়, তৈমুরীয়, ইত্যাদি জাতিগুলি অন্তর্ভুক্ত। ৬ষ্ঠ শতকে প্রথম তুর্ক শব্দ বিশিষ্ট রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে, যার নাম ছিল গিয়কতুর্ক অর্থাৎ নীল তুর্ক। এর পরে ৮ম শতকে কার্লুক জাতি, উইঘুর জাতি, কিরগিজ জাতি, ওঘুজ তুর্ক জাতি, ইত্যাদি তুর্ক জাতির আবির্ভাব ঘটে। এই জাতিগুলি মঙ্গোলিয়া ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র পত্তন করছিল, তখন তারা মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এবং ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। তবে এখনও ছোট ছোট তুর্ক দল আছে যারা অন্যান্য ধর্ম যেমন খ্রিস্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জরথুষ্ট্রবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী।

www.alqurananalysis.com

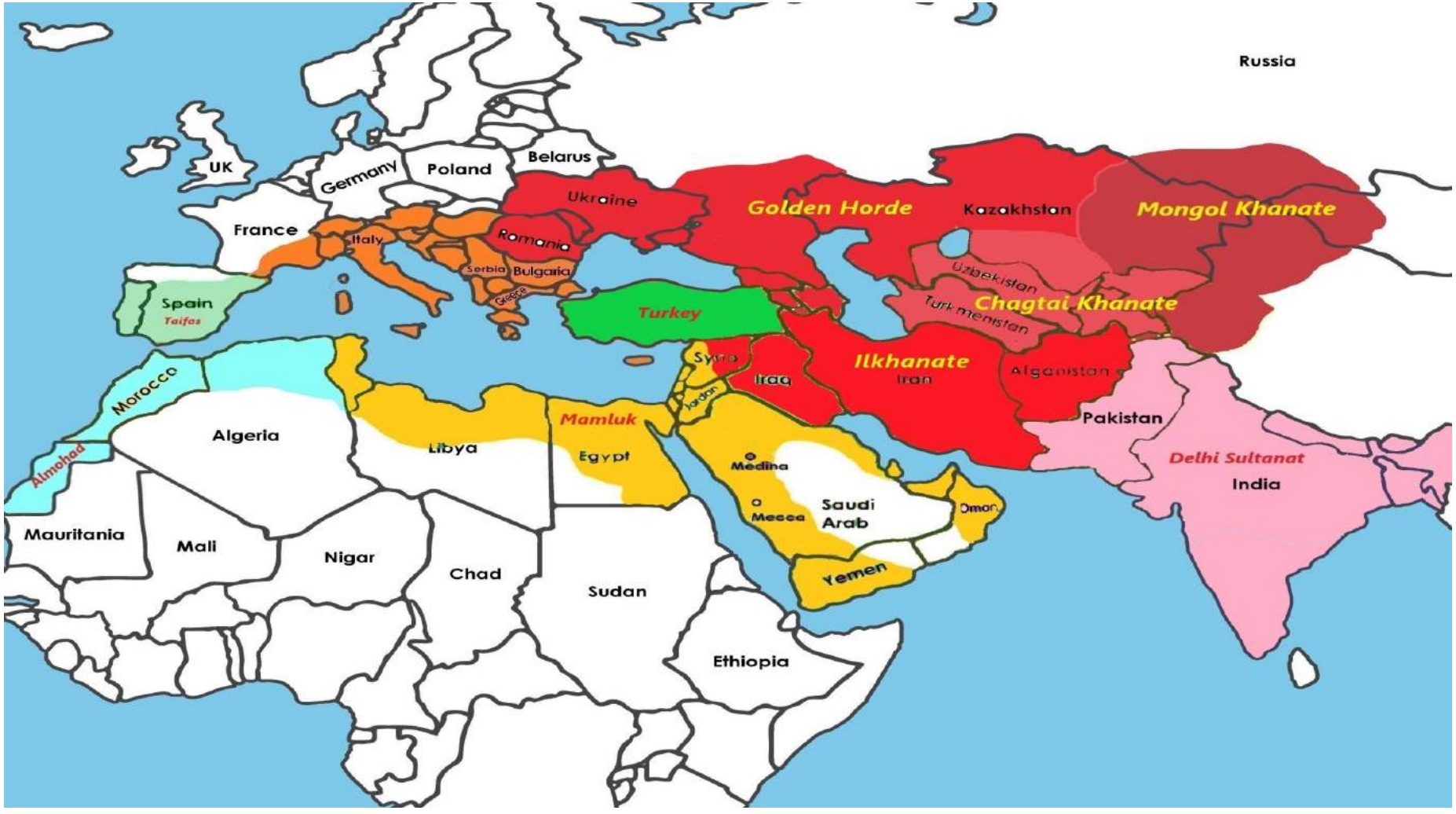

৪১. দিল্লি সালতানাতের সম্পুর্ন ভারত দখল ১৩২৭

১৩২৭ সালের দিকে দিল্লি সালতানাত পুরো ভারতে তার রাজ্য সম্প্রসারিত করে।

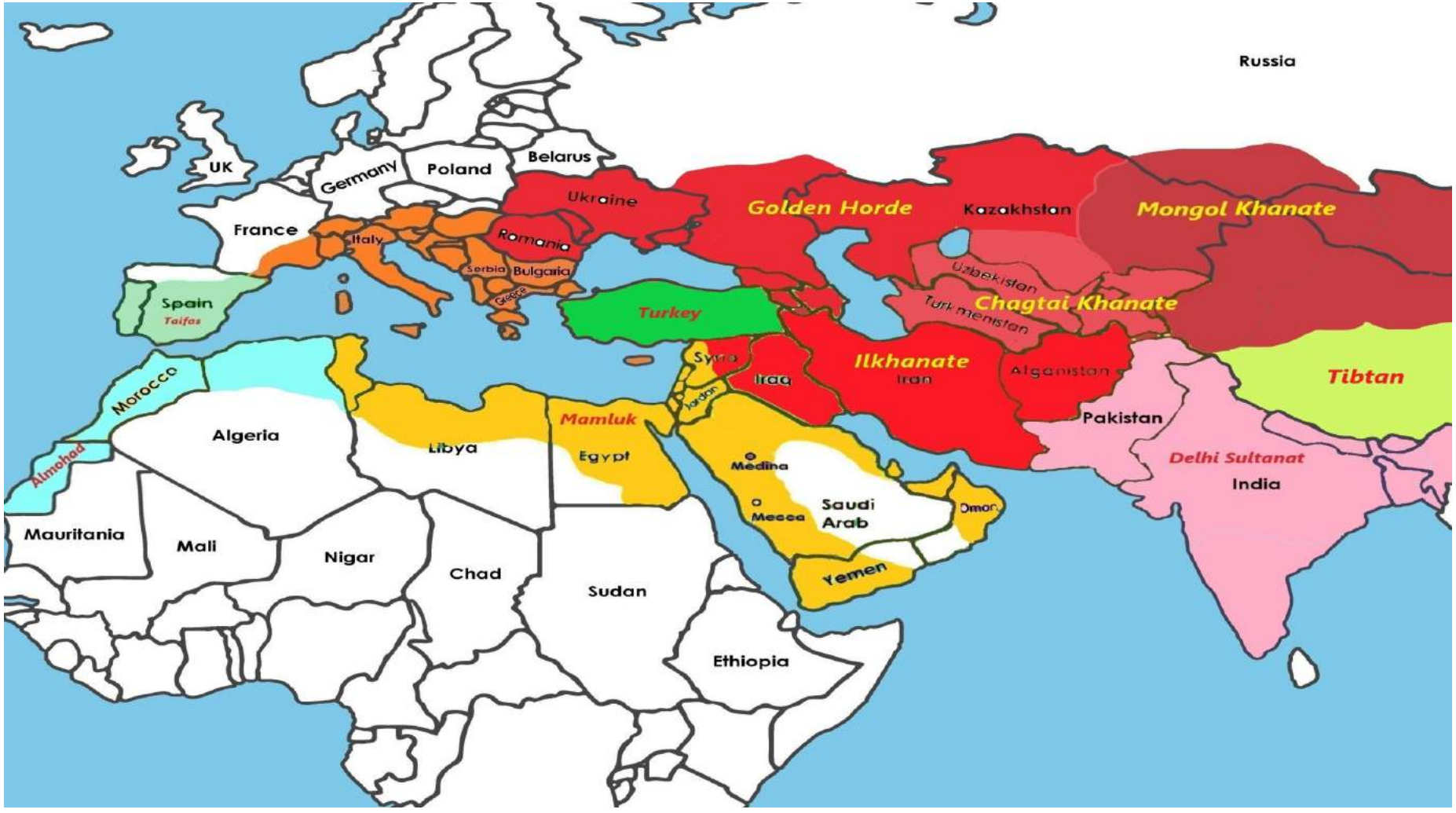

৪২. তিব্বত সম্রাজ্য ১৩২৩

তিব্বত সাম্রাজ্য সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অবস্থিত এবং পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য বর্তমান উত্তর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান, ভূটান, নেপাল, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইয়ার্লুং উপত্যকার গ্নাম-রি-স্রোং-ৎসন আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেষ সম্রাট গ্লাং-দার-মার মৃত্যুতে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

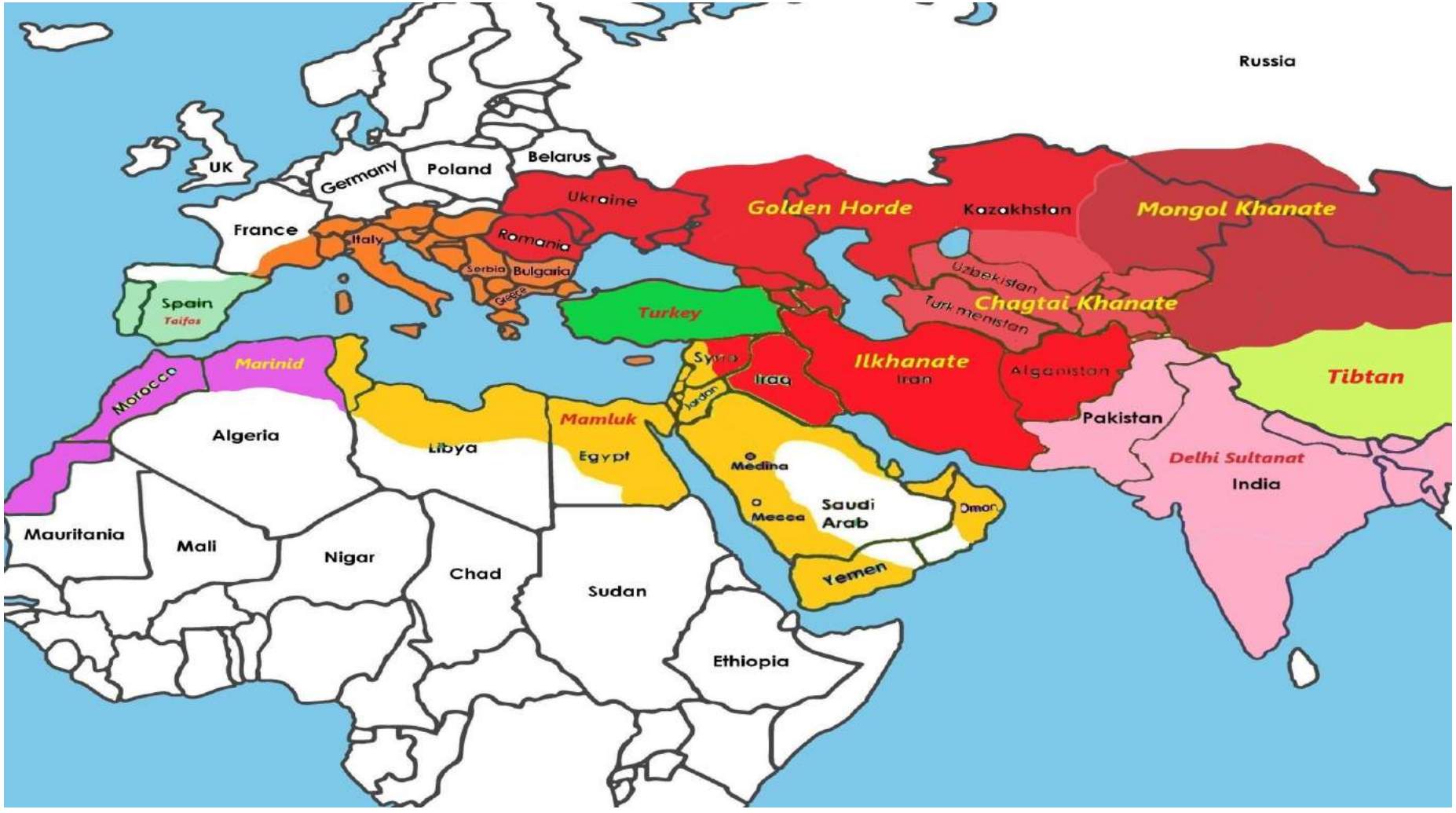

৪৩. মারিনি শাসন, আলজেরিয়া (১৩৪৮ -১৪৬৫)

মারিনিরা ছিলো সুন্নি ইসলামের অনুসারী যারা মূলত বার্বার বংশোদ্ভুত। তারা মরক্কো ও তার আশেপাশের এলাকা ১৩ থেকে ১৫ শ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করে। ১২৪৪ সালে মারিনি শাসকরা আলমোহাদ খলিফাকে উচ্ছেদ করে যারা মরক্কো নিয়ন্ত্রন করতো। এরা আন্দালুসের গ্রানাডার শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করতো। ১৪৬৫ সালের বিদ্রোহে মারিনিদরা পরাস্থ হয় এবং ওয়াত্তাসি বংশ ১৪৭২ সালে ক্ষমতায় আসে।

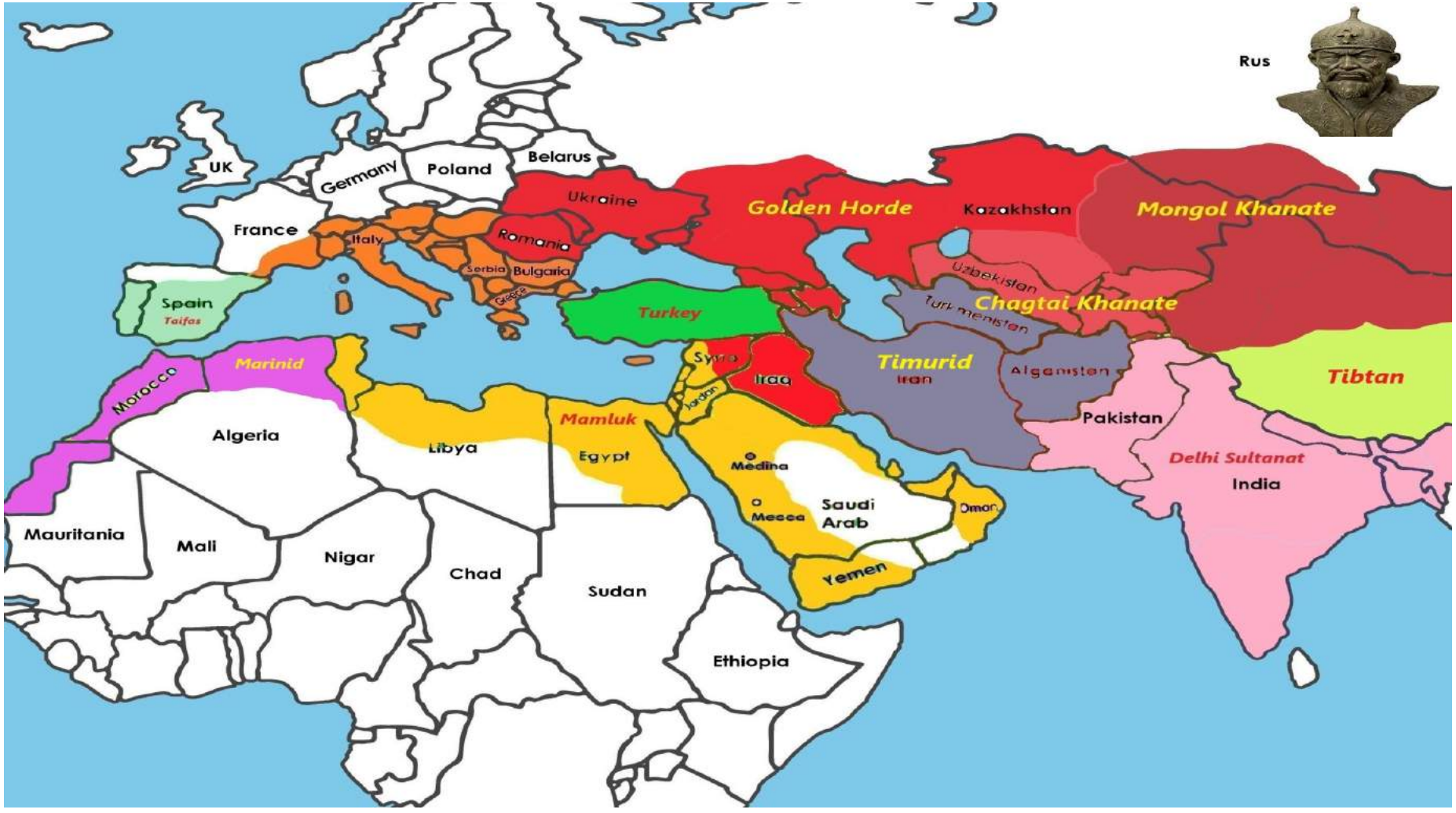

৪৪. তৈমুরী সাম্রাজ্য (১৩৯৪ -১৫০১)

তৈমুরি সাম্রাজ্য ছিল একটি তুর্ক-মঙ্গোল সাম্রাজ্য। সুন্নি ইসলামের অনুসারী। এটি বর্তমান ইরান, ককেসাস, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া ও তুরস্ক জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সম্রাট তৈমুর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৬৭ সালে আগ কোয়ুনলুদের কাছে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেও রাজবংশের উত্তরসুরিরা ছোট ছোট রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এসব রাজ্য তৈমুরি আমিরাত নামে পরিচিত ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে ফারগানার তৈমুরি শাহজাদা বাবর এখানে ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৪৫. উসমানী সম্রাজ্য (১২৯৯-১৯২২)

উসমানীয় সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য বা তুরস্ক বলে পরিচিত। এটি একটি সুন্নি ইসলামি সাম্রাজ্য। ১২৯৯ সালে অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত প্রথম উসমান উত্তরপশ্চিম আনাতোলিয়ায় (বর্তমান তুরস্ক) এই সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান (দক্ষিণ পুর্ব ইউরোপ) জয়ের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্য বহুমহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে এবং খিলাফতের দাবিদার হয়। ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করার মাধ্যমে উসমানীয়রা বাইজেন্টাইন (রোমান) সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে।

৪৬. সাফাভী শাসন ১৫০২

সাফাভি রাজবংশ পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর অন্যতম। একে আধুনিক পারস্যের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই রাজবংশ বারো ইমাম পন্থি শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সাফাভি শাসন ১৫০১ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এরপর ১৭২৯ থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্তকালের জন্য তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সীমায় আধুনিক ইরান, আজারবাইজান, বাহরাইন ও আর্মেনিয়া; জর্জিয়া, উত্তর ককেসাস, ইরাক, কুয়েত ও আফগানিস্তানের অধিকাংশ এবং তুরস্ক, সিরিয়া, পাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪৭. উসমানীদের বিস্তৃতি ১৫৮৯

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষত সুলতান প্রথম সুলাইমানের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেসাস, উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত একটি শক্তিশালী বহুজাতিক, বহুভাষিক সাম্রাজ্য ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যে ৩৬টি প্রদেশ ও বেশ কয়েকটি অনুগত রাজ্য ছিল। এসবের কিছু পরে সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে নেয়া হয় এবং বাকিগুলোকে কিছুমাত্রায় স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়।

৪৮. ভারতে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৮৫৭)

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদির বিরুদ্ধে বাবরের জয়ের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। তারা চাগতাই খান ও তৈমুরের মাধ্যমে চেঙ্গিস খানের বংশধর। ১৫৫৬ সালে আকবরের ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্রূপদী যুগ শুরু হয়। ১৭৩৯ সালে কারনালের যুদ্ধে নাদির শাহের বাহিনীর কাছে মুঘলরা পরাজিত হয়। এসময় দিল্লি লুণ্ঠিত হয়। পরের শতাব্দীতে মুঘল শক্তি ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে পড়ে এবং শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কর্তৃত্ব শুধু শাহজাহানাবাদ শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনে তিনি একটি ফরমান জারি করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার অভিযোগ এনে কারাবন্দী করে। শেষে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মারা যান।

৪৯. সাদী শাসন ১৫৯৩

সুন্নি ইসলামের অনুসারী সাদী রাজবংশ ছিলো মরোক্কোর অধিবাসী। এরা ১৫৪৯ থেকে ১৬৫৯ সাল পর্যন্ত মরক্কো শাসন করে। ১৫০৯ থেকে ১৫৪৯ সাল পর্যন্ত তারা কেবল দক্ষিণ মরক্কো শাসন করে।

৫০. হোতাক সাম্রাজ্য (১৭২৩-১৭৩৮)

হোতাক রাজবংশ ছিল একটি গিলজি পশতুন রাজবংশ। সুন্নি ইসলামের অনুসারী। ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে মীরওয়াইস হুতাক এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সাফাভি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কান্দাহার স্বাধীন করেছেন। ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আফসারি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নাদির শাহ শেষ হুতাক শাসক হুসাইন হুতাককে কান্দাহারের অবরোধের পর পরাজিত করেন।

৫১. আফসারি শাসন (১৭৩৬-১৭৯৬)

ইরানিয়ান এই রাজবংশের উতপত্তি তুর্কি আফসার গোত্র থেকে। শিয়া রাজবংশের নাদের শাহ কর্তৃক ১৭৩৬ সালে এই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সাফাভি বংশের পতন ঘটিয়ে নিজেকে ইরানের শাহ ঘোষনা করেন। তার সময়ে তিনি ইরান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজার বাইজান, উত্তর ককেশাস ইত্যাদি স্থান শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যের অধিক অংশ জান্দ, দুরানী, জর্জিয়ান এবং ককেশান খানাতে দ্বারা বিভক্ত হয়। ফলত কেবলমাত্র খোরাসান অঞ্চলে তাদের শাসন টিকে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ খান কাযার দ্বারা ১৭৯৬ সালে আফসারি শাসন বিলুপ্ত হয়।

৫২. প্রথম সৌদি রাষ্ট্র (দিরিয়া আমিরাত) (১৭৪৪-১৮১৮)

দিরিয়া আমিরাতকে বলা হয় প্রথম সৌদি রাষ্ট্র। ১৭৪৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের পর এর প্রতিষ্ঠা হয়। নিজেকে এরা সালাফী (সুন্নী) হিসেবে পরিচয় দেয় এবং তাওহিদের বিশ্বাসের পুনপ্রতিষ্ঠা হিসেবে দেখেন। বেশ কিছু সামরিক অভিযানের পর মুহাম্মদ বিন সৌদ ১৭৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ তার উত্তরসুরি হন।

৫৩. আফগানিস্তানে দুররানী ও অন্যান্য রাজতন্ত্র শাসন (১৭৪৭-১৯৭৩)

১৭৪৭ সালে কান্দাহারকে রাজধানী করে হানাফি সুন্নি ইসলামের অনুসারী আহমদ শাহ দুররানি সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। দুররানি সাম্রাজ্য বর্তমান আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম ইরান, পূর্ব তুর্কমেনিস্তান, পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল এবং কাশ্মীর অঞ্চলসহ উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮২৮ সালে দুররানী সাম্রজ্যের পতন হয়। এর পর দোস্ত মুহাম্মাদ খান, আমানুল্লাহ খান, নাদির খান, জহির খান প্রমুখ শাসকরা আফগানিস্তানে বিভিন্ন রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রন করেন।

৫৪. ভারতে কোম্পানি শাসন (১৭৫৭-১৮৫৭)

ভারতে কোম্পানি শাসন বলতে বুঝায় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে পরাজিত হলে কার্যত এই শাসনের সূচনা ঘটে। ১৭৬৫ সালে তারা বাংলা ও বিহারের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে এবং প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে নিযুক্ত করে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নিজ হাতে শাসন তুলে নেওয়ার আগ পর্যন্ত এই শাসন স্থায়ী হয়েছিল।

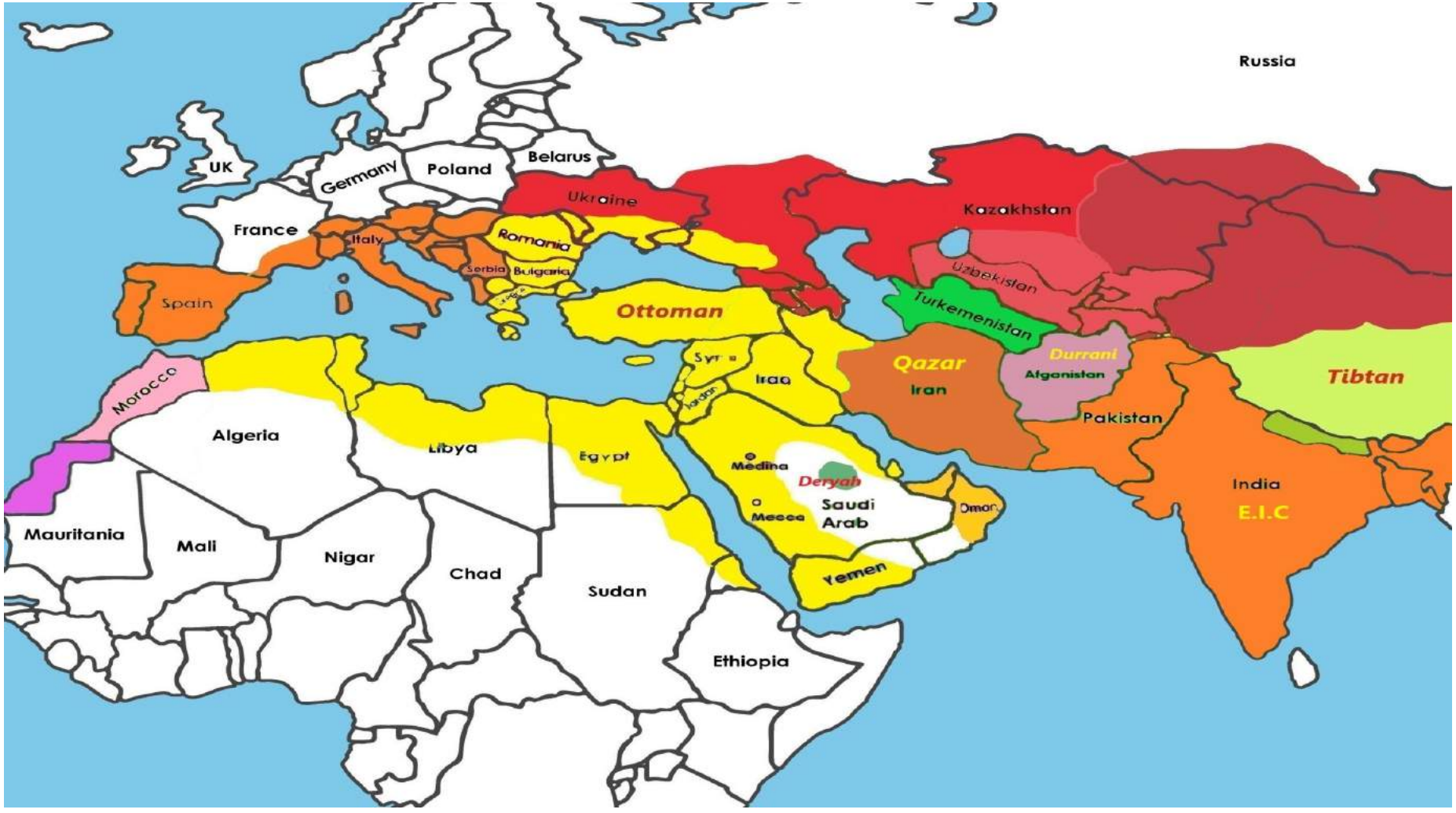

৫৫. কাযার শাসন (১৭৮৫-১৯২৫)

তুর্কি বংশোদ্ভুত শিয়া কাযার বংশ ১৭৮৫ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ইরান অঞ্চল শাসন করে। রাসিয়ানদের কাছে ১৯ শতকে কাযার তার জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজন ইত্যাদি অঞ্চল হারায়।

৫৬. দিরিয়া আমিরাতের হিজাজ দখল ১৭৮৬

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের মৃত্যুর ১১ বছর পর আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদের পুত্র সৌদ বিন আবদুল আজিজ হেজাজকে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অভিযানে বের হন। প্রথমে তাইফ শহর জয় করেন। এরপর হিজাজ (মক্কা ও মদিনা অঞ্চল) তার দখলে আসে। এই ঘটনা উসমানীয় সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয় কারন ১৫১৭ সাল থেকে উসমানীয় খিলাফাত এই দুই শহর শাসনের দায়িত্ব পালন করছিল।

৫৭. উসমানী খিলাফাতের হিজাজ পুনরোদ্ধার ১৮১৮

উসমানীয়রা মিশরের উসমানীয় গভর্নর মুহাম্মদ আলি পাশার হাতে আল সৌদকে দুর্বল করার দায়িত্ব অর্পণ করে। এর মাধ্যমে উসমানীয়-সৌদি যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাম্মদ আলি পাশা সমুদ্রপথে তার সেনাদের হেজাজে পাঠান। তার পুত্র ইবরাহিম পাশা উসমানীয় সেনাদের নজদের কেন্দ্র পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন। তারা একের পর এক শহর জয় করে। শেষপর্যন্ত ইবরাহিম পাশা সৌদি রাজধানী দিরিয়া পৌছে যান এবং কয়েকমাস পর্যন্ত একে অবরোধ করেন।

৫৮. প্রথম সৌদি রাষ্ট্র দিরিয়ার পতন ১৮১৮

১৮১৮ সালের শীতকালে দিরিয়া আত্মসমর্পণ করে। ইবরাহিম পাশা আল সৌদ ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব পরিবারের অনেক সদস্যকে মিশর ও উসমানীয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেন। আবদুল্লাহ বিন সৌদকে কনস্টান্টিনোপলে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এভাবে প্রথম সৌদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। কিন্তু আবদুল্লাহর তুর্কি নামের এক পুত্র মরুভূমিতে পালিয়ে যায়। এই তুর্কি বিন আবদুল্লাহ পালিয়ে মরুভুমির বনু তামিম গোত্রে আশ্রয় নেয়। পরে ১৮২১ সালে তিনি আত্মগোপন থেকে প্রকাশ্যে এসে ওসমানিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

৫৯. দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্র (নজদ আমিরাত) (১৮২৪ -১৮৯১)

১৮২৪ সালে তুর্কি বিন আবদুল্লাহ উসমানিদের নিয়োজিত মিশরীয়দের হটিয়ে দিরিয়া ও রিয়াদ দখল করে নেয়। রিয়াদকে রাজধানী করে গঠিত এই নজদ আমিরাত ইতিহাসে "দ্বিতীয় সৌদি রাজ্য" নামে পরিচিত। এটি অবশ্য খুব কম এলাকাই দখলে নিতে পেরেছিল। তুর্কির ছেলে ফয়সাল এরপর নজদ আমিরাতের ইমাম হয়। অতঃপর তার ছেলে আব্দুর রহমান।

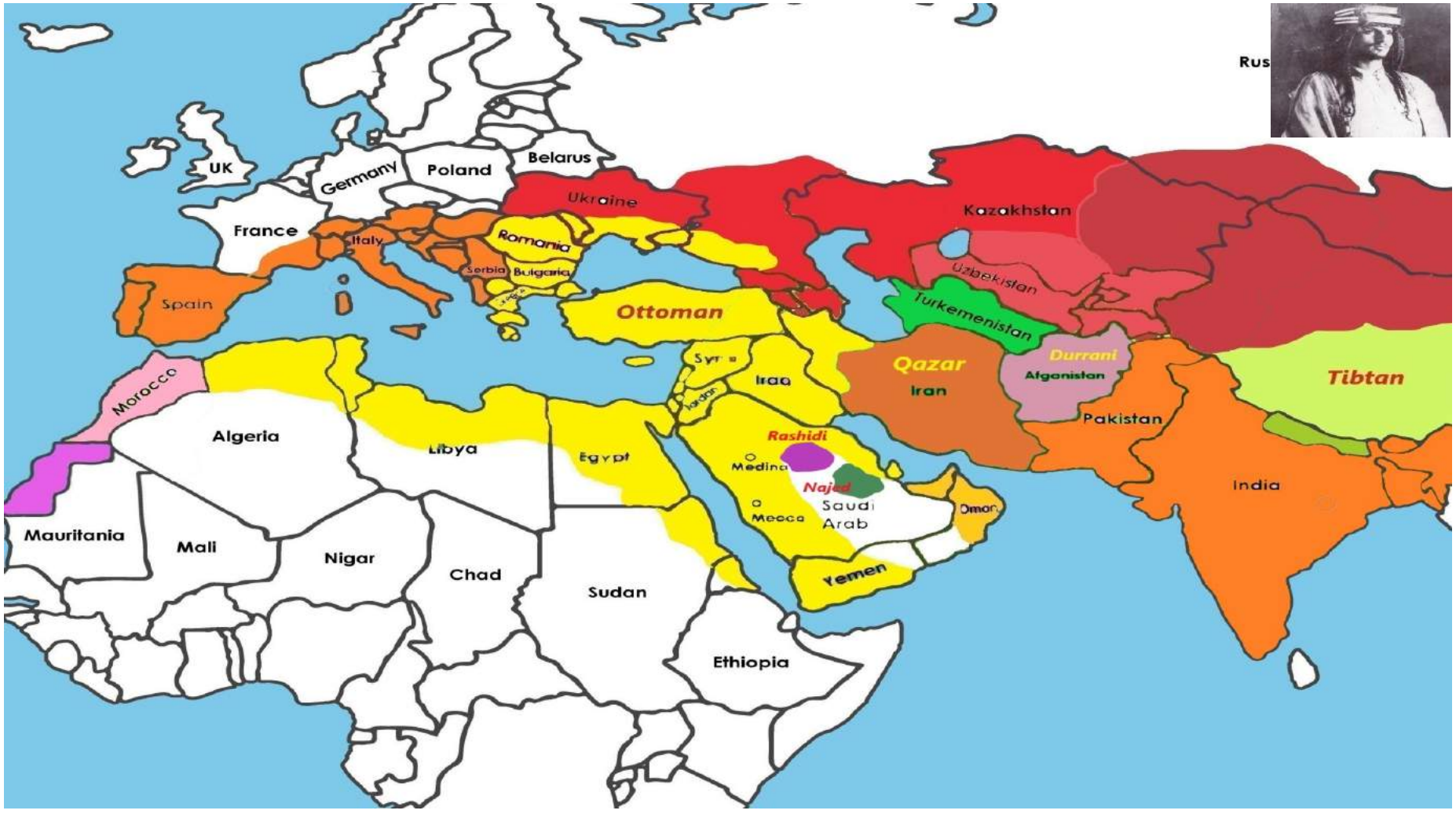

৬০. জাবাল শামার আমিরাত (১৮৩৬ -১৯০২)

১৮৩৬ সালে জাবাল শামার আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল আরবের নজদ অঞ্চলের একটি ছোট্ট রাষ্ট্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তা অস্তিত্বশীল ছিল। এর রাজধানী ছিল হাইল। আল রশিদ পরিবার ছিল এই রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনকর্তা। রশিদিরা উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে। আল সৌদের নজদ আমিরাত ছিলো তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র।

উসমানীদের সাহায্যে ১৮৯১ সালে জাবাল শামারের শাসক রশিদিরা রিয়াদ থেকে সৌদিদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তখন এর শাসক ছিলো ফয়সাল পুত্র আবদুর রহমান। এর ফলে দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্র নজদ আমিরাতের বিলুপ্তি ঘটে এবং তা জাবাল শামার আমিরাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবদুর রহমান পূর্ব আরবের রাব আল খালি হয়ে কুয়েতে আশ্রয় নেয় এবং ১৯০২ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে।

৬১. ভারতে বৃটিশ শাসন (১৮৫৭-১৯৪৭)

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নেয় এবং দেশে নতুন ব্রিটিশ রাজ প্রবর্তিত হয়।

৬২. ফ্রান্সের আলজেরিয়া দখল ১৮৫৯

১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখলের মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় প্রবেশ করে ফ্রান্স। তারা দেশটি শাসন করে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। আলজেরীয় তথ্যসূত্র মতে প্রায় ১৩০ বছরের 'সভ্যতার মিশনে' তারা ২০ লাখের বেশি আলজেরীয়কে হত্যা করেছে। ফ্রান্সের হিসাব অনুযায়ী দশ লাখ আলজেরীয় এবং এক লাখ ফরাসি নিহত হয়েছে।

৬৩. ব্রিটেনের মিশর দখল ১৮৮২

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিশর দখল করে। এরপর প্রায় ৪০ বছর মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯২২ সালে দেশটি একটি রাজতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্রিটিশ সেনারা মিশরে থেকে যায়।

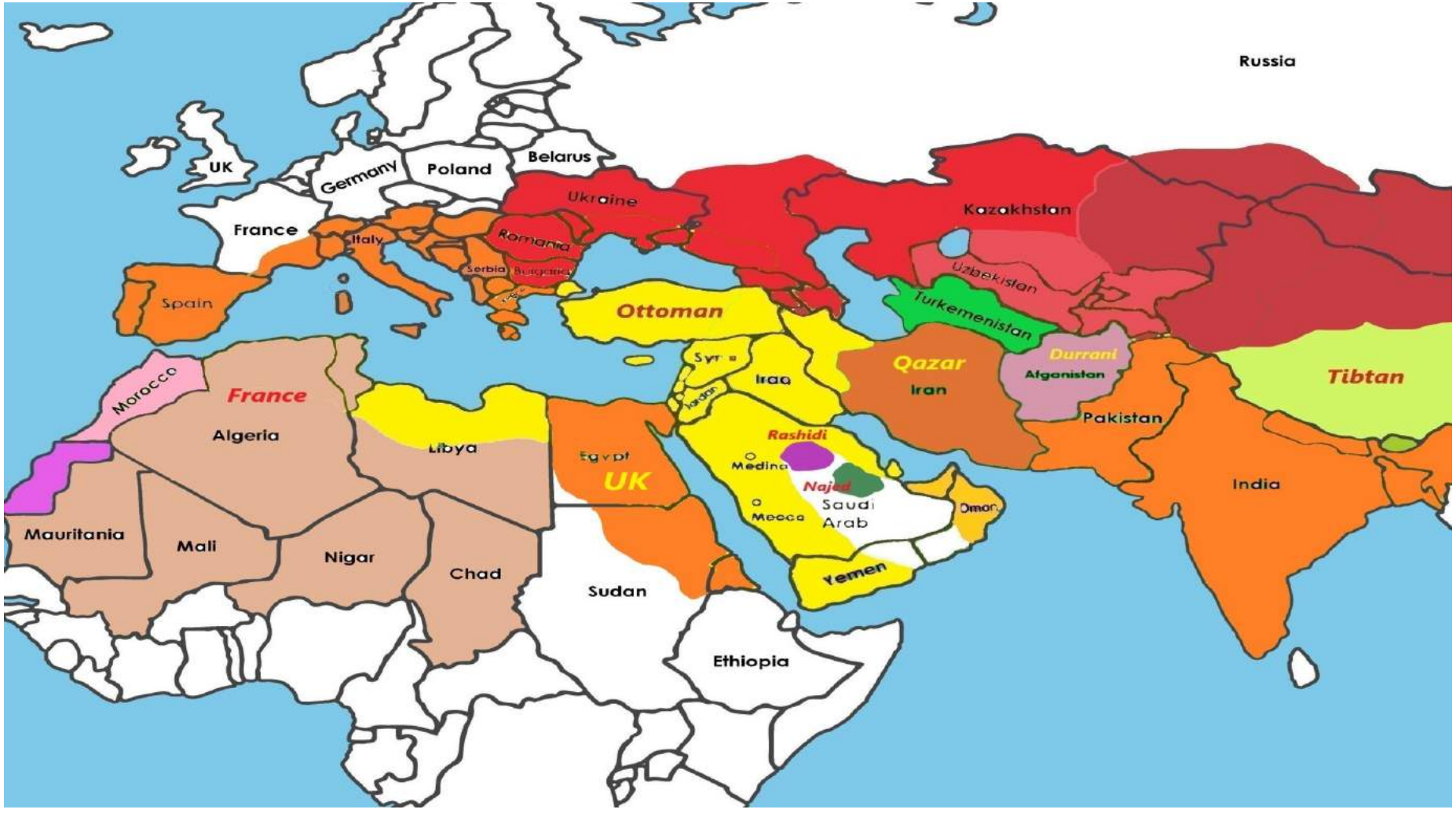

৬৪. ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা ঔপনিবেশ ১৯০১

ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বলতে ১৭শ শতক থেকে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত ইউরোপের বাইরের যেসমস্ত অঞ্চল ফ্রান্সের অধীনে ছিল, তাদেরকে বোঝায়। ভূমির ক্ষেত্রফলের হিসাব অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সাম্রাজ্যটি এর বিস্তারের চরমে পৌঁছেছিল; ঐ সময় সাম্রাজ্যের আয়তন দাঁড়ায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার।

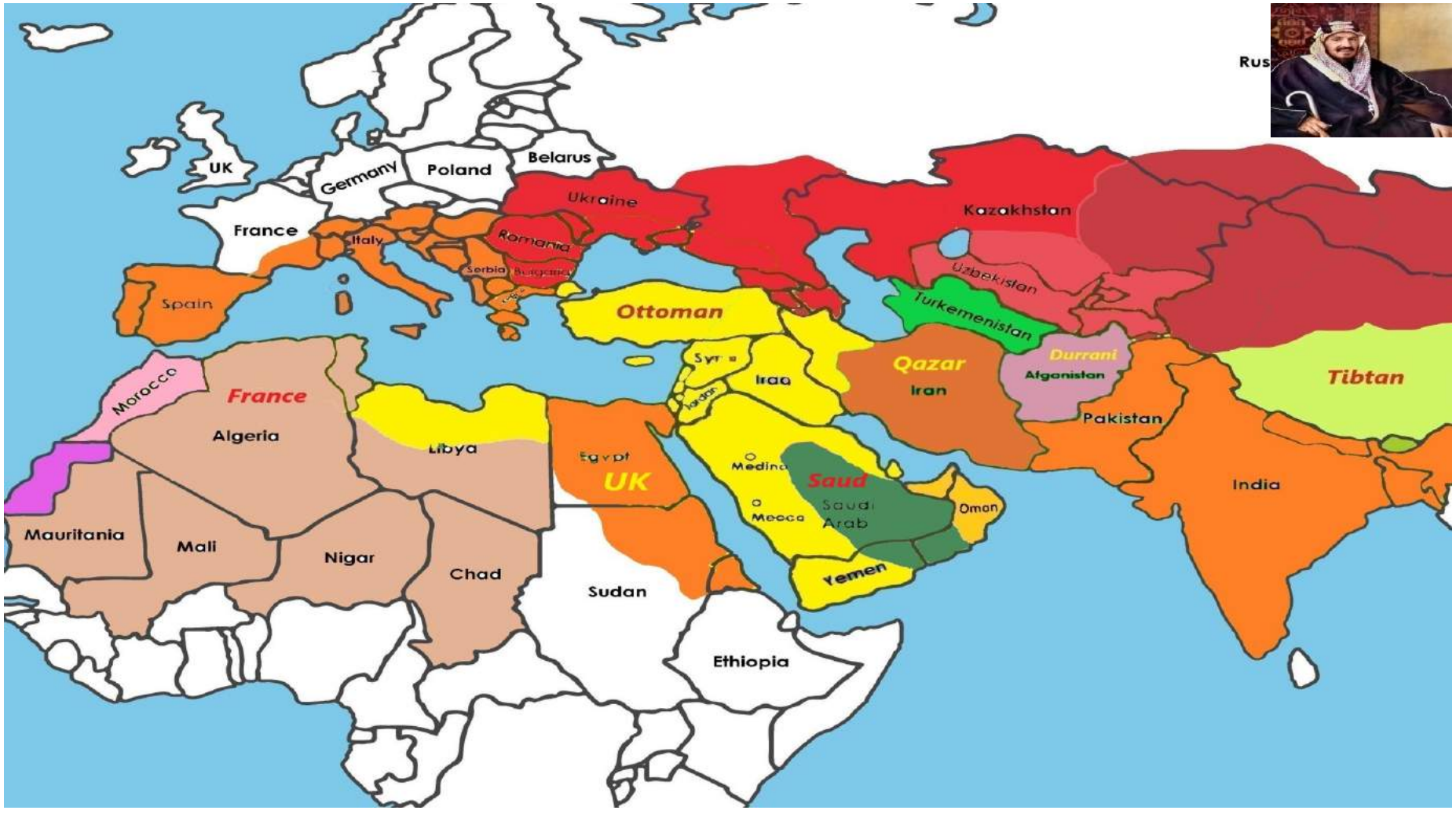

৬৫. তৃতীয় সৌদি রাষ্ট্র ১৯০২

আব্দুল আজিজ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সৌদ ১৯০২ সালে রিয়াদের মাসমাক দুর্গ আক্রমণ করে। মাসমাকের ওসমানিয়া অনুগত রাশিদী প্রশাসক ইবনে আজলানকে হত্যা করে। এভাবে ইতিহাসে তৃতীয় সৌদি রাজ্যের সূচনা হয়। এরপর সৌদিরা একে একে রাশিদীদের নজদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হটিয়ে দিতে থাকে। ১৯০৭ সালের মধ্যে সৌদিরা নজদের বিরাট এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

৬৬. ইতালীর লিবিয়া দখল ১৯১১

অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে ইতালি লিবিয়া দখল করে ১৯১১ সালে। সে সময় ওমর আল-মুখতারের নেতৃত্বে লিবিয়ানরা ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ২০ বছরের সংগ্রামের পর ১৯৩১ সালে ওমর আল-মুখতার ধরা পড়েন, তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং লিবিয়ান রেজিস্ট্যান্স এক প্রকার ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪

১ম বিশ্বযুদ্ধের দুই পক্ষের এক পক্ষ ছিলো অক্ষ শক্তি (জার্মানী, অস্ট্রো হাঙ্গেরী, উসমানী খিলাফাত) আর অন্য পক্ষ ছিলো মিত্র শক্তি (সার্বিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া)। এদিকে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বৃটেন তৎকালীন মক্কার গভর্নর আহলে বাইত শরীফ হোসাইনকে উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদবুদ্ধ করে। এবং শরীফ হোসাইনের নেতৃত্বে আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

১৯১৮ সালে মিত্র শক্তি জয়লাভ করে। ফলশ্রুতিতে উসমানী খিলাফত ধ্বংস হয়। যদিও উসমানীরা ১৯২২ পর্যন্ত টিকে ছিল এবং খলীফার পদটি ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অলংকৃত ছিল। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে উসমানীদের অধীনে থাকা সব অঞ্চল ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশে পরিণত হয়।

বর্তমানের জর্ডান, প্যালেস্টাইন, ইসরায়েল, ইরাক, হিজাজ এলাকাগুলো দখল করে বৃটেন। ফ্রান্স পায় বর্তমান সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিন তুরস্ক। শরীফ হোসাইনের বিদ্রোহের পুরুস্কার স্বরুপ বৃটেন তার প্রাপ্ত অংশ শরীফ হোসাইনের তিন ছেলে আলী, আব্দুল্লাহ ও ফয়সালকে দান করে।

৬৭. বৃটেনের জেরুজালেম দখল ১৯১৫

১ম বিশ্বযুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৯১৫ সালে বৃটেন জেরুজালেম দখল করে।

৬৮. আলী ইবনে শরীফ হোসাইনের খিলাফাত ঘোষণা ১৯২৪

শরীফ হোসাইনের বড় ছেলে আলী নিজেকে ১৯২৪ সালের অক্টোবরে খলিফা হিসেবে ঘোষনা করেন। হিজাজ ছিলো তার অধীনস্থ এলাকা। তিনি ডিসেম্বর ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৪ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। আল সৌদ পরিবার কর্তৃক ১৯২৫ সালে তিনি উতখাত হন।

৬৯. সিরিয়া, ট্রান্স জর্ডান ও ইরাক বন্টন ১৯২০

বৃটিশরা শরীফ হোসাইনের মেঝ ছেলে আবদুল্লাহকে দেয় ট্রান্স-জর্ডান। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে হোসেন শাসন করে ১৯৫২-১৯৯৯ পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ এখন শাসন করছে।

এদিকে শরীফ হোসাইনের ছোট ছেলে ফয়সালকে দেয় ইরাক। কিন্তু ইরাকের মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে পরে শরিফ বংশের অন্যান্য সদস্য সেখানে শাসন করে। ১৯৫৮ সালে ইরাকের সেনাবাহিনী আন্দোলন করে এবং শরিফ বংশের সবাইকে এক জায়গায় করে গণহত্যা করে।

ফ্রান্স তার প্রাপ্ত অংশ সিরিয়াকে কয়েক অংশে ভাগ করে। এর মধ্যে লেবাননকে আরব খ্রিষ্টানদের উপহার হিসেবে দান করে। তারা শিয়া 'আলা ওঃই'দের কে ক্ষমতা দেয় এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী করে। ৩০ বছর পর যখন ফ্রান্স ক্ষমতা হাঁড়ায় তখন 'আলাওঃই' দের একজন শরিফ আল আসাদ ক্ষমতায় আসে।

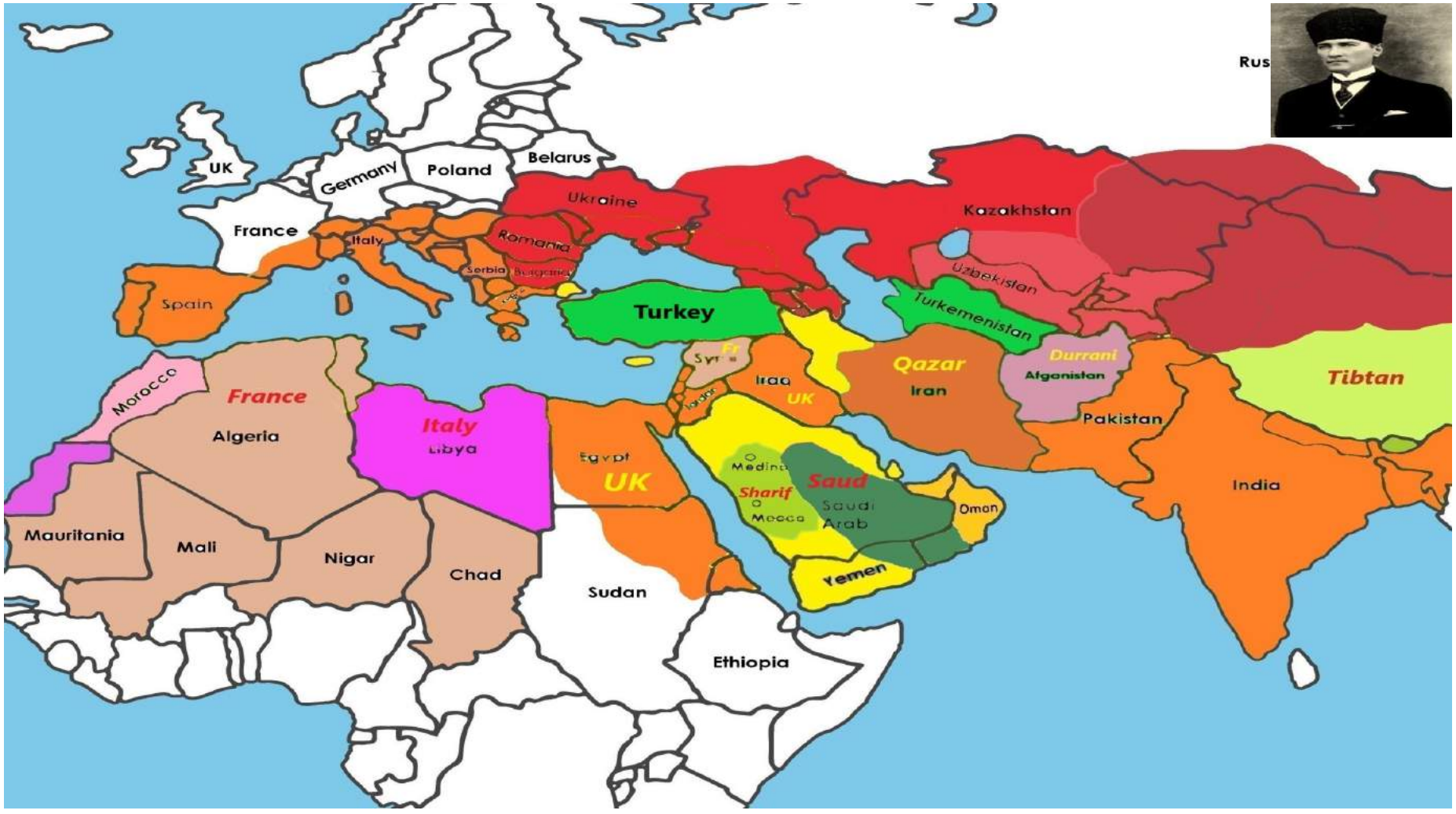

৭০. তুরস্ক স্বাধীন ১৯২৩

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুর্কি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি আঙ্কারায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি মিত্রশক্তির প্রেরিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। তার সামরিক অভিযানের ফলে তুরস্ক স্বাধীনতা লাভ করে। যার নাম দেয়ওয়া হয় ‘গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্ক’ এবং সে খিলাফত নিষিদ্ধ করে শেষ খলিফা ‘২য় আব্দুল মযিদ’কে নির্বাসিত করে।

৭১. আল সৌদের হিজাজ পুনর্দখল ১৯২৫

ব্রিটিশরা স্বাভাবিকভাবেই আলী ইবনে হুসাইনের খিলাফাত ঘোষণা করা মেনে নেয়নি এবং শাসক হিসেবে আলীর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ তখন বৃটিশদের সহযোগিতায় হেজাজ আক্রমণ করে এবং ১৯২৫ সালের শেষ নাগাদ পুরো হেজাজ দখলে নিয়ে নেয়।

১৯২৬ সালের ৮ জানুয়ারি আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ মক্কা-মদিনা-জেদ্দার গোত্রীয় নেতাদের সমর্থনে নিজেকে হেজাজের "সুলতান" ঘোষণা করে। ১৯২৭ সালের ২৭ জানুয়ারি ইবনে সৌদ আগের নজদ ও বর্তমান হেজাজ মিলিয়ে Kingdom of Nejd and Hejaz ঘোষণা করে।

৭২. পাহলভী রাজতন্ত্র, ইরান ১৯২৫

১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সহায়তায় রেজা শাহ পাহলভী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কাজার রাজবংশের শেষ রাজা আহমদ শাহ কাজারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পাহলভী রাজবংশের সূচনা করেন। তিনি সাংবিধানিকভাবে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লবের প্রেক্ষিতে পাহলভী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৭৩. সৌদি আরব গঠন ১৯৩২

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ-সৌদের "Protectorate" স্ট্যাটাসের দারিন চুক্তির সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী পাঁচ বছর আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ তার দুই রাজত্বকে আলাদা রেখেই শাসন করে। অবশেষে ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ইবনে সৌদ তার দুই রাজত্বকে একত্রিত করে তার নিজের ও বংশের পদবি অনুসারে দেশের নাম "Kingdom of Saudi Arabia" ঘোষণা করে।

৭৪. জর্দান স্বাধীন ১৯৪৬

ট্রান্সজর্ডান ছিল ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শরিফ হোসাইনের ছেলে আব্দুল্লাহর মাধ্যমে হাশিমি রাজবংশ এই প্রটেক্টরেট শাসন লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ২২শে মার্চ লন্ডনে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ট্রান্সজর্ডানকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৮ সালে ট্রান্সজর্ডানের নাম বদলে জর্ডান হাশিমি রাজতন্ত্র রাখা হয়। ১৯৪৯ সালে এর নাম বদলে শুধু জর্দান রাখা হয়।

৭৫. ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন ১৯৪৭

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হয়। পাকিস্তান পরবর্তীকালে আবার বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বা ভারত গণরাজ্য নামে পরিচিত হয়।

৭৬. লিবিয়া স্বাধীন ১৯৪৮

১৯১১ সালে ইতালীয়রা দেশটিকে একটি উপনিবেশে পরিণত করে। ১৯৫১ সালে দেশটি একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন রাজা ইদ্রিস কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মাত্র ২৭ বছর বয়সে লিবিয়ার ক্ষমতা গ্রহন করেন তরুণ সামরিক অফিসার মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি। গাদ্দাফি তাঁর সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী এক নতুন লিবিয়া গঠন করেন। তিনি লিবিয়াকে একটি সমাজতান্ত্রিক আরব গণপ্রজাতন্ত্র আখ্যা দেন।

৭৭. মিশর স্বাধীন ১৯৫২

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিশর দখল করে। এরপর প্রায় ৪০ বছর মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯২২ সালে দেশটি একটি রাজতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্রিটিশ সেনারা মিশরে থেকে যায়। ১৯৫২ সালে জামাল আব্দেল নাসের-এর নেতৃত্বে একদল সামরিক অফিসার রাজতন্ত্র উৎখাত করে এবং একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মিশর প্রতিষ্ঠা করে।

৭৮. সুদান স্বাধীন ১৯৫৬

অধুনা দক্ষিণ সুদান ও সুদানের অন্তর্গত ভূখণ্ডটি মুহাম্মদ আলি রাজবংশের শাসনকালে মিশরের অধীনে ছিল। পরে এটি যুক্তরাজ্য ও মিশরের যৌথমালিকানাধীন এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৫৬ সালে সুদান স্বাধীন হয়।

৭৯. তিউনিসিয়া এবং মরক্কো স্বাধীন ১৯৫৬

১৮৮১ সাল থেকে তিউনিসিয়া ফ্রান্সের একটি উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৬ সালে এটি স্বাধীনতা লাভ করে। আধুনিক তিউনিসিয়ার স্থপতি হাবিব বুর্গিবা দেশটিকে স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দেন এবং ৩০ বছর ধরে দেশটির রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিউনিসিয়া উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯১২ সালে মরক্কো বিভক্ত হয়ে ফ্রান্স ও স্পেনের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ৪৪ বছর ফ্রান্সীয় শাসনের পর ১৯৫৬ সালে মরক্কো ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এবং পরবর্তীকালে অতি অল্প সময়ে অধিকাংশ স্পেন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করেছিল।

৮০. ইরাক স্বাধীন ১৯৫৮

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা শরীফ হোসাইনের ছোট ছেলে ফয়সাল ইরাকের প্রথম বাদশাহ করেন। কিন্তু ইরাকবাসীরা তাকে তখন মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে তার বংশ হাশিমিরা কিছুকাল শাসন করে। ইরাকের অধিকাংশ শিয়া ও কুর্দিরা এই হাশিমিদের শাসনের বিরোধী ছিল। ১৯৫৮ সালে ইরাকি জাতীয়তাবাদি অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইরাকে হাশিমি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিপ্লবের পর ইরাক প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।

৮১. নাইজার স্বাধীন ১৯৫৮

২৩ জুলাই ১৯৫৬ এর Overseas Reform Act এর ফলস্বরুপ ১৯৫৮ সালে নাইজার ফ্রান্সের একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় রিপাবলিক অব নাইজারের মন্ত্রি পরিষদের প্রধান ছিলেন হামানি দৈর। ১৯৬০ এ হামানি দৈরের নেতৃত্বে নাইজার ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

৮২. মালি স্বাধীন ১৯৬০

১৮৯৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পরযন্ত ফরাসিদের অধিকারে ছিলো দেশটি। ১৯৬০ সালে মালি স্বাধীনতা লাভ করে।

৮৩. চাঁদ স্বাধীন ১৯৬০

১৯২০ সাল নাগাদ ফ্রান্স দেশটি দখল করে এবং এটিকে ফরাসি বিষুবীয় আফ্রিকার অংশীভূত করে। ১৯৬০ সালে ফ্রঁসোয়া তোম্বালবাইয়ের নেতৃত্বে চাদ স্বাধীনতা অর্জন করে।

৮৪. সিরিয়া স্বাধীন ১৯৬১

১৯৫৮ সালে সিরিয়া মিশরের সাথে একীভূত হয় এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে। উভয় দেশে গণভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়। ১৯৬১ সালে সিরিয়া এই প্রজাতন্ত্র থেকে আলাদা হয়ে আসে এবং তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্র ১৯৬৩ সাল থেকে বা'থ পার্টি দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। এই দলটি ১৯৭০ সাল থেকে শুধুমাত্র আসাদ পরিবার দ্বারা পরিচালিত।

৮৫. আলজেরিয়া স্বাধীন ১৯৬২

আলজেরিয়া ১৯শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬২ সালে ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। আট বছর ধরে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশটির অশেষ ক্ষতিসাধন হয়, এবং এখান থেকে বহু ইউরোপীয় চলে যায়।

৮৬. ইয়ামেন স্বাধীন ১৯৬৭

১৫১৭ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত উত্তর ইয়েমেন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধিনস্থ ছিল। ১৯২৪ সালে এদেশ লাওসান চুক্তির মাধ্যমে অটোম্যান টার্ক সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুসলমান উপজাতীয় প্রধানরা এ অঞ্চল শাসন করে আসছিল। এরই মধ্যে সমুদ্রপথে একটি ব্রিটিশ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ চুর হয়ে যাওয়ার অজুহাতে ১৮৩৯ সালে বৃটেন এডেন দখল করে। ১৯৩৭ সালে এ অঞ্চল ব্রিটিশ রাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এডেন ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসেবে শাসিত হয়ে আসছিল। ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর দক্ষিণ ইয়েমেন স্বাধীনতা লাভ করে।

৮৭. বাংলাদেশ স্বাধীন ১৯৭১

২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করা হয়। লেফট্যানেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ৯ মাস পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরূদ্ধে লড়াই করে। অবশেষে ভারতের সহায়তায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করে। মিত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা'র কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পন করেন।

৮৮. আফগান প্রজাতন্ত্র ১৯৭৩

১৭৪৭ সালে আহমদ শাহ দুররানি কান্দাহার শহরকে রাজধানী করে এখানে দুররানি সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তখন থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান একটি রাজতন্ত্র ছিল। ১৯৭৩ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানে সামরিক অফিসারেরা রাজার পতন ঘটান এবং একটি প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে আফগানিস্তানে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায়ে ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবানরা ক্ষমতাসীন ছিলো।

৮৯. মৌরতানিয়া স্বাধীন ১৯৭৫

১৯৭৫ সাল নাগাদ মৌরিতানিয়ায় স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, এবং আঞ্চলিক দুই শক্তি --মরক্কো এবং আলজেরিয়া অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। নভেম্বরে মরক্কোর বাদশাহ হাসান অভিনব কায়দায় সাহারা মরুভূমিতে তৎকালীন স্পেনের নিয়ন্ত্রিত একটি ভূখণ্ড দখলের ঝুঁকি নেন। তার নির্দেশে পঁচাত্তরের ৬ই নভেম্বর মরক্কোর কয়েক লাখ মানুষ মিছিল করে ঐ ভূখণ্ডের দিকে এগোয়। ইতিহাসে ঐ মিছিলকে গ্রিন মার্চ হিসাবে পরিচিত। ১৪ই নভেম্বর ঘোষণা এলো, স্পেন উপনিবেশটি ছেড়ে দেবে। বদলে সাগরে মাছ শিকারের এবং ফসফেট খনিতে তাদের অধিকার থাকবে। এলাকাটির নতুন নামকরণ হলো ওয়েস্টার্ন সাহারা বা পশ্চিম সাহারা। ভূখণ্ডটির উত্তরাংশ গেল মরক্কোর নিয়ন্ত্রণে। দক্ষিণাংশ পেল মৌরতানিয়া।

৯০. আধুনিক ইরান ১৯৭৯

১৫০১ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত রাজতন্ত্রী ইরান হয় শাহ কিংবা রাজারা শাসন করতেন। ১৯৭৯ সালে ইরানী বিপ্লব গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় এবং ইরানে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। শিয়া ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেইনী ইরাকের নাজাফ শহরে একটি জনসভা আহ্বান করেন। তৎকালীন শাসক মহাম্মাদ শাহের বাহিনী বিশাল জনসমাবেশের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। এর মাত্র ৩ মাসের কিছু সময় পর অর্থ্যাৎ ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে মাত্র একদিনের গণঅভ্যুত্থানে শাহের পতন হয়।

সীমাবদ্ধতা

অঞ্চলগুলোর বর্ডার লাইন সত্যিকার সীমা নির্দেশ করে না। কেবলমাত্র ধারনা দেওয়ার জন্য।